চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 158 Thursday, 9 May, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৫৮ সংখ্যা ✱ ২৬ বৈশাখ, ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৯ মে, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

হাওড়া বাঁকড়ার পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে প্রধানকে খুনের চেষ্টা ও গুলি চালানোর ঘটনায় বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার হলেন ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড শেখ সাজিদ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মুখ্যমন্ত্রী প্রাতিষ্ঠানিক চোর, তার সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বোলপুরে শহরে প্রার্থী পিয়া সাহার হয়ে রোড শো'র আগে বললেন সুকান্ত মজুমদার। ...বিস্তারিত পাতা ৫

তাঁত বুনে কোনওরকমে টেনে টুনে চলে সংসার। মাধ্যমিক পর্যন্ত নিজেই পড়িয়েছেন মেয়েকে। নিজের চেষ্টায় ভাল ফল করেছে মেয়ে। ...বিস্তারিত পাতা ৭

আর মাত্র একদিন পর ১০ মে দোহা ডায়মন্ড লিগে হিরের খোঁজে নামবেন ভারতের হিরের টুকরো ছেলে নীরজ চোপড়া। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আমাদের কেউ বদমায়েশি করলে থাপ্পড় মেরে তাড়িয়ে দিতে পারি

আরামবাগে বার্তা মমতার

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ৮ মেঃ আগামী ২০ মে আরামবাগে পঞ্চম দফায় ভোট। বিদায়ী সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে এ বার টিকিট দেয়নি তৃণমূল। বদলে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন মিতালি বাগ। চব্বিশের লোকসভা ভোটে আরামবাগে তৃণমূলের প্রার্থী নির্বাচন থেকেই দলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর সামনে আসে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার দলের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আরামবাগে নির্বাচনী প্রচারে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরামবাগের কালীপুর মাঠে সভা ছিল মমতার। সেখান থেকেই দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''আমাদের কেউ বদমায়েশি করলে আমি থাপ্পড় মেরে তাড়িয়ে দিতে পারি।'' সঙ্গে বিজেপি বা সিপিএমের দলে যে এই অনুশাসন নেই তাও মমতার বক্তব্যে উঠে আসে। স্থানীয় তৃণমূল সূত্রের খবর, প্রার্থী মিতালির প্রচারে গতবারের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে এক দিনও দেখা যায়নি। অপরূপার দাবি, প্রার্থী কিংবা দলের জেলা নেতৃত্ব অথবা নির্বাচন কমিটি কোনও তরফেই তাঁকে প্রচারে ডাকা হয়নি। যদিও টিকিট না পেয়ে সাংবাদমাধ্যমের সামনে একাধিকবার অপরূপাকে ক্ষোভ উগড়ে দিতে দেখা গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে এদিন নির্বাচনী প্রচারে আরামবাগে যান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সভায় তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, ''এর আগে কেউ ভুল করে থাকলে, আমরা ভুল শুধরে নিয়েছি। এই কেন্দ্রে আমরা এ বার

নতুন প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছি। মিতালি প্রান্তিক ঘরের মেয়ে। ওঁকে জেতান।'' লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বে একটানা বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু হুগলির আরামবাগের সভায় গিয়ে বিরোধীদের নিশানা করার পাশাপাশি এদিন নিজের দলের নেতাদেরও সতর্ক করলেন তিনি। গত বিধানসভা নির্বাচনে আরামবাগ লোকসভার অন্তর্গত খানাকুল, পুরশুড়ার মতো আসনগুলি দখল করে নেয় বিজেপি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে আরামবাগে প্রার্থীও বদল করেছে তৃণমূল। আর আত্মবিশ্বাসী মমতার কথায়, মানুষই হারিয়েছে, মানুষই জেতাবে। প্রার্থী মিতালি বাগকে কেন জেতানো উচিত তা নিয়েও ব্যাখ্যা দেন মমতা। তাঁর কথায়, ''মিতালি বাগদি সম্প্রদায়ের মেয়ে। উচ্চশিক্ষা করেছে। অনেকে বলেন, বাগদি বাউড়িরা টিকিট পান না। আমরা ওঁকে টিকিট দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছি। ও সারাজীবন বিয়ে করেনি, দলের কাজ করে।'' আরামবাগের মঞ্চ থেকে সিপিএমকে আক্রমণ করেন মমতা। বলেন, ''সিপিএমের হার্মাদেরাই এখন বিজেপির হার্মাদ হয়েছে। আমার থেকে ভাল ওদের আর কেউ চেনে না। গড়বেতা থেকে আরামবাগ পর্যন্ত সিপিএম মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রেখেছিল। মানুষ খুন করে সেখানে ফেলে দিত। আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেত না।'' মূলত উন্নয়নকে হাতিয়ার করে আরামবাগ আসনে ফের জয় পেতে চায় তৃণমূল। সেই প্রসঙ্গে তাঁর সরকারের আমলে কোথায় কী উন্নতি হয়েছে, এদিন সেই খতিয়ান তুলে ধরেন মমতা। আরামবাগ আগে কেমন ছিল, সেই স্মৃতিচারণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে বামেদের দুর্গ ছিল। এককালে অনিল বসু ভোটে লড়তেন এখান থেকে। পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে আরামবাগের দখল নেয় তৃণমূল। আজ আরামবাগের সভা থেকে দলের নেতা-নেত্রীদের উদ্দেশে মমতা বললেন, ''অনেক কষ্ট করে আরামবাগ উদ্ধার করা হয়েছে। মনে রাখবেন, কে বড় নেতা, কে ছোট নেতা-এসব কেয়ার করবেন না। মানুষকে কেয়ার করুন। আর কিছু লাগবে না।'' আগামী ২০ মে ভোটগ্রহণ রয়েছে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে। তার আগে আজ দলীয় প্রার্থী মিতালী বাগের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা থেকে দলের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে রাখলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

শুধু মমতা আর পুলিশ বাদ! রাজ্যের মানুষকে ফুটেজ দেখাতে উদ্যোগী বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মেঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। রাজভবনের এক মহিলা কর্মী তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন। এই ইস্যুতে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। কিন্তু আসল ঘটনা কী, তা রাজ্যের মানুষকে জানাতে চান রাজ্যপাল। তাই রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ আমজনতাকে দেখাতে চান তিনি। শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচি থেকে আক্রমণ শানিয়েছে রাজ্যপালকে। ঘটনার তদন্তে ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আট সদস্যের সিট গঠন করেছে লালবাজার। রাজভবনের ওসির কাছে সেদিনের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ চেয়েছে পুলিশ। রাজ্যপালকে রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। ইতিমধ্যেই অবশ্য বিবৃতি দিয়ে রাজ্যপাল বোস রাজভবনের স্থায়ী, অস্থায়ী কর্মীদের জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে পুলিশ কোনও রকম তথ্য চাইলে তা না দিতে। কিন্তু সিসিটিভি ফুটেজ তিনি দেখাতে চান। তবে তা পুলিশকে নয়, সাধারণ মানুষকে। বুধবার

রাজভবনের এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি পোস্ট করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, 'সচ কা সামনা' নামে এক কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল বোস। সেখানে ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর জানিয়েছেন তিনি। প্রথম ১০০ জন আবেদনকারীকে রাজভবনের ভিতরের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হবে আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও নাগরিক ওই সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে পারবেন। তবে পারবেন না, না দু'পক্ষ, 'রাজনীতিবিদ' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুলিশ। রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, যে কোনও ইচ্ছুক নাগরিক ওই সিসিটিভি ফুটেজ দেখার জন্য নিজের নাম নথিভুক্ত করাতে পারেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টায় রাজভবনে দেখানো হবে ওই সিসিটিভি ফুটেজ। ই-মেল আইডিতে অথবা রাজভবনের নম্বরে ফোন করে নাম নথিভুক্ত করাতে পারেন রাজ্যের মানুষ। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রসঙ্গে রাজ্যপাল দাবি করেছেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬১ অনুসারে, রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি পদক্ষেপ করা যায় না। সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রয়েছে রাজ্যপালের। এর আগে তিনি বিবৃতি দিয়ে এও জানান, ভারতীয় সংবিধানের ৩৬১ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল বেশ কিছু বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে কোনও আদালতের কাছে তাঁরা জবাবদিহি করেন না। পদে থাকাকালীন কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি প্রক্রিয়া চালানো যায় না। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা কিংবা জেল হেফাজতের রায় দিতে পারবে না কোনও আদালত। কোনও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তদন্ত করা যাবে না। এমনকী, তাঁকে অভিযুক্ত হিসেবেও উল্লেখ করা যাবে না। শুরু থেকেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যপাল দাবি করেছেন, তাঁকে অপদস্থ করতে চক্রান্ত করা হচ্ছে। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন তিনি। মন্তব্য ছিল, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নোংরা রাজনীতি করছেন। আমি যতই রাজনীতির উর্দ্ধে থাকতে চাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ততই রাজনীতিতে টেনে আনছেন।''

মোদির প্রশ্ন

আদানি-আম্বানিদের কাছ থেকে কত ট্রাক চোরি কা মাল পেয়েছেন রাহুল

তেলেঙ্গানা, ৮ মেঃ আদানি-আম্বানিদের কাছ থেকে কত কালো টাকা পেয়েছেন রাহুল গান্ধি, প্রশ্ন তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বুধবার নির্বাচনী প্রচারে এসেছেন মোদি। প্রথমে তিনি ভেমুলাওয়াড়ার রাজন্না মন্দিরে দর্শন করেন। এরপর একটি সভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, যিনি বারবার সংসদে আদানি-হিন্ডেনবার্গ প্রসঙ্গ টেনে সরকারকে পর্যুদস্ত করে থাকেন, তাঁকে উদ্দেশ করে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, ''কংগ্রেসের শাহজাদার কাছে আমি জানতে চাই, আদানি-আম্বানির কাছ থেকে কত কালো টাকা নিয়েছেন? ভোটের জন্য এইসব শিল্পপতিদের কাছ থেকে কংগ্রেস কত টাকা পেয়েছে?'' তেলঙ্গানায় আগামী ১৩ মে একসঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভা ভোট হতে চলেছে। তার আগে এটা মোদির তৃতীয় রাজ্য সফর। ভেমুলাওয়াড়ার পর ওয়ারাঙ্গলেও একটি জনসভায় ভাষণ দেন মোদি। সেখানে তিনি বলেন, ''তিনটি দফার ভোটের পর একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এনডিএর বিজয়রথ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয় হল, কংগ্রেস আতসকাচ দিয়ে ওদের জেতার মতো আসন খুঁজে বেড়াচ্ছে।'' প্রধানমন্ত্রী উপহাসের সুরে আরও বলেন, ''আজ আপনাদের উৎসাহ দেখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, চতুর্থ দফার পর আতসকাচে কংগ্রেসের কাজ হবে না। এরপর ওদের অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে।'' কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুলকে তিনি আরও বলেন, ''আদানি-আম্বানিদের সঙ্গে রাহুল গান্ধির কী এমন গোপন চুক্তি হয়েছে? উনি রাতারাতি ওদের বিরুদ্ধে বলা বন্ধ করে দিলেন কেন?'' মোদির আক্রমণের ভাষায়, ''কংগ্রেসের শাহজাদা পাঁচ বছর ধরে আম্বানি ও আদানিদের নাম জপে আসছেন। ভোট ঘোষণার পর হঠাৎ করে তিনি চুপ করে গেলেন কেন! শাহজাদার উচিত খোলসা করে জানানো যে, এ ধরনের শিল্পপতিদের কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছেন? কত ব্যাগ কালো টাকা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন? তাঁর এই আচমকা নীরবতার মানে হল আপনিও ট্রাক ট্রাক ভর্তি চোরি কা মাল পেয়েছেন।'' প্রসঙ্গত, ২০২৪ লোকসভা ভোটের প্রচারে এদিন প্রথম হঠাৎ করেই আদানি-আম্বানি প্রসঙ্গ টেনে আনেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভায় আদানি-হিন্ডেনবার্গ ইস্যুতে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীর জবাব দাবি করেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ। কিন্তু, তখন জবাব মেলেনি। এবার ভোটপ্রচারে এই প্রথম আদানি-আম্বানিদের কালো টাকার বন্দুকের ট্রিগার রাহুলের দিকে টিপ করে ছুড়লেন মোদি।

শরিকদের বার্তা খাড়্গের

'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা কংগ্রেস শিবিরের!

নয়াদিল্লি, ৮ মেঃ ভোট শতাংশের ইস্যুতে এবার একযোগে প্রতিবাদের ভাবনা বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটের। জানা যাচ্ছে তৃতীয় দফার ভোটের মাঝেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। শুধু মমতার সঙ্গেই নয়, ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিক দলগুলির কাছেও বার্তা পাঠিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা। এবার ইন্ডিয়া জোটের সব রাজনৈতিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে চাইছে কংগ্রেস শিবির। ভোট শতাংশের ইস্যুতে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। একযোগে বিরোধীদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিতে চাইছে দিল্লিতে নির্বাচন সদনের দুয়ারে। লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দুই দফায় চূড়ান্ত ভোট শতাংশ প্রকাশে কেন দেরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনা নির্বাচন কমিশনের থেকে প্রকাশিত তথ্যের গুণগত মান নিয়ে সন্দেহের অবকাশ তৈরি করে। সব বিরোধী দলগুলির উদ্দেশে খাড়্গের বার্তা, ''সম্ভবত ইতিহাসে এই প্রথমবার এমন ঘটল যে লোকসভা ভোটের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার চূড়ান্ত ভোট শতাংশ প্রকাশ করতে নির্বাচন কমিশন দেরি করেছে।'' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, লোকসভা ভোটের প্রথম দুই দফার চূড়ান্ত ভোট শতাংশ নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেছিল গত ৩০ এপ্রিল। যা ছিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণের ১১দিন পর এবং দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের ৪ দিন পর। বিরোধীদের একাংশের দাবি, সাধারণভাবে ভোটগ্রহণ পর্বের ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন ভোট শতাংশ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে দেয়। সেখানে কেন এতটা দেরি হল, এবার সেই ইস্যুকে হাতিয়ার করে একযোগে কমিশনের দ্বারস্থ হতে চাইছে কংগ্রেস।

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল একাই ঘোষণা করলেন সংসদ সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মেঃ উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশে এবার ভাঙল প্রথা! সাংবাদিক বৈঠকে দেখা গেল একা সংসদ সভাপতিকেই। বুধবার দুপুরে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা করেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। কিন্তু প্রত্যেকবার এই ফল ঘোষণার সময় সভাপতির পাশে থাকেন সংসদের সচিব। এবার সচিবকে দেখা গেল না ক্যামেরার সামনে। বর্তমানে এই সংসদের সচিব পদে রয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। কেন অন্য কোনও আধিকারিককে দেখা গেল না এবার? এই প্রশ্ন করতে সভাপতি জানালেন, একাধিক অফিসারের কাজ ও মর্যাদা সমান। তাই বসালে সব অফিসারকেই বসাতে হত। তাই এবার এক বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি-সবাই এখানে সমান কাজ করেন, তাই সবাইকে বসাতে হত। উল্লেখ্য, এর আগে এই সচিব পদে ছিলেন তাপস চট্টোপাধ্যায়। এরপর সচিব হন প্রিয়দর্শিনী। রেশন দুর্নীতি মামলায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেফতার হওয়ার পর প্রিয়দর্শিনীর বিপুল সম্পত্তি নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। প্রশ্ন ওঠে, শুধুমাত্র টিউশন পড়িয়ে মন্ত্রীর মেয়ে কীভাবে প্রায় সাড়ে তিন কোটির মালিক হলেন? এমনকী বেশ কিছু ভুয়ো সংস্থার ডিরেক্টর হিসেবেও প্রিয়দর্শিনীর নাম আছে বলেও দাবি করে ইডি।

বিজেপি কেশপুরে নিজেদের লোককে খুন করে তৃণমূলের উপরে দোষ চাপানোর ষড়যন্ত্র করছে দেব

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ৮ মেঃ ২৫ মে ষষ্ঠ দফায় ভোট রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে। তার আগেই কেশপুরে বিজেপি নিজেদের লোককে খুন করিয়ে তৃণমূলের উপরে দোষ চাপিয়ে ভোটের আগে চরম অশান্তির পরিবেশ তৈরি করবে বলে বড় অভিযোগ করলেন ঘাটালের সাংসদ তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী অভিনেতা দেব। বুধবার সকালে প্রচারের মাঝে সংবাদমাধ্যমের কাছে দেব বলেন, ''আমাদের কাছে যা খবর এসেছে এখন পর্যন্ত বিজেপির যিনি প্রার্থী এবং বিজেপি দল কেশপুরে ষড়যন্ত্র করে নিজেদের লোককে মেরে তার দোষ আমাদের লোকের উপর চাপিয়ে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করে ভোট করানোর চেষ্টা করবে। ওরা বুঝতে পেরেই গেছে যে জেতার আর কোন রাস্তা নেই।'' নির্দিষ্ট করে সম্ভাব্য তারিখও জানিয়েছেন দেব। ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থীর কথায়, ''আগামী ১০ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে বিজেপি এই ষড়যন্ত্রের প্ল্যান করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।'' কোন সূত্র থেকে দেব এ ব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছেন তা প্রকাশ করতে চাননি। তবে প্রশাসনের কাছে তাঁর আর্জি, ''ভোটের মাঝে কোথাও কোনও অশান্তি হোক, ব্যক্তিগতভাবে

আমি তা চাই না। তবে আমি আগে থেকে বলে রাখছি এরকম একটা ঘটনা কেশপুরে ঘটতে চলেছে। তাই প্রশাসনের কাছে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে আগাম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আবেদন জানিয়ে রাখলাম।'' প্রসঙ্গত, ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে কেশপুর বিধানসভা। একসময় বাংলায় ভোট লুঠের অভিযোগ বোঝাতে বিরোধীরা রাজ্যের যে কটি অঞ্চলের নাম উল্লেখ করত, কেশপুর তারই অন্যতম। পালাবদলের বাংলায় কেশপুরে তৃণমূলের দাপট সর্বজনবিদিত। দেব বোঝাতে চেয়েছেন, সেই কেশপুরে নিজেদের কর্মীকে খুন করে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করবে বিজেপি। এরপরই সরাসরি ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা হিরণের নামোল্লেখ করে দেব বলেন, ''হিরণ পাগল হয়ে গেছে। খবরের হেডলাইনে থাকার জন্য যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছে। এমনকী ওদের জেলা সভাপতি পর্যন্ত আমাকে নিয়ে একটা কথাও বলেনি। শুধু ওই একটা ছেলে (হিরণ) জেতার জন্য মরিয়া হয়ে যা খুশি বলে যাচ্ছে।'' এ ব্যাপারে হিরণের কোবও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। তবে দেবের আনা বড় অভিযোগ ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলে তো বটেই প্রশাসনের অন্দরেও শোরগোল তৈরি হয়েছে।

রাহুলকে আক্রমণের জবাব কংগ্রেসের, ভোটের উত্তাল ঢেউয়ে নিজের ছায়াকেও ভয় পাচ্ছেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৮ মেঃ আম্বানি-আদানির কালো টাকা গ্রহণ করা নিয়ে রাহুল গান্ধিকে গিলোটিনে তোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিবাদে গর্জে উঠল কংগ্রেস। বুধবার দুপুরে দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক এক্সবার্তায় কড়া ভাষায় জবাব দিলেন মোদির। জয়রাম কটাক্ষের ভাষায় লিখেছেন, 'হাম দো হামারে দো'র 'পাপ্পা' ভোটের এমন উত্তাল ঢেউ দেখতে পাচ্ছেন যে, নিজেরই সন্তানের দিকে মুখ ঘোরালেন। জয়রামের এই কথার অর্থ হল, মোদি-শাহ জুটি ভোটের দেওয়াল লিখন পড়তে পারছেন, তাই শেষমেশ তাঁদেরই সন্তান আদানি-আম্বানিদের নাম মুখে আনলেন। জয়রাম রমেশ বলেছেন, ''২০২৩ সালের ২৮ জানুয়ারি থেকে কংগ্রেস মোদানি কেলেঙ্কারির তদন্তে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি তুলে আসছে। আমরা একই দাবি তুলেছি ২৩ এপ্রিল নির্বাচন শুরুর পরেও। মাত্র পাঁচদিন আগে ৩ মেতেও একই কথা বলা হয়েছে।'' এরপরেই রাহুলের প্রসঙ্গ টেনে রমেশ বলেন, ''রাহুল গান্ধি এ পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতায় ১০৩ বারের বেশি আদানির নাম এবং আম্বানির নাম ৩০ বারের বেশি উল্লেখ করেছেন।'' রমেশের দাবি, আগামী ৪ জুন ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসছে। তারপরেই যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে। মোদানি কেলেঙ্কারির তদন্তই হবে নতুন সরকারের প্রথম কাজ। কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, মোদানি কেলেঙ্কারিতে অন্তত ২ লক্ষ কোটি টাকা জড়িত। রমেশের আরও দাবি, অন্তিম পরাজয় এগিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী এখন নিজের ছায়াকেও ভয় পাচ্ছেন। মোদির একটি ছবি দিয়ে হিন্দিতে লিখেছেন, 'অপনি পরছাই সে ভি ডরতে হ্যায়'। জয়রাম রমেশের অভিযোগ, নির্বাচনী বন্ডে একজন মানুষ তাঁর দলের জন্য ৮২০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছেন। এই বন্ডকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছে। আজ তিনিই অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তির ছুড়ছেন। প্রধানমন্ত্রী এই চাঁদা নেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের ৪ লক্ষ কোটি টাকার ঠিকাদারি ও লাইসেন্স তুলে দিয়েছেন। আজ ৭০ কোটি ভারতবাসীর মিলিত সম্পদের পরিমাণ যে ২১ জনের হাতে রয়েছে, তার একমাত্র কারণ প্রধানমন্ত্রীর নীতি ও সদিচ্ছা, লিখেছেন রমেশ।

ভারত জুড়ে বাড়ছে 'ভূতুড়ে শপিং মল'! ভয়াবহ অবস্থা কলকাতার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারত জুড়ে ক্রমে বাড়ছে 'গোস্ট শপিং মল' বা 'ভূতুরে শপিং মল'এর সংখ্যা। বিশেষ করে, ২০২৩ সালে ভূতুরে মলের সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০২২-এর তুলনায় বেড়েছে প্রায় ৫৯ শতাংশ। ২০২৩-এ প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ বর্গফুট রিটেইল স্পেসকে 'ভূতুরে শপিং মল' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ভূতুরে শপিং মল মানে, শপিং মলগুলিতে ভূতের উপদ্রব হয়, এমন নয়। ব্যবসায়িক পরিভাষায়, যে শপিং মলগুলির অধিকাংশ দোকানই খালি পড়ে থাকে এবং উপভোক্তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম হয়, সেগুলিকে গোস্ট শপিং মল বলা হয়। কাজেই এই ধরণের শপিং মলের সংখ্যা যত বাড়বে, ততই আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে ভারত। এই বিষয়ে সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রিয়েল এস্টেট কনসাটেন্সি ফার্ম, 'নাইট ফ্রাঙ্ক ইন্ডিয়া'। 'থিঙ্ক ইন্ডিয়া থিঙ্ক রিটেইল ২০২৪ঃ শপিং সেন্টার অ্যান্ড হাই স্ট্রিট ডায়নামিকস অ্যাক্রোস ২৯ সিটি' শীর্ষক এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই 'ভূতুরে শপিং মলের' সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, ২০২৩ সালে ভারতের ৬৭০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ২০২৩-এ ভারতে মোট আটটি নতুন রিটেইল সেন্টার হয়েছে। তা সত্ত্বেও, এই বছর ভারতের মোট শপিং সেন্টারের সংখ্যা ২৬৩-এ নেমে এসেছে। কারণ একই সময়ে ১৬টি শপিং সেন্টার বন্ধও হয়ে গিয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে গোস্ট শপিং সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সবথেকে বেশি দায়ী দিল্লি জাতীয় রাজধানী এলাকা। ২০২৩-এ দিল্লি ও তার আশপাশের এলাকার গোস্ট শপিং মলগুলিতে মোট ইজারাযোগ্য জায়গার পরিমাণ বেড়ে ৫৩ লক্ষ বর্গফুট হয়েছে। এক বছরে বৃদ্ধি হয়েছে ৫৮ শতাংশ। এই

বিষয়ে দিল্লির পরই আছে মুম্বই। মুম্বইয়ের গোস্ট শপিং মলগুলিতে ২১ লক্ষ বর্গফুট ইজারাযোগ্য জায়গা রয়েছে। বার্ষিক বৃদ্ধি ৮৬ শতাংশ। বেঙ্গালুরুতে গোস্ট শপিং মলে ইজারাযোগ্য জায়গা রয়েছে ২০ লক্ষ বর্গফুট। বছরে বেড়েছে ৪৬ শতাংশ। ২০২৩-এ ভারতের মধ্যে গোস্ট শপিং সেন্টারের ইজারাযোগ্য জায়গার পরিমাণ একমাত্র কমেছে হায়দরাবাদ শহরে। ১৯ শতাংশ কমে হয়েছে ৯ লক্ষ বর্গফুট। সবথেকে খারাপ অবস্থা অবশ্য কলকাতার। ভারতের মধ্যে ভূতুরে শপিং সেন্টারের প্রসার সবচেয়ে বেশি ঘটেছে আমাদের শহরেই। ২০২৩-এ কলকাতায় গোস্ট শপিং সেন্টারে ইজারাযোগ্য জায়গার পরিমাণ বেড়েছে ২৩৭ শতাংশ। ২০২২-এ কলকাতায় এই ধরনের জায়গার পরিমাণ যেখানে ছিল ৩ লক্ষ বর্গফুট, ২০২৩-এ তা বেড়ে হয়েছে ১১ লক্ষ বর্গফুট। বর্তমানে শহরে ২৩টি শপিং মল রয়েছে। ২০২২-এ এর মধ্যে গোস্ট শপিং সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল ৪টি মল। ২০২৩-এ আরো দুটি মল এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে। অথচ, কলকাতায় প্রতি হাজার জনে শপিং মলের ঘনত্ব, ভারতের অন্যান্য শহরের থেকে অনেক কম। কলকাতায় প্রতি হাজার জনে মোট ইজারাযোগ্য জায়গার পরিমাণ মাত্র ৩৫৭ বর্গফুট। বেঙ্গালুরুর কত জানেন? ১,১৪০ বর্গফুট। ভূতুরে শপিং মলের সংখ্যা বাড়ার কারণ কী? বিশ্লেষকদের মতে, ভারত জুড়ে ভূতুরে শপিং মলের সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। অনেকাংশে দায়ী দুর্বল ব্যবস্থাপনা। এছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছে অবস্থানগত অসুবিধা। আবার অনেক ক্ষেত্রে শপিং মলগুলির আকার ছোট হওয়ার কারণেও, মলগুলি ভূতুরে হয়ে উঠছে। আকারে ছোট হওয়ার কারণে, অনেক সময় এই মলগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যান্ডের অভাব দেখা দেয়। এর পাশাপাশি, খুচরো বাজারে উপভোক্তাদের আচরণ পরিবর্তনও ভূতুরে শপিং মল সৃষ্টির অন্যতম কারণ। বর্তমানে, বিশেষ করে কোভিড মহামারির পর, আরও বেশি বেশি মানুষ অনলাইনে কেনাকাটা করছেন। কিংবা, ভাল পণ্য কেনার আশায় তারা বড় বড় শপিং সেন্টারগুলিতে যাচ্ছেন। পা পড়ছে না ছোট শপিং মলগুলিতে। ফলে ছোট মলগুলির ক্ষেত্রে, গোস্ট শপিং সেন্টরে পরিণত হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। আবাসিক বা বাণিজ্যিক কাজের জায়গায় পরিণত করতে, ভেঙে ফেলা হচ্ছে দুর্বল শপিং সেন্টারগুলি। কখনও বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিলামও করা হচ্ছে।

বুধবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বাংলাজুড়ে রবি-স্মরণ পালন করা হয়েছে

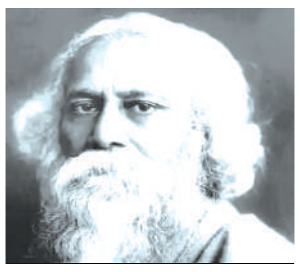

কলকাতা, ৮ মে ঃ বুধবার ২৫ বৈশাখ, রবি ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালন হয়েছে রাজ্যজুড়ে। গোটা বাংলাজুড়েই প্রায় পুরো বৈশাখ মাসই হয় রবি-স্মরণ। তবে আজকের দিনটা বিশেষ। তাঁর গান কবিতার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে সকাল থেকেই।রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল অনুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্র সদনে। ঐদিন তাতে অংশ নিয়ে ছিল বাংলার নামী কলাকুশলীরা। যদিও ভোটের জন্য আদর্শ আচরন বিধি চালু থাকায়, এই অনুষ্ঠানে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকতে পারবেন না। আগেই জানানো হয়েছিল । এছাড়া জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতেও কবি স্মরণ করা হয়েছিল বুধবার সকালে।

বিশ্বজুড়ে করোনা টিকা বন্ধ অ্যাস্ট্রাজেনেকার

ওয়াশিংটন, ৮ মে ঃ বিতর্কের মুখে বিরাট বড় সিদ্ধান্ত নিল অ্যাস্ট্রাজেনেকা। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারির সময় মানুষকে টিকা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রাজেনেকা তাদের করোনার টিকা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে যে তারা বিশ্বজুড়ে তাদের এই ভ্যাকসিন প্রত্যাহার করছে।এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংস্থাটি ভ্যাকসিন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আগেই, তবে মঙ্গলবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে জানা গেছে।উল্লেখ্য, এই ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা অতীতে স্বীকার করেছে যে কিছু ক্ষেত্রে কোভিড ভ্যাকসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে বেশ কয়েকটি মামলার মুখে অ্যাস্ট্রাজেনেকা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চন্দ্রিমার 'আহ্লাদ'কে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ৮ মে, ঃএসএসসি-তে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর প্রতিক্রিয়ায় কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বুধবার তথাগতবাবু এস হ্যন্ডলে লেখেন, সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। তাইতেই মন্ত্রী চন্দ্রিমা আহ্লাদে আটখানা ! বলছেন, ' জয় হয়েছে'।চন্দ্রিমা দেবী, ভুলবেন না, সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেছে এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে। শুধু তাই নয়, এসএসসি মেনে নিয়েছে যে সাত হাজার চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। অতএব জুলাই মাসে কোর্ট খুললে যেসব শিক্ষকদের অযোগ্য বলে মেনে নিয়েছে তাদের চাকরি বাঁচানো প্রায় অসম্ভব ! তার উপরে, সুপার-নিউমারারি পোস্ট যারা সৃষ্টি করেছে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।সত্যের জয় সবসময়েই হবে, কিন্তু যারা বিপদের মধ্যে আছে তাদের মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে বিভ্রান্ত করবেন না।

বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশির মৃত্যু

দার্জিলিং, ৮ মে, ঃগত মঙ্গলবার গভীর রাতে ফাঁসিদেওয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া কেটে অনুপ্রবেশের সময় বিএসএফের গুলিতে দু'জনের মৃত্যু হয়। সূত্রের খবর, মৃতরা বাংলাদেশের বাসিন্দা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।কাঁটাতারের বেড়া কেটে এই অনুপ্রবেশের ছক চলছিল। মৃত্যুর খবর জানতে পেরেফাঁসিদেওয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফকিরপাড়া এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা বুধবার সকালে সীমান্তের কাঁটাতারের এই পাড়ে ভিড় করেন।তদন্তকারীদের অনুমান গরু পাচারের উদ্দেশ্যেই পাচারকারীরা এদেশে আসছিল। সেই সময়ই ঘটে এই ঘটনা। খবর পেয়ে

উত্তরপূর্বীয় মানুষের মুখাবয়ব নিয়ে স্যাম পিত্রোদার বিতর্কিত মন্তব্য, প্রতিক্রিয়া হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৮ মে ঃ' আমি দেখতে ভারতীয়ের মতো, আমরা একটি বৈচিত্র্যময় দেশের নাগরিক', উত্তরপূর্বীয় মানুষের মুখাবয়ব নিয়ে স্যাম পিত্রোদার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।সম্প্রতি 'দ্য স্টেটসম্যান'-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাকারে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান স্যাম পিত্রোদা ভারতের বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে গিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মুখ্যমন্ত্রীদের মুখাবয়ব নিয়ে মন্তব্য করে সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন।

'ইনহেরিট্যান্স ট্যাক্স'-এর ওপর মতামত ব্যক্ত করতে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন পিত্রোদা। এতে নির্বাচনের আবহে কংগ্রেসকে এক কঠিন অবস্থানে ফেলেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।।

একদা রাজীব গান্ধীর বেস্ট ফ্রেন্ড, অধুনা রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত স্যাম পিত্রোদা ভারতকে একটি বৈচিত্র্যময় দেশ হিসেবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ' (পিউপল অব ইস্ট) মানুষ দেখতে চাইনিজদের মতো, পশ্চিমের মানুষ দেখতে আরবিদের মতো, উত্তরের লোকদের দেখতে হয়তো শ্বেতাঙ্গের মতো এবং দক্ষিণের মানুষদের দেখতে আফ্রিকানদের মতো।'সাক্ষাকারটি সম্প্রচারিত হওয়ার পর-পরই তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এক্স হ্যান্ডলে ইংরেজিতে লেখা বক্তব্যের বাংলা তর্জমা এ রকম, ' ভাই, আমি উত্তরপূর্বের বাসিন্দা এবং আমি দেখতে একজন ভারতীযের মতো। আমরা একটি বৈচিত্র্যময. দেশে বাস করি - আমাদের দেখতে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমরা সবাই এক। হামারে দেশ কে বাড়ে মে থোড়া তো সমজ লো!' মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা পিত্রোদাকে দেশ (ভারত) সম্পর্কে আরও ভালো করে বোঝার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েদের অগ্রগতি লক্ষণীয়, মন্তব্য সংসদ সভাপতির

কলকাতা, ৮ মে ঃপশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং এবারের ফলাফলে মেয়েদের অগ্রগতি লক্ষণীয় বলে মন্তব্য করলেন মন্তব্য সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।বুধবার ফল প্রকাশের সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ১৩ বছর আগে উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীদের ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫৫ ও ৪৫। এখন তা হয়েছে ৪৪ ও ৫৬। অর্থাৎ, মোট পরীক্ষার্থীর অধিকাংশই ছাত্রী।এ ছাড়াও, উচ্চ মাধ্যমিকে ৯০ শতাংশ বা তার বেশি এবার যাঁরা পেয়েছেন, তাতেও নারীশক্তির জয়। এ রকম মোট ৮ হাজার ৩৩১ জনের মধ্যে ৩ হাজার ৫৫২ জন ছাত্র, ৪ হাজার ৭৭৯ জন ছাত্রী। অর্থাৎ, এই তালিকায় মেয়েরা যথেষ্ঠ এগিয়ে।প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখে প্রথম ৫৮ জনের তালিকায় ছাত্ররা টেক্কা দিয়েছে ছাত্রীদের। সংখ্যাদুটি যথাক্রমে ৩৫ ও ২৩। পাশের শতাংশেও এগিয়ে ছাত্ররা- ৯২ শতাংশ। সেখানে সফল ছাত্রীর ৮৮.১৮ শতাংশ। গড় পাশের শতাংশ ৯০। গতবার ছিল ৮৯.২৫ শতাংশ। অর্থাৎ, গতবারের তুলনায় এবার পাশের হারও বেশি। উত্তীর্ণ সংখ্যালঘুদের মধ্যেও মেয়েরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সফল ছাত্র ৪৮ শতাংশ, ছাত্রী ৬০ শতাংশ। এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে ১,৮৭,৯২৪ জন সংখ্যালঘু পরীক্ষার্থী ছিলেন।পরীক্ষায় ছাত্রীদের সংখ্যা ও ফল ভাল হওয়ার অন্যতম সম্ভাব্য কারণ হিসাবে

আইএসসির ফলাফল প্রকাশিত! দ্বাদশের ফলে পাশের হারে এগিয়ে মেয়েরা, রাজ্যের ফল কেমন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রকাশিত হল এবছরের আইএসসি-র দশম এবং আইএসসি -র অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল। রাজ্যে আইসিএসই-এর পাশের হার ৯৯.৪৭ শতাংশ। আইএসসি-র পাশের হার ৯৮.১৯ শতাংশ।আইএসসি-তে ছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য ফল করেছে ছাত্রদের তুলনায়। ছাত্রীদের পাশের হার আইএসসিই-তে ৯৯.৪১ শতাংশ, ছাত্রদের পাশের হার ৯৯.০৭ শতাংশ। ISC তেও ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাশের হার বেশি। ISC-তে রাজ্যে ছাত্রীদের পাশের হার ৯৮.৪৬ শতাংশ, ছাত্রদের পাশের হার ৯৬.৮৮ শতাংশ।এ বছর রাজ্য থেকে আইসিএসই (ISCE) পরীক্ষা দিয়েছে ৪২,৩৭২ জন, আইএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন ২৭,৬২১ জন। সকাল ১১'টায.ফল প্রকাশ করেছে CISCE বোর্ড। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ আইএসসি (দ্বাদশ) পরীক্ষা শুরু হয়েছে, যা শেষ হয় ৩ এপ্রিল। এবং ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় আইসিএসই-র দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হয় ২৮ মার্চ। আগেই এই পরীক্ষার ফল মে মাসে প্রকাশ করবে তা জানিয়েছিল বোর্ড। আইসিএসই পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম দিন আসল অ্যাডমিট কার্ড ও পরের দিনগুলিতে তার প্রত্যয়িত কপি আনার কথা আগেই জানিয়েছিল বোর্ড। কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট এগজামিনেশনের নিয়ম অনুযায়ী, দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা তথা ICSE-তে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পড়ুয়াদের প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। সার্বিকভাবেও ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নম্বর পেতে হবে পড়ুয়াদের। আর দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে তো পাশ মার্ক আরও বেশি হয়। প্রত্যেক পড়ুয়াকে প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৩৫ শতাংশ নম্বর পেতে হয়। আর সার্বিকভাবে মোট নম্বরও কমপক্ষে ৩৫ শতাংশ হতে হবে। তবে কোনও পড়ুয়া পাশ করেছে বলে বিবেচনা করবে কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট এগজামিনেশন।

বিনা নোটিসে গণছুটিতে এয়ার ইন্ডিয়ার ক্রু মেম্বাররা,বাতিল ৮০টি বিমান

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিমান পরিবহণ সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ক্রু মেম্বাররা গণ-ছুটিতে গিয়েছেন । কারণ, তাঁরা সকলে একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । আর তার জেরে প্রাথমিকভাবে একসঙ্গে ৭০টি বিমান পরিষেবা বাতিল করেছে সংস্থা । পরে জানানো হয়, বাতিল বিমানের সংখ্যা বেড়ে ৮০টি হয়েছে । ফলে বিপত্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা । এমনকি এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একাধিক বিমান নির্ধারিত সময়ের থেকেও অনেকটা দেরিতে চলছে । এই পরিস্থিতিতে মাথায় হাত পড়েছে সংস্থার । বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ব্যক্ত করেছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকও ।সংস্থার তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাতিল হওয়া অধিকাংশই আন্তর্জাতিক বিমান । এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস জানিয়েছে, তাদের অধিকাংশ সিনিয়র ক্রু মেম্বাররা অসুস্থতার কারণে ছুটিতে চলে গিয়েছেন । অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাত থেকে

একের পর এক বিমান পরিষেবা বাতিল হতে শুরু করে । যা বুধবার সকালও জারি রয়েছে । পরিস্থিতি যা তাতে, আরও অনেক বিমান পরিষেবা বাতিল করতে হতে পারে । এই পরিস্থিতিতে যে সব ক্রু মেম্বাররা কাজ করছেন, তাঁদের উপর বাড়তি চাপ পড়ছে ।পরিস্থিতি সামাল দিতে এয়ার ইন্ডিয়া তাদের অনেক বিমানের উড়ানে নির্ধারিত সূচি পরিবর্তন করেছে । তবে, বিমানসংস্থার একটি সূত্র মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী, উড়ানের কিছুক্ষণ আগে হঠাই অধিকাংশ সিনিয়র ক্রু মেম্বার তাঁদের মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিয়েছেন । জানা গিয়েছেন, তাঁরা গণ হারে অসুস্থতার কথা কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেই, এই কাজ করেছেন । ফলে এক্ষেত্রে ছুটিতে যাওয়া ক্রু মেম্বারদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা, সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য তাদের কাছে বিকল্প কর্মী নেই । সংস্থার তরফে মুখপাত্র জানিয়েছেন, আমাদের কেবিন ক্রু-র একাংশ সদস্য গতকাল রাতে শেষ মুহূর্তে তাঁদের অসুস্থতার কথা জানিয়ে ছুটিতে চলে গিয়েছেন । যার ফলস্বরূপ একাধিক বিমান দেরিতে চলছে ও বহু বিমান বাতিল করা হয়েছে । তবে, আমরা ক্রু মেম্বারদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি, এই পরিস্থিতির সঠিক কারণ জানার জন্য ।এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, বিমান পরিষেবা বাতিলের কারণে যে সকল যাত্রীরা ভুক্তভোগী, তাঁদের টিকিটের পুরো টাকা সংস্থা ফিরিয়ে দেবে অথবা সম্ভব হলে, যাত্রীদের নতুন তারিখে উড়ানের ব্যবস্থা করা হবে । এই পরিস্থিতি শুধু এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস নয় । সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু বিমানসংস্থার সিনিয়র ক্রু মেম্বাররা অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে গণ-ছুটিতে চলে গিয়েছিল । গত ১ এপ্রিল ভিস্তারা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল । যার ফলে একশোটি বিমান বাতিল করেছিল এই সংস্থা ।

জোড়া ঘূর্ণাবর্তে ফিরল স্বস্তি, নামল তাপমাত্রা,ঝেঁপে বৃষ্টি নামতে পারে কলকাতা সহ ৭ জেলায়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃতীব্র দাবদাহের পর বৃষ্টির দেখা মিলেছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায়। এর ফলে এক ধাক্কায় বেশকিছুটা পারদ পতন হয়েছে। কিছুটা হলেও স্বস্তি এসেছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর জীবনে। এখনও কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে আপাতত কয়েকদিন সেই শরীরে জ্বালা ধরানো গরমের আশঙ্কা নেই বললেই চলে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহের শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তার মধ্যে শুক্রবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সে দিন নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগনায় বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে নদিয়া এবং দুই ২৪ পরগনায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আপাতত তীব্র দহনের কোনও আশঙ্কার কথাও আবহবিদেরা জানাননি। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের এক দিকে বাংলাদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত আছে। আর একটি ঘূর্ণাবর্ত আছে মধ্যপ্রদেশের উপরে। এই দুই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প গাঙ্গেয় বঙ্গের পরিমণ্ডলে ঢুকছে। তার ফলেই ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।তবে সোমবারের প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুতের তারও ছিঁড়ে পড়েছিল। পুলিশ জানায়, তেমনই ছেঁড়া তারে হাত লেগে মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরে অশোক দাস (৬০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুও হয়েছে। তবে তীব্র শুষ্ক দহনের ফলে বহু জায়গায় আনাজ চাষের ক্ষতি হয়েছিল। এই বৃষ্টিতে সেই ক্ষতে প্রলেপ পড়বে বলেও মনে করছেন কৃষকদের অনেকে।

বাংলাদেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রস্মরণ

ঢাকা, ৮ মে, ঃ বুধবার নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নোবেল বিজয়ী বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করেন বাংলাদেশে তাঁর অগণিত ভক্ত। শুধু দুই বাংলার বাঙালিই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলা ভাষাভাষীরা কবির জন্মবার্ষিকীর দিবসটি পালন করে হৃদয় উসারিত আবেগ ও পরম শ্রদ্ধায়। এবার জন্মবার্ষিকী উদযাপনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ' সমাজ সংস্কার ও রবীন্দ্রনাথ।'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কবি গুরুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এ দিন বেলা ১১টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ্ব কবির ১৬৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান মালার উদ্বোধন করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছায়ানটের রবীন্দ্র-উৎসব ২৫ ও ২৬ বৈশাখ (৮ ও ৯ মে) ছায়ানট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে সন্ধ্যা ৭টায়। এ ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বিশ্বকবির স্মৃতিবিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর এবং খুলনার দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে।এ উপলক্ষে রবীন্দ্র মেলা, রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবির চিত্রশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলা একাডেমিও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে।

রাশিয়ার সেনায় চাকরির টোপ দেওয়ার অভিযোগে সিবিআই হেফাজতে ৪

নয়াদিল্লি, ৮ মে ঃ চাকরির টোপ দিয়ে ভারতীয় যুবকদের রাশিয়ার সেনায় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগে ৪ জনকে হেফাজতে নিলো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।জানা গেছে, যুবকদের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলত এই চারজন। অভিযুক্তদের জেরা করে জানা গিয়েছে, মিথ্যা কথা বলে ভারতীয় নাগরিকদের অবৈধভাবে রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। এরপর তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে বাধ্য করা হয়।মঙ্গলবার সিবিআই এক বিবৃতিতে বলেছে, এই পাচারকারীরা একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক হিসাবে কাজ করে এবং সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল এবং তাদের স্থানীয় পরিচিতি এবং এজেন্টদের মাধ্যমে রাশিয়ায় উচ্চ বেতনের চাকরির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের প্রলুব্ধ করতো।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ৮ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। বেন্ট ক্রুড প্রায় ৮৩ ডলার এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেল প্রায়.৭৯ ডলার ব্যারেল প্রতি। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.৩৫ ডলার বা ০.৪২ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮২.৮১ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডের দামও ০.২৮ ডলার বা ০.৩৬ শতাংশ কমে ব্যারেল

মালদ্বীপ থেকে অর্ধেকের বেশি সেনা সরিয়েছে ভারত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মালদ্বীপে ভারতের মোতায়েন করা অর্ধেকের বেশি সেনা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মালদ্বীপের পক্ষ থেকে শুক্রবারের মধ্যে অর্ধেক সেনা সরিয়ে নেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তবে তার আগেই অর্ধেকের বেশি সেনা মালদ্বীপ ছো।ছেন বলে জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।গত বছর ভারতবিরোধী প্রচার করে মোহামেদ মুইজ্জু দেশটির প্রেসিডেঃট নির্বাচনে অভূতপূর্ব জয় পান। এরপরই তিনি দীর্ঘদিনের মিত্র ভারতকে পরিত্যাগ করে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি ও তাঁর দল অভিযোগ করে আসছিলেন, ভারত তাঁদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে দিল্লি সফর বাদ দিয়ে তিনি বেইজিং সফর করেন।ক্ষমতায় আসার পর মুইজ্জু মালদ্বীপে অবস্থান করা ৮৯ ভারতীয় সেনাকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য নয়াদিল্লিকে বার্তা দেন। গত সোমবার রাতে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের মুখপাত্র হিনা ওয়ালিদ বলেন, সোমবার ৫১ জন ভারতীয় সেনা মালদ্বীপ ছো।ছেন। দেশটিতে থাকা সব ভারতীয় সেনা ১০ মের মধ্যে চলে যাবেন।গত মাসেই মালদ্বীপে চীনের বিনিয়োগের ঘোর সমর্থক প্রেসিডেন্ট মোহামেদ

মুইজ্জুর দল সংসদ নির্বাচনে ভালো ফল করেছে। এই বিজয়ের মাধ্যমে মুইজ্জু ভারতের প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে চীনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে জনগণের রায় পেয়েছেন বলে মনে করা হয়।ভারতকে সরিয়ে মুইজ্জু চীনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে বেশ কয়েকটি চুক্তি করেছেন। গত মার্চ মাসে চীনের সঙ্গে সামরিক সহায়তার একটি চুক্তিও করেছে ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্রটি। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, চীনের সঙ্গে চুক্তির আওতায় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি দেশটির সেনারা বিশেষ প্রশিক্ষণ পাবেন।ভারত মহাসাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে ভারত। মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার মতো দেশে চীনের প্রভাব সেই উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। মুইজ্জু ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়েছে।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিমের রাস্তা

গ্যাংটক, ৮ মে ঃ ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হওয়ায় বিপর্যস্ত সিকিমের রাস্তা। ১০ নম্বর জাতীয় স।কের রবিঝোরা থেকে ২৯ মাইল পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ। মেরামতির কাজ শেষ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় রাস্তা খুলে যাওয়ার কথা। ফলে ওই সময়ের আগে কালিম্পংয়ের পাশাপাশি সিকিমে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভরসা সেবক-গরুবাথান-আলগাড়ার রাস্তা।সিকিম পর্যটন দফতর সূত্রে খবর, ৯০ শতাংশ হোটেল বুক হয়ে গিয়েছে। পূর্ব সিকিমের পাশাপাশি উত্তর সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার জন্য গ্যাংটকে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। কিন্তু রাস্তার পরিস্থিতি দেখে অনেকেই উত্তর সিকিমের পথে পা বাড়ানোর সাহস দেখাতে পারছেন না। গ্যাংটক থেকে রাকডুং-তিবটেক হয়ে মংগন যাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ছোট গাড়িকে। আবার টুংনাগা হয়ে মংগন ও চুংথাংয়ের

রাস্তা বন্ধ। লাচেন থেকে চুংথাংয়ের রাস্তা খোলা থাকছে সকাল ৭টা থেকে ৮টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। এমন বিধিনিষেধ রয়েছে উত্তর সিকিমের একাধিক রাস্তায়। বৃষ্টির মধ্যে ঝুঁকি এড়াতে একাধিক রাস্তায় বিধিনিষেধ কার্যকর করছে প্রশাসন। যার জন্য মাঝ রাস্তায় অনেককে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। লাচেনের হোটেল মালিক বিনোদ গুপ্তা বলেন, ' এখন প্রচুর পর্যটক আসছেন। কিন্তু তার সুবিধা আমরা নিতে পারছি না। রাস্তা খারাপের জন্য অনেকেই লাচেনে আসতে চাইছেন না।'

চিপসবোঝাই লরিতে অগ্নিকাণ্ড,টোটোর ব্যাটারিতে বিস্ফোরণ জেরে ধরল আগুন,ঘটনাস্থলে দমকল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃসাতসকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুড়ে ছাই আস্ত একটি লড়ি। আগুনে ভস্মীভূত একটি পিক-আপ ভ্যান এবং একটি টোটোও। ঘটনায় গুরুতর আহত ১ জন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। বুধবার এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে নদিযার শান্তিপুর থানার বাবলা ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর।স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার শান্তিপুর থানার বাবলায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। এ দিন সকালে জাতীয় সড়কের অদ্বৈত পাঠ সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়েছিল আরও একাধিক লরি। আচমকা একটি টোটো এসে একটি লরিতে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায় টোটোয়। আগুন ছড়ায় লরিতেও। পাশের আরও একটি গাড়িতেও আগুন ধরে যায়। লরি-সহ তিনটি গাড়িই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে।অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর জখম টোটো চালককে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে হাজির হয় দমকল ও পুলিশ। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ দিকে আগুন লাগার পরেই চিপস ও পাপড় বোঝাই গাড়ির চালক ও খালাসি সেখান থেকে চম্পট দেন। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, টোটোর ব্যাটারি থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে। ঠিক কি কারণে আগুন লাগল, তা জানতে পুরো ঘটনার বিশদে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

প্রবল বৃষ্টিতে দেওযাল ভেঙে পড়ে তেলঙ্গানায় শিশুসহ মৃত ৭ পরিযায়ী শ্রমিক

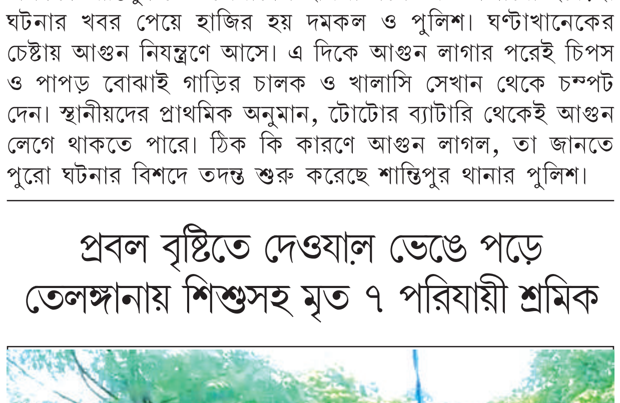

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভারী বৃষ্টির জেরে তেলঙ্গানার হায়দরাবাদে দেওয়াল ভেঙে ৪ বছরের শিশুসহ অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ব্যাপক বৃষ্টি নামে হায়দরাবাদ শহরে। বাচুপল্লি এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ আবাসনের দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। তার তলায় চাপা পড়ে যান পরিযায়ী শ্রমিকরা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা ওড়িশা ও ছত্তীসগড়ের বাসিন্দা। বুধবার ভোর নাগাদ তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দেওয়ালের স্তূপ সরাতে জেসিবি মেশিন আনতে হয়। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। শহরাঞ্চল সহ বহু জায়গায় বৃষ্টির জলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বলে পুলিশ জানিয়েছে।হায়দরাবাদের বেশ কিছু রাস্তায় জল জমে যায় গাড়ি চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। গ্রেটার হায়দরাবাদ পুরসভা জানিয়েছে, বেশ কিছু গাছ রাস্তার উপর ভেঙে পড়ায় দুর্ভোগ আরও বাড়ে। জমা জল সরাতে নামাতে হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ১২ মে পর্যন্ত দক্ষিণের তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, কেরল এবং কর্নাটকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঝোড়ো হাওয়া বইবে।এর মধ্যেই আজ, বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভেমুলাওয়াড়া এবং ওয়ারাঙ্গলে জনসভা রয়েছে। সেই কারণে জল জমার কারণে পুলিশ বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের পরিবারের ঠিকানা জোগাড় করে খবর পাঠানোর চেষ্টা চলছে। কী করে দেওয়াল ভেঙে পড়ল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৯ মে মার্ট ঃবৃহঃ বার, ২৬ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৬ বৈশাখঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৬ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ বৈশাখ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৬ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ
রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৭.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৪৯শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু একজন স্বার্থপর বদরাগী ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলবেন কারণ তিনি আপনাকে কিছু মানসিক উত্তেজনা দেবে যা পুনরায় সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। শুভ দিন। **বৃষভ রাশিঃ**ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। সংসারে শান্তি হবে আজ। **মিথুন রাশিঃ**মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। শুভদিন **কর্কট রাশিঃ**নিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। **সিংহ রাশিঃ**ঘরে কাজ করার সময় বিশেষ যত্ন নিন। ঘরের কাজের জিনিসগুলির যে কোন অসাবধান ব্যবহার আপনাকে কিছু সমস্যায় ফেলতে পারে। শুভ রং লালহবে **কন্যারাশিঃ**কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন। **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগ প্রায়শই আপনার জন্য খুব উপকারী হবে **বৃশ্চিক রাশিঃ** কিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। বিবাহের যোগ হবেই। **ধনু রাশিঃ** বিদেশ যাত্রা শুভ দিন ।কাজের সুযোগ আছে আজ। **মকর রাশিঃ**আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার কাজ মনঃসংযোগ করতে অসুবিধা হচ্ছে- কারণ আজ আপনার স্বাস্থ্য ঠিক নেই। বিবাহের যোগ হতে পারে **কুম্ভ রাশিঃ**স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারে নিজেকে অবহেলা না করার জন্য সতর্ক থাকুন। বাড়িতে অতিথি। **মীন রাশিঃ**আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। ফাটকায় লাভ আনবে। চিন্তাভাবনা না করে অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা জীবনে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে, কারণ একটি

সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনের ভিডিয়োকে প্রচারের অস্ত্র করেছে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৮ মে ঃ সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনের ভিডিয়োকে (সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা) প্রচারের অস্ত্র করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রামে গ্রামে এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আরও অভিনব পন্থা নিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী প্রচারে ওই ভিডিওর কথা তুলে ধরছেন সভায়। ওই ভিডিয়োকে সম্বল করে নতুন কায়দায় প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল। একটি ট্যাবলো গাড়ি করে সেই ভিডিয়ো প্রচার করা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। সন্দেশখালির ভিডিয়ো নিয়ে তৃণমূলের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। সন্দেশখালির ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার দিনেই সন্ধ্যায় বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে এই ভিডিয়োর বেশ কিছু ক্লিপিং-এ একাধিক বিজেপি নেতার বক্তব্য তুলে ধরে একটি প্রতিবাদী ভিডিয়ো সম্প্রচার করেন অভিষেক।

২৫শে বৈশাখ মেট্রো-পরিষেবা সমস্ত লাইনেই স্বাভাবিক ছিল

কলকাতা, ৮ মে ঃ রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে বুধবার রাজ্যজুড়ে সরকারি ছুটি। স্কুল-কলেজ-সহ অনেক অফিস-কাছারিও বন্ধ। স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ যাত্রীসংখ্যাও বেশ কিছুটা কম। তাই 'ব্লু লাইনে' মেট্রো পরিষেবা কম রয়েছে। সাধারণত সপ্তাহের ব্যস্ত দিনে নর্থ-সাউথ করিডোরে ২৮৮টি মেট্রো চলে। তবে বুধবার ছুটি বলে সারাদিনে ২৩৪টি মেট্রো চলবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে ১১৭টি আপ ও ১১৭টি ডাউন পরিষেবায় চালু থাকবে । দমদম থেকে কবি সুভাষ এবং কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাতায়াতে দিনের প্রথম মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত ছিল। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও প্রথম মেট্রো পাওয়া যায় সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে । দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া গিয়েছে সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে। এক্ষেত্রেও সময় অপরিবর্তিত ছিল অন্যান্য দিনের মতো। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া গিয়েছে সকাল ৭ টায়। ছুটি থাকলেও প্রথম মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত ছিল। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত যাতায়াতের দিনের শেষ মেট্রোটি পাওয়া যাবে রাত ৯ টা ২৮ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ৯ টা মিনিটে। দমদম থেকে কবি সুভাষ ও কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে। সব ক্ষেত্রেই সময় অপরিবর্তিত থাকছে। অন্যদিকে মেট্রো অন্যান্য শাখা অর্থাৎ,সমস্ত লাইনে এদিন বাকি দিনের মতোই স্বাভাবিক পরিষেবা আছে।

ট্রাফিক ব্লকের পর শিয়ালদহ শাখায় ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রেলের কাজে ট্রাফিক ব্লকের ঘটনা নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিককালে শিয়ালদহ ডিভিশনে একাধিকবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এমনকী বিগত ২০ দিন ধরে শিয়ালদা ডিভিশনের দমদম জংশন স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে মোট ৪৮০ ঘণ্টা ট্রাফিক ব্লকের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পূর্ব রেল। ১৮ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত চলে এই ট্রাফিক ব্লক। বেশকিছু লোকাল ট্রেন যেমন বাতিল করা হয়, তেমনই সংক্ষিপ্তও করে দেওয়া হয় আরও কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ। পূর্ব রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গতকাল মঙ্গলবারই ছিল ট্রাফিক ব্লকের শেষ দিন। আজ বুধবার থেকেই পরিষেবা ফের স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এই বিষয়ে পূর্ব রেলের মুখ্যজনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্রর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় বা তিনি জানান, ট্রাফিক ব্লকের বিষয়টি গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবারই মিটে গিয়েছে। ঝড় বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনও সমস্যা হলে সেটা আলাদা বিষয়। তাছাড়া ট্রাফিক ব্লক সংক্রান্ত কারণে ট্রেন চলাচলে কোনও সমস্যা নেই বলেই জানান কৌশিক মিত্র।প্রসঙ্গত, গত ১৮ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত শিয়ালদা ডিভিশনের বনগাঁ, হাসনাবাদ, ব্যারাকপুর, বিবাদী বাগের মতো লাইনগুলিতে বেশকিছু ট্রেন বাতিল ছিল। এছাড়া মাঝেরহাট, লক্ষ্মীকান্তপুর, রানাঘাটের মতো লাইনে একাধিক ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্তও করা হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে শিয়ালদা শাখায় প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াত করেন। তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ থাকে নিত্যযাত্রী। নিজ নিজ কর্মস্থলে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে নিত্যযাত্রীদের কাছে অন্যতম মাধ্যম এই শিয়ালদা ডিভিশন। দিনের ব্যস্ত সময়ে লোকাল ট্রেনগুলিতে কার্যত তিল ধারণের জায়গা থাকে না। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, এমনকী হুগলি জেলার বহু মানুষের নিত্য যাতায়াতের পথই হল এই শিয়ালদা লাইন। তাই সেই লাইনে ২০ দিন ধরে মোট ৪৮০ ঘণ্টা ট্রাফিক ব্লক থাকায় ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় যাত্রীদের।রেলের কথা অনুযায়ী আজ থেকেই পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে যাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলা হয়, যাত্রীদের তরফেও ট্রেনে চলাচলের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও সমস্যার অভিযোগ ওঠেনি। বেশিরভাগ যাত্রীই জানাচ্ছেন, এদিন তেমন কোনও ট্রেনের সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়নি তাঁদের। সেক্ষেত্রে সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছনর ক্ষেত্রে অনেকটাই নিশ্চিন্ত যাত্রীরা। তাদের তরফ থেকে কোনও অভিযোগ শুনতে পাওযা যায় নি।

আধিকারিকদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা- এআই-এর পাঠ দিতে বিশেষ কর্মসূচি শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ স্মার্ট পঞ্চায়েত কর্মসূচির আওতায় রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের আধিকারিকদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা- এআই-এর পাঠ দিতে বিশেষ কর্মসূচি শুরু হল। প্রথম পর্যায়ে ২৫ জন আধিকারিককে নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। পরে ধাপে ধাপে সংশ্লিষ্ট সকল আধিকারিকের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হবে।এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, অ্যাডভান্সড এক্সেল থেকে শুরু করে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কীভাবে এআইপ্রযুক্তিতে করা যায়, তাও শেখানো হবে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

সুন্দরবনের অসহায়,পিতৃহীন বিলাসের উচ্চ শিক্ষায় বড় বাঁধা আর্থিক সমস্যা

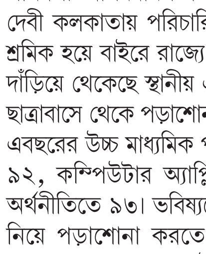

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ মে ঃ সুন্দরবনের অসহায, পিতৃহীন বিলাস নাইয়া বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন দেখছে। এ বছর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল থেকে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে বিলাস নাইয়া প্রথম হযেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৪ (৯৩),ছোটবেলা থেকেই বাবা সাধন নাইয়াকে হারিয়েছে সে। রায়দিঘী ও পাথরপ্রতিমা বিধানসভা লাগোয়া মনি নদীর ধারে তাদের বাড়ি। মা প্রতিমা দেবী কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন। একমাত্র দাদা বৌদি পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরে রাজ্যে থাকে। অসহায় এই পরিবারের পাশে এতদিন ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করেছে সে। কোন রকম প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই। এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৮০, ইংরেজিতে ৯২, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ৯৬, ভূগোলে ৯০, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৩, অর্থনীতিতে ৯৩। ভবিষ্যতে সে উচ্চশিক্ষার জন্য বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় কিন্তু প্রধান অন্তরায় তাঁর আর্থিক অবস্থা। এব্যাপারে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, ছেলেটি অত্যন্ত পরিশ্রমী। সে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে আবাসিক থেকে পড়াশোনা করেছে। হাতের কাজ অত্যন্ত ভালো। বিভিন্ন মডেল, ছবি আঁকাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা, নিষ্ঠাবান, শৃঙ্খলাপরায়ন এই ছাত্রের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে তাঁর স্বপ্নপূরণ হতে পারে। ওর উজ্জ্বল ভবিষ্য তিনি কামনা করেন।

বাঁকড়া গুলি-কাণ্ডে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড শেখ সাজিদ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ মে ঃ হাওড়া বাঁকড়ার পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে প্রধানকে খুনের চেষ্টা ও গুলি চালানোর ঘটনায় বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার হলেন ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড শেখ সাজিদ। জানা গেছে, প্রধানকে খুন করতে ভিন রাজ্য থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল দুই দুষ্কৃতীকে। এই ঘটনায় গ্রেফতার হাওড়ার আরও এক দুস্কৃতী। উদ্ধার হয়েছে হামলায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। বাঁকড়া গুলি-কাণ্ডে অবশেষে গ্রেফতার মূল মাস্টারমাইন্ড শেখ সাজিদ। মঙ্গলবার রাতে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা বেঙ্গালুরু থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে বিমানে কলকাতায় এনে বুধবার তাঁকে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হয়। ধৃতের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং গুলি উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় হাওড়ার আরও এক দুস্কৃতী সঞ্জয় সিংকে বালিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে হাওড়ায় নিয়ে

আসা হচ্ছে। এছাড়াও যশবন্ত সিং নামের আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয় তিনি বর্তমানে বিহারের জেলে বন্দি। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় ডোমজুড় থানার পুলিশ মামলা শুরু করেছে। এই ঘটনায় আগেই কয়েকজনকে আটক করা হয়েছিল। অভিযুক্ত সাজিদ জানান, ঘটনার সময় তিনি বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসার জন্য ছিলেন। এই ঘটনায় তিনি জড়িত নন। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ বলে জানান তিনি। এদিকে, সাজিদের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাজিদকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। চক্রান্ত করে সাজিদকে দিয়ে কাজ করিয়ে তাকে ফাঁসানো হয়েছে। কে এই চক্রান্তের সাথে জড়িত তা জানা নেই। তবে সাজিদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সব করানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার ওই ঘটনাটি ঘটে। বাঁকড়া ৩ নম্বর পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে মুখ ঢাকা অবস্থায় দুস্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। পঞ্চায়েত প্রধান টুকটুকি শেখকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। সরাসরি গুলি না লাগলেও এই ঘটনায় পঞ্চায়েত প্রধানের বাবা-সহ মোট দু'জন জখম হন। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পারে, ভিন রাজ্য থেকে দুস্কৃতী ভাড়া করে এনে গুলি চালানো হয়েছিল।

কোটালের জেরে জলোচ্ছ্বাসে নদী বাঁধে ধস, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, সাগর, ৮ মে ঃ অমাবস্যার কোটাল আর পূবালী ঝড়ো হাওয়া জেরে সাগরের নদী বাঁধে ধস । আর এই নদী বাঁধে ধসের কারণে আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়.মঙ্গলবার গভীর রাতে গঙ্গাসাগর দ্বীপের মুড়িগঙ্গা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চক ফুলডুবি গ্রামে হুগলি নদীর তীরে প্রায় ৯০০মিটার মাটির নদী বাঁধের মধ্যে ৪০০ মিটার নদী বাঁধে হঠাৎ করে ধ্বস নেয়। নদী বাঁধে ধ্বসের কারণে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে গ্রামবাসীরা। নদী বাঁধের ধসের খবর পেয়ে ঘটনাস্থানের পৌঁছায় সাগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামির শাহ এবং মুড়িগঙ্গা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোবিন্দমন্ডল। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে বেহালা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই নদী বাঁধ বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো রকম সূরা হয়নি কালবৈশাখী ঝড় এবং অমাবস্যার কোটালের জেরে নদী নদী বাঁধে ধবস নিয়েছে। যদি না এই নদী বাঁধ আগামী বর্ষার আগে মেরামতি না করা যায় তাহলে বর্ষার সময় নদীর জলোচ্ছ্বাস ও টানা বৃষ্টির জেরে নদী বাঁধ ভেঙে গিয়ে এলাকার প্লাবিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও স্থানীয়দের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে মুড়িগঙ্গা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন ইতিমধ্যেই বেহাল নদী বাঁধগুলি মেরামত করার জন্য রাজ্যের সেচ দপ্তরের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি, খুব শীঘ্রই এই নদীবাঁধগুলি মেরামতির কাজ শুরু হবে। নদী বাঁধে ধস নেওয়ার খবর পেয়ে নদী হুগলি নদীর তীরে ভিড় জমিয়েছে গ্রামবাসীরা। এলাকাবাসীদের ভাঙনের আতঙ্ক যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

অচেনা ব্যক্তির থেকে কোল্ড ড্রিংকস নেওয়ায় মায়ের বকুনি, অভিমানে 'বেপাত্তা' ডোমজুড়ের কিশোরী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ অচেনা ব্যক্তির থেকে কোল্ড ড্রিংকস নেওয়ায় মায়ের বকুনির জেরে অভিমানে রহস্যজনকভাবে 'বেপাত্তা' হয়ে গিয়েছে হাওড়ার ডোমজুরে এক কিশোরী। অচেনা ব্যক্তির থেকে কোল্ড ড্রিংকস নেওয়ায় বকাবকি করেছিলেন মা। আর তারপর থেকেই আর খোঁজ মেলেনি বছর পনেরোর ওই কিশোরীর। অন্যান্যবার অভিমানে বাড়ির সামনেই লুকিয়ে থাকলেও এবার 'গায়েব' কাটলিয়ার বাসিন্দা স্বপ্না। আর এতে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে পরিবার। জানা গেছে, ডোমজুড় থানা এলাকার কাটলিয়ার বাসিন্দ কিশোরীর পরিবারের দাবি, এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখ রাত থেকে নিখোঁজ স্বপ্না। বিষয়টি নিয়ে তারা ডোমজুড় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করলেও গতকাল সন্ধ্যে পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি। পরিবারের আশঙ্কা অপহরণ করা হয়েছে তাদের মেয়েকে। নিখোঁজ কিশোরীর মা জানান, ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলা হাতে করে একটি কোল্ড ড্রিংকস নিয়ে আমার মেয়ে বাড়িতে এসেছিল। অচেনা কারও থেকে জিনিসপত্র নেওয়ায় আমি ওকে বকাবকি করি। সেদিনও একটু বকাবকি করেছিলাম। তাতেই বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় সে। আমাকে বলে বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি। সাধারণত মেয়ের অভিমান হলে বাড়ির বাইরে কিছুটা গিয়ে ঘুরে চলে আসে। আমি ভেবেছিলাম এদিনও সেরকমই হবে। কিন্তু তারপর থেকেই আমার মেয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। আমাদের আশঙ্কা আমার মেয়েকে কেউ অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। কিশোরীর বাবা বলেন, আমি দর্জির কাজ করি। অন্যান্য দিনের মতো ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলাম না। রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে শুনি মেয়ে ঘরে আসেনি। আশেপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। আত্মীয় পরিজনদের বাড়িতেও খোঁজ করা হয়েছে। কিন্তু মেয়ে কোথাও যায়নি। আমরা খুব আতঙ্কে রয়েছি। থানায় বেশ কয়েকবার গিয়েছি। কিন্তু মেয়ের খোঁজ মেলেনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত বছর ডিসেম্বর মাসে বাড়ি থেকে ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্মণপুরের বাসিন্দা এক তরুণীও। প্রায় ছয়মাস কেটে গেলেও নিখোঁজ তরুণীর এখনো পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি।

সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত দুই পরিবারকে একমাসের মধ্যে ক্ষতিপূরনের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ মে ঃ সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত আরও দুই মস্যজীবি পরিবারকে ক্ষতিপূরনের নির্দেশ দিলো আদালত। সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমনে মৃত্যুর পরেও ক্ষতিপূরণ পায়নি বহু মৃত মৎস্যজীবীদের পরিবার। বার বার নানা মহলে দরবার করেও সুরাহা হয়নি তাদের। বাধ্য হয়ে কলকাতার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুন্দরবনের কুলতলির বাসিন্দা দুই মৃত মস্যজীবীর পরিবারের সদস্যেরা। সেই মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ঐ দুই পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ৫ লক্ষ করে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সরকারকে। বিচারপতির নির্দেশ দেন, চার সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে ক্ষতিপূরনের টাকা ঐ পরিবারদের হাতে তুলে দিতে হবে। জানা যায়,গত ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছিল কুলতলির কাঁটামারির বাসিন্দা দিলীপ সর্দারের। দিলীপের স্ত্রী শেফালি সর্দার বুধবার জানান,বন দফতরের অনুমতি নিয়েই জঙ্গলে গিয়েছিলেন দিলীপ। কিন্তু বন দফতর সহ সমস্ত সরকারি দফতরে আবেদন-নিবেদন করেও আমি কোনো ক্ষতিপূরণ পাইনি। তাই আমি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। এই রায়ে আমি খুশি। অপরদিকে কুলতলির মৈপিঠের বাসিন্দা অমল দণ্ডপাঠকে বাঘে আক্রমণ করেছিল ২০২১ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর। দিন দু'য়েক পরে সে মারা যান। স্ত্রী তপতী বুধবার বলেন, অমলও বৈধ অনুমতিপত্র নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে

ছিলেন। তবু ক্ষতিপূরণ দিতে গড়িমসি করছিল প্রশাসন। তবে তিনিও আদালতের এই রায়ে খুশি। সুন্দরবন এলাকায় দীর্ঘদিন বাঘে কামড়ে মৃত ও আহতদের পাশে থেকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর।এর আগে এপিডিআরের উদ্যোগেই কুলতলির বাসিন্দ শান্তিবালা নস্করের স্বামী লখিন্দর নস্করের মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করে আদালতে গিয়েছিলেন। এর পরে আদালতের নির্দেশে ক্ষতিপূরণ পান শান্তিবালা। আর এ বারও এপিডিআরের উদ্যোগেই গত সপ্তাহে আদালতের দ্বারস্থ হন শেফালি, তপতীরা। আর এদিন আবেদন কারীদের তরফে আইনজীবী ছিলেন কৌশিক গুপ্ত এবং শ্রীময়ী মুখোপাধ্যায়। আইনজীবী শ্রীময়ী বলেন, চার সপ্তাহের মধ্যে দুই পরিবারকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। প্রত্যন্ত এলাকার এই সব মানুষজন আগে আদালত পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেন না। এখন আসছেন, ফলে বিচারও পাচ্ছেন। আর এ ব্যাপারে এপিডিআরের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সহ সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল বুধবার বলেন, নানা অজুহাতে এঁদের ক্ষতিপূরণ আটকে রাখে প্রশাসন। ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয় এই সব পরিবার গুলি। আমরা চাই, কোনও গড়িমসি না করে বাঘের আক্রমণে মৃত ও জখম প্রতিটি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।আর এই সব মানুষদের পাশে এপিডিআর ছিলো আগামী দিনেও থাকবে। রাজ্যে সরকারের উচিত এই সব মানুষের দ্রুত ক্ষতি পূরনের পাশাপাশি তাদের কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া। কারন সুন্দরবনে বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় এই জাতীয় দূর্ঘটনা গুলো ঘটে চলেছে। এ ব্যাপারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, আইন মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তবে আদালতের নির্দেশ এলে সংশ্লিষ্ট পরিবার গুলিকেও দ্রুত ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হবে।

সন্দেশখালি থেকে উলবেড়িয়ায় আসা মহিলাদের ফেরত পাঠানোয় তীব্র উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ মে ঃ সন্দেশখালি থেকে উলবেড়িয়ায় আসা মহিলাদের আটক করে সন্দেশখালি উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার ব্যবস্থা করায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানা এলাকায়। জানা গিয়েছে সোমবার রাতে সন্দেশখালি থেকে একদল মহিলা উলুবেরিয়া এসে পৌঁছন যাদের উদ্দেশ্য ছিল সন্দেশখালীর অত্যাচার মানুষের কাছে তুলে ধরা। উলুবেড়িয়ার একটি ম্যারেজ হলে তারা এসে উপস্থিত হন এবং রাত্রি যাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। খবর পেয়ে উলবেড়িয়া থানার পুলিশ রাতে অন্ধকারে ওই ম্যারেজ হলে হানা দেয় এবং মহিলাদের পরিচয় পত্র দেখতে চাই এবং যাচাই করে।বিজেপির সমর্থিত দুর্গা বাহিনীর সদস্যা ওই মহিলারা নিজেদের পরিচযপত্র দেখান এবং পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের কথা হয় মঙ্গলবার সকাল আটটার মধ্যে ওই এলাকা ছেড়ে দিতে হবে।

বালির নিক্কণে'র উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রভাতফেরি ও রাখীবন্ধন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ মে ঃ রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রভাতফেরি ও রাখীবন্ধন বালির নিক্কণে'র উদ্যোগে। ২৫শে বৈশাখ রবি ঠাকুরের জন্মদিনে রজত জয়ন্তী বর্ষ প্রভাতফেরি ও রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বালির নিক্কণ। ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস উপলক্ষে এদিন নিক্কণের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ বছর প্রভাতফেরির বিষয় ছিল পাঁচিশে ২৫। রবীন্দ্ররচনার ২৫ ভাগ নিয়ে হয় এবারের প্রভাতফেরি। ছিল কবির লেখা গান, কবিতা, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ এবং আরও নানা কিছুর আয়োজন। সেইমতো নাচ-গান-পথনাটক-আবৃত্তির আয়োজন করা হয় এদিন। প্রভাতফেরির ট্যাবলোও তৈরি হয় থিম অনুযায়ী। প্রতি বছরের মতো এবছরও এ ভাবেই নিক্কণের সদস্যরা করেন রবীন্দ্রস্মরণ। বালি দুর্গাপুরে নিক্কণের প্রধানকেন্দ্রের সামনে থেকে এদিন ভোরে শুরু হয় এই প্রভাতফেরি। রাস্তা ধরে এগিয়ে চলতে চলতে এলাকার মানুষজনের হাতে নিক্কণের সদস্যরা নিজেদের তৈরি রাখী হাতে বেঁধে দেন। কয়েক মাস ধরেই তৈরি করা হয় সেই রাখী। রাখী পরানোর সঙ্গে সঙ্গে সদস্যরা নাচ-গান-আবৃত্তি করেন। দীর্ঘদিন কবি শঙ্খ ঘোষ ছিলেন এই উদ্যোগের প্রধান অভিভাবক। তাঁর দেখানো পথ ধরেই এত বছর হেঁটে চলেছে নিক্কণ। এখন বালির বহু মানুষ কাকভোরে উঠে পড়েন এই প্রভাতফেরির টানে।

আইএসসিই (ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন) দশম পরীক্ষায় মেধা তালিকায় তৃতীয় অগ্নিভ চক্রবর্তীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। বুধবার সকালে ওই ছাত্রের হাওড়ার বাড়িতে আসেন মন্ত্রী। তিনি অগ্নিভের হাতে পুষ্পস্তবক ও উপহার তুলে দেন। মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানান। আগামী দিনে আরও এগিয়ে চলার শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রী।

বৃষ্টির সৌজন্যে পারদ-পতন তিলোত্তমায়, মনোরম হয়ে উঠল সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ ঝড়-বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম হয়ে উঠল কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। বৃষ্টির সুবাদে পারদ-পতন হয়েছে কলকাতায়, তাপমাত্রা নেমেছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই। মঙ্গলবার কলকাতার তাপমাত্রা কমে ২১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫.১ ডিগ্রি কম। সোমবার সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টিতে ভিজেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা। একইসঙ্গে ঝাও হয়েছে, প্রায় সারারাতই চলে এই ঝড়-বৃষ্টি। মঙ্গলবার সকালে অবশ্য থেমেছে, দেখা মিলছে রোদের। দীর্ঘদিনের দহনজ্বালা থেকে স্বস্তি পেয়েছে মহানগরী তিলোত্তমা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি হবে, বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গও। ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনায়। দক্ষিণের বাকি জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।

এসইআর এর উল্লেখযোগ্য মালবাহী লোডিং কর্মক্ষমতা অব্যাহত

কলকাতা, ৮ মে ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে এপ্রিল, ২০২৪ মাসে ১৭.০৭ মিলিয়ন টন মূল মাল লোড করেছে যা ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে ১৬.৬৪ মিলিয়ন টন লোড হয়েছিল, যা ২.৫২ বৃদ্ধির নিবন্ধন করেছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে গত অর্থ বছরে (অর্থাৎ ২০২৩-২৪) ২১১.৬০ মিলিয়ন টন রেকর্ড মাল লোডিং অর্জন করেছে এবং এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসেও অব্যাহত রয়েছে।এপ্রিল, ২০২৩-এর তুলনায় এপ্রিল, ২০২৪-এ মূল মালবাহী রাজস্ব ৫.৪৭ বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল, ২০২৪-এ, ১৫৪৭.৭৩ কোটি টাকার বিপরীতে ১৫৪৭.৭৩ কোটি টাকা বেড়েছে। আগের বছরের একই মাসে ১৪৬৭.৪৫ কোটি টাকা।এসইআর এপ্রিল, ২০২৪ এ ৪.৩৮ মিলিয়ন টন কয়লা লোড করেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ৫.৮০ বেশি। এপ্রিল, ২০২৪-এ মাল লোডিংয়ের অন্যান্য প্রধান পণ্যগুলি হল লৌহ আকরিক, পিগ আয়রন এবং ফিনিশড স্টিল, সিমেন্ট, খাদ্যশস্য, সার ইত্যাদি।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এই প্রথম তৎকাল সার্ভিস চালু করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ অন্য জায়গায় ভর্তির সুবিধায় পরীক্ষার্থীদের খাতা দ্রুত স্ক্রুটিনি ও রিভিউর জন্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এই প্রথম তৎকাল সার্ভিস চালু করেছে। চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যারা রিভিউ বা স্ক্রুটিনি চান আগামী শুক্রবার থেকে সোমবার রাত বারোটা পর্যন্ত নির্দৃষ্ট ফিজ এর তুলনায় বেশি ফিজ দিয়ে এই ব্যবস্থায় আবেদন করলে তাদের সাতদিনের মধ্যে সংশোধিত শংসাপত্র দেওয়া হবে বলে সংসদের সভাপতি চিরঞ্জিব ভট্টাচার্য আজ জানিয়েছেন। এইদিকে গ্রীষ্ম বা পুজোর ছুটিতেও এবার একাদশ- দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের পঠন পাঠন চলবে। ছুটির সময় অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে হবে বলে রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নির্দেশিকা জারি করেছে। তবে শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রেই এই ক্লাস চলবে। ইতিমধ্যেই শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির বার্ষিক কর্মসূচির সবিস্তার তালিকা পাঠানো হয়ে গিয়েছে। সেখানে ' লার্নিং-এর' উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তাই স্কুলে ছুটি চলা কালীন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাস নিতে হবে বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ই প্রসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মাধ্যমিকের তুলনায় উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে বিষয় সংখ্যা অনেক বেশি। সেমেস্টার পদ্ধতিতে প্রথম পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বর মাসে। সময়ের মধ্যে পাঠ্যক্রম শেষ না হলে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা প্রস্তুতিতে অসুবিধা হবে। তাই ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অনলাইন ক্লাস নিতে বলা হয়েছে ।

প্রোমোটারের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ মে ঃ ফের প্রোমোটারের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ উঠলো হাওড়ায়। হাওড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কদমতলা ইচ্ছাপুর এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। পুকুর বুজিয়ে গাছ কেটে জমি দখলের পর এবার জমির উপরে বসবাসকারীর বাড়ি রাতের অন্ধকারে ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। বেশ কিছুদিন আগে গাছ কাটার খবর পেয়ে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল প্রোমোটারের লোকজনদের। তারপরেও ক্ষান্ত হয়নি প্রোমোটার। এবার বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় হাওড়া সিটি পুলিশের ব্যাঁটরা থানার পুলিশ। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

এস জি এস টি আদায়ের নতুন রেকর্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ রাজ্য পণ্য পরিষেবা কর বা এস জি এস টি আদায়ের নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে। এপ্রিল মাসে রাজ্যে থেকে এসজিএসটি আদায় হয়েছে ৪ হাজার ৪৩৪ কোটি টাকা। যা গত বছরের এপ্রিলের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি। ২০২৩ এর এপ্রিলে এসজিএসটি আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। রাজ্যের অর্থ দফতর সূত্রে এখবর জানা গেছে। এসজিএসটি ও সিজিএসটি মিলিয়ে গত এপ্রিলে রাজ্যে মোট ৭ হাজার ২৯৩ কোটি পণ্য পরিষেবা কর আদায় হয়েছে। যা গত বছরের এই সময়ের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। ২০২৩- ২৪ অর্থ বছরে রাজ্যে মোট জি এস টি আদায় ৩০০০ কোটি টাকা বেড়েছে।

মেট্রো রেলওয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ মেট্রো রেলওয়ে আজ ০৮.০৫.২০২৪ তারিখে রবীন্দ্র সদন এবং গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশনে যথাযথভাবে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করেছে। স্টেশন কর্মীরা গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশনে নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মালা দিয়ে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্রনাথের ফটো গ্যালারি ফুলে সজ্জিত ছিল যেখানে মেট্রোম্যানের পাশাপাশি যাত্রীরাও তাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, বৈশাখ মাসের ২৫ তারিখে সারাদেশে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়। এ বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী। দেশের অন্যান্য অংশের সাথে, মেট্রোমেনরা প্রতি বছর শ্রদ্ধার সাথে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে এবং এই মহান কবিকে তাদের শ্রদ্ধা জানায়।

পুস্তক প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে কবি প্রণাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ একদিকে পঁচিশে বৈশাখ ,অন্যদিকে রাজ্যে লোকসভা ভোটের উসব। কলকাতা ও শহরতলীতে দুই উৎসব মিলেমিশে একাকার। বুধবার সকাল থেকেই কবিগুরুর ১৬৩ তম জন্ম উৎসব উপলক্ষে লাল পাড় সাদা শাড়ি ধুতি পাঞ্জাবি পড়ে সেজে গুজে উসবে মাতলেন সবাই। গান নাচ কবিতায় দিনভর মুখর থাকল পাড়াগুলি। সকাল থেকে রবীন্দ্র সংগীতের মুখর ছিল শহরে বিভিন্ন প্রান্ত। এই উপলক্ষে শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল সভা গৃহে পরিধি ছাড়িয়ে পুস্তক প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি গুরুর জন্মদিন পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রথমেই কবির মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই সংস্থাটির কর্ণধার বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধূতের একক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। বাঙালির স্বপ্ন কথার রূপকার যদি গান হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ হবে বাঙালি স্বপ্ন। এমন কিছু ভাবনার মধ্যে দিয়ে নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মেলবন্ধনে অনুষ্ঠানটি এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল। এদিন মঞ্চে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়। চৈতালি ঘোষের লেখা 'দখিনা' শিল্পী মৃধার 'রান্নাবাটি' এবং মধুমিতা ধূতের 'অনুমিতা'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বাণী দাস, বিউটি দাস ,মুজিবুর রহমান মল্লিক, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, অশোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৫৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৬ বৈশাখ, ১৪৩১

হামাসের যুদ্ধবিরতি অমান্য

গাজা দখল করে নিয়েছে ইজরায়েল। এবারে রাফা দখল করবে। ইজরায়েল এখন চিরকালের জন্য নির্বিঘ্নে বসবাস করার মতো স্থান তৈরি করতে ইচ্ছুক। প্রতিটা সময়ে অস্ত্র কাঁধে করে নিয়ে বেড়ানোর পক্ষপাতি নন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলে দিয়েছেন যে ইজরায়েল এখন চিরস্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে তারা যে কোনও অস্ত্র ব্যবহার করতে রাজি। এদিকে প্যালেস্টাইনরা কেন হামাসকে সুড়ঙ্গ তৈরি করার জায়গা দিল তা বুঝতে কারোর অসুবিধা হয় না। আসলে ইজরায়েলকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার একটি ষড়যন্ত্র চলতে শুরু করে দিয়েছিল। ইজরায়েলের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ইজরায়েলকে খতম করতে একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী তৈরি হতে শুরু করেছে। তাদের প্রধান কাজই হবে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলা। যেমন ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান এবং চিন বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছে। আমেরিকা ভারতের পাশে থাকায় সেটা ভারত বিরোধী জনগমত গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে শত্রু দেশগুলির। ভারত আবার জঙ্গি দমনের ব্যাপারে ইজরায়েলকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। বারবার ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপরে হামলা হতে থাকবে সেটা ইজরায়েল এখন আর মনে প্রাণে মেনে নিতে পারছে না। ইজরায়েল এবারে এমন সব অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করেছে এবং সীমান্ত এলাকাকে সুরক্ষিত করার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছে তাতে হামাস আতঙ্কিত। গাজা এবং রাফা যদি ইজরায়েলের দখলে থাকে তাহলে হামাস কেন কোনও জঙ্গি সংগঠনগুলি তাদের ওপরে আক্রমণ করতে পারবে না। ইজরায়েলকে রক্ষা করতে এখন খ্রিস্টান দেশগুলি এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। এদিকে হামাস শর্ত দিয়েছে যে গাজা এবং রাখা থেকে ইজরায়েল যদি সরে যায় তাহলে হামাস অস্ত্র ত্যাগ করবে। কিন্তু ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হামাসকে বিশ্বাস করছে না। তার কারণ হচ্ছে যে জঙ্গি সংগঠন ইজরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ভিয়েতনামের মতো গোপন সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল। ইজরায়েলকে ধ্বংসকারী শত্রুকে বেশি বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। সেই কারণে ইজরায়েল পরিস্কার করে দিয়েছে হামাস শূন্য গাজা এবং রাফা তৈরি করতে হবে। হামাসের যুদ্ধ বিরতি ইজরায়েল মানছে না। রাফা সীমান্ত তারা দখল করে নিয়েছে। যে কোনও সময়ে রাফা আক্রমণ করতে পারে। হামাসকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বলেছে ইজরায়েল সেনারা। নাহলে হামাস জঙ্গিদের ধরে ধরে রাস্তায় ফেলে মারবে। সেই আতঙ্ক এখন হামাস জঙ্গিদের মনে মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করেছে। তারা এখন বাঁচার চেষ্টা করছে। কিন্তু ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন হামাসের সঙ্গে কোনও যুদ্ধ বিরতি করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। প্রতিটি হামাস সদস্যকে গুলি করে হত্যা করা হবে নতুবা তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। বাইরের কালো তাদের দেখার অধিকার থাকবে না। ইজরায়েলকে ধ্বংস করাই যাদের লক্ষ্য তারা আজ না হোক কালকে ইজরায়েলের ওপরে নতুন করে হামলা চালাবে না তার কি গ্যারান্টি

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত

ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি আবার জোট নিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে বিশ্বের সমানে তুলে ধরার চেষ্টা করে গিয়েছেন নেহরু। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নেহরু। তখন বিশ্ব দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি হচ্ছে রুশপন্থী এবং আর একটি হচ্ছে আমেরিকাপন্থী। রুশপন্থী দেশের মধ্যে ছিল যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মান সহ বেশ কয়েকটি দেশ। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের প্রায় দেশ রুশপন্থী হয়ে গিয়েছিল। আর আমেরিকার পক্ষে ছিল পশ্চিমী ইউরোপের দেশগুলো ব্রিটেন, ইতালি, পশ্চিম জার্মান, ফ্রান্স থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র। বিশেষ করে ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো সবাই আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করেছিল। গোটা বিশ্ব তখন দুটো ভাগে বিভক্ত। ঠিক সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধি খাটিয়ে জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলেন। কোনও শক্তিধর রাষ্ট্রে পক্ষে না থেকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক মহলে টিকে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যদি এই নীতি গ্রহণ করে বহু সময়ে ভুলে শিকার হয়েছেন নেহরু। তবুও তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ইন্দোনেশিয়াকে পাশে পেয়েছিলেন। কিন্তু আজকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং জোট নিরপেক্ষ নীতির কোনওটাই দেখতে পাওয়া কি সম্ভব হচ্ছে? যুগের পরিস্থিতি একেবারে সব কিছু পাল্টে গিয়েছে। জোট নিরপেক্ষ নীতি ভারত যখন গ্রহণ করেছিল তখন গোটা বিশ্বে শক্তিশালী দেশগুলো দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আজকে আর সেই ভাগ নেই। রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। পূর্ব জার্মান পশ্চিম জার্মানের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি জার্মানে পরিণত হয়েছে। কেজিবি এবং সিআইএ'য়ের লড়াই থেমে গিয়েছে। যদিও কেজিবি অস্তিত্ব রয়েছে। তবে শক্তিশালী কেজিবি'র কোনও প্রয়োজন পরছে না। আবার সিআইএ এর মতো শক্তিশালী আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা থাকলে তার কোনও প্রয়োজন হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে সারা বিশ্ব এখন আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে গিয়েছে। নতুন শক্তি উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

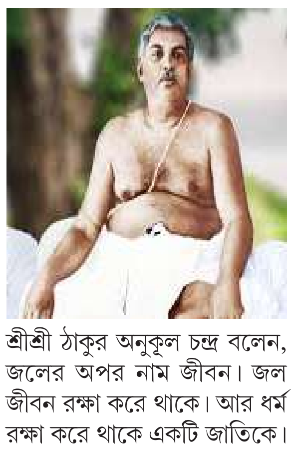

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, জলের অপর নাম জীবন। জল জীবন রক্ষা করে থাকে। আর ধর্ম রক্ষা করে থাকে একটি জাতিকে। একটি গোষ্ঠীকে। ধর্মকে হতে হবে নিরপেক্ষ। ধর্মকে হতে হবে উদার। উদার ধর্ম সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। উদার ধর্ম সর্বত্র বিকশিত হতে পারে। উদার ধর্ম সবার মনে স্থান গ্রহণ করতে পারে। ধর্ম যত উদার হবে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেই শক্তির কাছে কেউই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। ধর্মকে উন্নত করতে হবে। যুক্তিবাদী ধর্মে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশ এগিয়ে চলতে থাকবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব সব জানি বলে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। ভারতবর্ষ সভ্যতায় প্রাচীন। গ্রীস দেশের মতো প্রাচীন হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা। গ্রীস দেশের যেমন দুটি মহাকাব্য রয়েছে ইলিয়াড ওডিসি। ঠিক তেমনি ভারতের দুটি মহাকাব্য রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত। রোম সভ্যতায় ভারতীয় বস্ত্র রোম দেশে যেত। রোমের রাজারা ভারতীয় বস্ত্র পরিধান করতো। রোমের সঙ্গে ভারতের সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক না থাকলেও মিশর দেশ মারফৎ ভারতীয় পণ্য রোমে যেত ভারতের বিশ্ব পরিচিতি ছিল

প্রাচ্যচর্চাবিদ স্যার উইলিয়াম জোন্সের সঙ্গে বউবাজারের গুলেদানন্দজি মহারাজ সরস্বতীর নিবিড় সুসম্পর্ক

রবীন্দ্র কুমার শীল

বউবাজারের গুলেদানন্দজি এবারে মহারাজ সরস্বতী বলে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন। তিনি যখন প্রথম এসেছিলেন তখন তিনি সবার কাছে গুলেদান্দজি বলেই পরিচিত ছিলেন। তারপরেই একদিন দেখি তিনি গুলেদানন্দজি মহারাজ নামে খ্যাতিলাভ করছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলে উঠলেন, সব ব্যাপারে তোদের কেন কৌতুহল বলতো? মহারাজ উপাধি পাওয়ার জন্য আমার যোগ সাধনা কাজ করেছে সেই খবর তোরা রাখিসই না। তোরা তো প্রজা উপধি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিসনি। বহিরাগত হয়েই থাকলি চিরকাল। তোদেরকে এখন বাংলার শরনার্থী বললে কম ভুল বলা হবে না। সেই কারণে কোথাও তোদেরকে পরিচয়পত্র দেখাতে চায়। কই আমার দেখতে তো কেউ পরিচয়পত্র চায় না। উল্টে এসে আমার পায়ে প্রণাম করে। কেউ আবার দেখলেই নমস্কার করে। এখন আমি সরস্বতী উপাধি ধারন করেছি। সরস্বতী উপাধি ধারন করার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিদ্যাদেবীর বরপুত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ। গুলেদানন্দজি মহারাজ সরস্বতী বিদ্যাদেবীর আর্শীবাদ লাভ করে তিনি সংস্কৃত টোল খোলার জন্য চেষ্টা করছেন। সংস্কৃত টোলে পড়ানো হবে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ, বেদ, গীতা থেকে শুরু করে সব কিছুই। বাদ পড়বে না কালিদাসের মেঘদূতম, রঘুনাথবংশও। এমনকী জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পড়ানোর ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃত জানা পণ্ডিতের অভাব এখন বাংলায় বেশি করে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কলকাতার বামুনগুলোও এখন আর সংস্কৃত জানে না। বাপ ঠাকুরদা মন্ত্রগুলি ছোট বেলা থেকে শুনেই শুনেই পুজা অর্চনা থেকে শুরু করে শ্রাদ্ধশান্তি করে থাকে। তার জন্য সংস্কৃত শেখার কোনও প্রয়োজন নেই। জিজ্ঞাসা করলেই বলে দাদা, পণ্ডিতিগিরি তো করছি না তো যে সংস্কৃত শিখতে হবে। মন্ত্র জানলেই হলো। তা দিয়ে একটি পুজো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে গুলেদানন্দজি সংস্কৃত জানেন কিনা জানা নেই। তবে তিনি বিদ্যা বুদ্ধিতে কম জান না তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাঁর কথার মধ্যে একটি বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি কথার মধ্যে যুক্তি রয়েছে। সেই যুক্তিকে খণ্ডন করাটাও কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় আমাদের। 'জানিস আমার যুক্তিকে খণ্ডন করাটা বুঝলি খুবই মুশকিল। তোরা কেন স্বয়ং বিলাতি নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপিয়ার পর্যন্ত আমার কাছে হার স্বীকার করেছিলেন। কাব্য জগাতে তিনি তো আবার সনেট রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলায় মাইকেল বাংলায় সনেট রচনা করেছেন। তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা হতেই হিন্দুরা দুটো দলে বিভক্ত। রক্ষণশীল দলটা 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে গৃহছাড় লক্ষ্মীছাড়ত্রা করতে বদ্ধপরিকর। আর সংস্করাবাদী হিন্দুরা 'মেঘনাদবধ কাব্য' নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে আগ্রহী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত একদিকে 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য যেন রচনা করছেন, পাশাপাশি তিনি সনেট, চতুর্দ্দশ পদাবলী, নাটক, প্রসহন রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছেন। এখন অনেক ভেবে দেখলাম যে মাইকেলকেও বাংলার শেক্সপিয়ার বলা উচিত, তোরা কি বলিস? তোরা কেবল বিলাতি শেক্সপিয়ারকে নিয়ে নাচানাচি করলি। আর ঘরের শেক্সপিয়ার না খেতে পেয়ে মরল। তাঁর দিকে তাকানোর কারোর সময় নেই। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ! জীবিত থাকা অবস্থায় মহাকবি শান্তিতে দিন কাটাতে পারেনি। "অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি; কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমনল-কানন!" আজকে সেই কবির জন্মদিন দুশো বছরে পা রাখলেন। এখনও তাঁর জন্য সোনার সিংহাসন তৈরি করে দিতে পারিনি হতভাগা বাঙালি। মহাকবি মাহকেল সংস্কৃত জানতেন। গ্রীক জানতেন, লাতিন, ফার্সি, ফরাসি ভাষা থেকে শুরু করে প্রায় বারোটি ভাষাকে আয়ত্ত করেছিলেন। সংস্কৃত টোল খোলার আগে একবার গিয়েছিলাম এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্সের কাছে। তাঁর মতো ভারত প্রেমিক ব্যক্তি খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। তিনি প্রাচ্যের সম্পদকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি ১৭৮৪। প্রাচ্য বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র। গুলেদানন্দজি মহারাজ সরস্বতী

নামটি গ্রহণ করা কারণ এবারে পরিস্কার হলো। তিনি এখন বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে কালে তিনি বউবাজারের মধ্যে একটি সংস্কৃত টোল খোলার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন পাঠবে পারেন বলে জানতে পারা গেল। সেই কথা জিজ্ঞাসা করতেই গুলেদানন্দজি মহারাজ সরস্বতী আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বেশি চেল্লামিল্লি করবি না। চুপ করে শোন,না হলে এখান থেকে কেটে পড়। আমার কথা অন্য সবাইকে শুনতে দে। তোরা সবাই মন দিয়ে শোন। এই তারক একটা ভালো করে জমপেশ চা বানতো। দেখিস কড়া লিকার যেন হওয়া চাই। আমার কাছে তিনজন বিশ্ববিখ্যাত উইলিয়াম। প্রথম উইলিয়াম হচ্ছেন শেক্সপিয়ার। দ্বিতীয় উইলিয়াম হচ্ছেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। এবং তৃতীয় উইলিয়াম হচ্ছেন উইলিয়াম কেরি। এই তিনজন উইলিয়ামকে আমি পাগড়ি খুলে সম্মান দিয়ে থাকে। প্রথম উইলিয়াম বিলাতেই থেকেই গেলেন। তিনি কালাপানি পার করে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন না। তিনি কলকাতা স্পর্শ না করলেও তাঁর নাম আমরা স্মরণ করি। আর দ্বিতীয় উইলিয়াম হচ্ছেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। তিনি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর তৃতীয় উইলিয়াম হচ্ছেন উইলিয়াম কেরি। তাঁর নাম স্মরণ করি তিনি কলকাতায় বাংলা ভাষা চর্চার শ্রীবৃদ্ধির জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮০০ সালে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কলকাতায় তখন দুটো উইলিয়াম এসে উপস্থিত হতেই বাংলার গভর্নর জেনারেলরা চিন্তিত। তাঁরা দেখলেন যদি এই দুই উইলিয়াম পণ্ডিতকে যদি সমর্থন না করি তাহলে চাকরি তো থাকবে না। যখন এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তখন তারা প্রধান পৃষ্টপোষক হলেন গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পৃষ্টপোষক হলেন গর্ভনর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। ফলে তখন এই দুটি শিক্ষা চর্চা কেন্দ্র ক্রমশ সুনাম অর্জন করতে শুরু করলো। আমি তখন তো একবার গর্ভনর জেনারেলের হাউসে গিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বেশ খানিকক্ষণ ধরে এশিয়াটিক সোসইটির বিভিন্ন কার্য পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা ক করেছিলাম এবং ভারতীয় জাদুঘর নির্মাণ করার প্রস্তাব পাশ করিয়ে রাখলাম। পরে দেখা গেল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রত্নতত্ত্বের একটি অংশকে নিয়ে তৈরি করা হল ভারতীয় জাদুঘর। তৈরি হল শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন। ১৭৮৭ সালে। তৈরি করলেন রবার্ট কিড। তিনি ছিলন উদ্ভিদ প্রেমী। তারপরে আরও একজন উইলিয়াম এসে উপস্থিত হন, তাঁর নাম হচ্ছে উইলিয়াম রক্সবার্গ। তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন নাথানিয়েল ওয়ালিচ। ১৮১৪ সালে তিনি ভারতীয় জাদুঘরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কলকাতার এই সব শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন ভারতপ্রেমী সাহেবরা। তারা যদি কলকাতায় না আসতেন তাহলে বাংলায় নব জাগরণ হতো কিনা সন্দেহ। বাংলার নবজাগরণ সৃষ্টির মূলেই রয়েছে এই সব পণ্ডিত সাহেবদের অবদান। তাঁরা কলকাতাকে বিলাতের মতো একটি শিক্ষিত শহর হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ হওয়ার ফলে ইংরেজরা ক্রমশ সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করে দিল। সেই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতীয় জমিদার এবং পণ্ডিতরা সমর্থন করেনি। তারা ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই বিদ্রোহকে দমন করতে আগ্রহী হল। তার ফলে অতি দ্রুত সিপাহী বিদ্রোহ বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়। তার আর কোনও দিশা দেখতে পাওয়া যায়নি। ইংরেজরা এবারে সতর্ক হয়ে পাকাপোক্তভাবে ভারতের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। এরই ফাঁকে তৈরি হয়ে গেল হিন্দু কলেজ। ১৮১৬-১৭ সাল। কলকাতার আধুনিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে বাস্তবে রুপায়িত করতে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে দিলেন রামকমল সেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাংলার অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁর নাম শুনেছেন। কিন্তু তাঁর পিতা রামকমল সেন সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই আজও অন্ধকারে। অথচ এই রামকমল সেনের হাত ধরেই কলকাতার মেডিকেল কলেজ, হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, গৌড়ীয় সমাজ প্রভৃতি সাহিত্য সংস্কৃতি এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান প্রাণ লাভ করে। এখন ভারতে সংস্কৃত চর্চা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে আমি কলকাতায় একটি সংস্কৃত টোল খুলবো বলে ভাবনা চিন্তা করেছি। তোমার সংস্কৃত টোলে কি তুমি একা পড়বে? আগেকার দিনে টোলে পড়তে গেলে ছাত্রদের জলপানি দিতে হতো? তার ব্যবস্থা কি তুমি করতে পারবে? বিদ্যাসাগর মহাশয় জলপানি পেতেন। সেই জলপানি খেয়ে তিনি সংস্কৃত পড়া শিখেছেন সেটা বোধ হয় তোমার অজানা নেই। এই মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস না বুঝলি। ভালো ভাবে সব কিছুকে গ্রহণ করতে শেখ। সব সময়ে বাঁকা চোখে দেখার মন নিয়ে চলার চেষ্টা করিস না বুঝলি। তোদের চাঁদায় খোলা হবে সংস্কৃত টোল। আগে প্রতি স্কুলে সংস্কৃত পড়ানো হতো। এখন তা উঠে গিয়েছে। সংস্কৃত কলেজেও সংস্কৃত বিভাগে ছাত্র কম। সেখানে এখন ছাত্ররা সবাই বলতে গেলে ভাষাতত্ত্ব, বাংলা চর্চা করছে। সংস্কৃত পড়ার দিকে কারোর মন নেই। জার্মান দার্শর্নিক ম্যাক্স মুলার তো আমার বেশ কয়েকটি চিঠি দিয়েছিলেন। সেই সব চিঠিতে তিনি বারবার একটি কথাই লিখেছেন, গুলেদানন্দজি তুমি কলকাতায় একটি সংস্কৃত টোল খোল। সেখান থেকে ছাত্র তৈরি করো যারা বাল্মিকী পড়বে। তারা গীতা পাঠ করবে। বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র চর্চা করবে। ভারতে আবার একটি নতুন প্রাচ্য চর্চা কেন্দ্র তৈরি করার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। আরবি, পার্শি, ফার্সি চর্চা শুরু হবে। পালি, প্রাকৃত ভাষা চর্চার দরজা খুলে যাবে। তখন দেখবি আমার টোলটা আন্তর্জাতিক টোলে পরিণত হয়েছে। বসার জায়গা ছাত্রদের দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে। বউবাজারের মধ্যে যদি টোল হয় তাহলে এই স্থানের নাম আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। বউবাজারের লোকই তো সংস্কৃত ভাষাটাকে স্কুল স্তর থেকে তুলে দিল। তিনি বললেন, ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ। আর জার্মানরা এই ভাষাকে জীবন্ত ভাষা বলে চর্চা করে চলেছে। তবে আমার টোল চালু করে দিলে এর সুনাম আটকে রাখা একেবারে মুশকিল। তখন দেখবি আমার টোলটা একেবারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো খ্যাতি লাভ করেছে। সেখানে প্রাচীন ভাষা চর্চার কেন্দ্র তৈরি হয়ে গেল। তোদের চোখের সমানে সব কিছু ধীরে ধীরে হতে থাকবে। আর তোরা কেবল চোখ বন্ধ করে থাকবি। এখন বাঈজি নাচের গন্ধটা তোদের গা থেকে দূর হয়নি বুঝতে পারা যাচ্ছে। রাতে জাগবি দিনে ঘুমাবি। এটাই তো বউবাজারের বাসিন্দাদের বদ অভ্যাস। এই অভ্যাসটা এখনও দূর করা গেল না। এই বউবাজারে রাস্তায় যদি আজও কান পাতা যায় তাহলে শুনতে পাওয়া যাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে পদধ্বনি। তাঁর পদশব্দ শুনেই এখানকার বাসিন্দাদের জীবন যাত্রা শুরু হয়। সেই সম্মানকে উদ্যত মস্তকে কুর্নিশ জানাতে না পারলে আমাদের নিজস্ব সম্মান পদদলিত হতে থাকবে।

বারাণসী কড়চা ঃ বারাণসীর 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' -১০২

জয়দেব দাস, কাশী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'যদি একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রবাসে নিয়মিতরূপে সম্পাদনা করা যায় তাহা হইলে বহির্বঙ্গীয় বাঙ্গালীগণের মাতৃ সাহিত্য সেবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করা হইবে, সাহিত্যপ্রেমীদিগকে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ ও কবিতাদি রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের জাতীয়তা রক্ষা ও উন্নতিসাধন বিষয়ে চিন্তাশীলরা এ পত্রিকায় আলোচনা করিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্য আমাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আরও সমৃদ্ধ হইবে। আমি এ বিষয়ে সাহিত্য-সম্মিলনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।' অতুলপ্রসাদের প্রস্তাবকে মান্যতা দিয়ে তৃতীয় অধিবেশনে (১৯২৫) সম্মেলনের মুখপত্র রূপে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার জন্য তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি সরলা দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে গঠন করা হয় একটি 'পত্রিকা সমিতি'। সমিতিতে ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন, ডা. সুরেন্দ্রনাথ সেন, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী, অসিতকুমার হালদার, ফণিভূষণ অধিকারী প্রমুখেরা। পরে দেখা যায়, অতুলপ্রসাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১ আশ্বিন (১৯২৫) মহালয়ার দিন সম্মেলনের মুখপত্র রূপে 'উত্তরা' নামে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। বোধহয় 'উত্তর ভারত'কে কেন্দ্র করে সম্মেলন গড়ে ওঠায় এবং সম্মেলনের নামের মধ্যে 'উত্তর ভারতীয়' শব্দবন্ধ থাকায় অতুলপ্রসাদ পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন 'উত্তরা'। পত্রিকা প্রকাশের ঠিকানা ছিল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ৩ ব্যাঙ্কস রোড, লখনউ। পত্রিকার প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার।

পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের পাঠানো 'আশীর্বাণী' 'বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল...' পত্রিকার প্রথম পাতায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। তবে দুঃখের বিষয়, 'উত্তরা' সেকালের প্রথম শ্রেণির পত্রিকার মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও মূলত আর্থিক কারণে কিছুদিনের মধ্যে তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরে পত্রিকাটি একক ভাবে প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আর এক সম্মেলন অনুরাগী তথা অতুলপ্রসাদের স্নেহধন্য কাশির সুরেশ চক্রবর্তী। তাঁর সম্পাদনায় 'উত্তরা' ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ (১৯৬৭) পর্যন্তপ্রায় বিয়াল্লিশ বছর টিকে ছিল। সম্মিলনীর বারাণসী শাখার শ্রীমতী অপর্ণা ভাদুড়ী পরীক্ষা বিভাগের দায়িত্বে। তিনি বলেন, বহির্বঙ্গের বাঙালি ও অবাঙালিদের বাংলা ভাষা শেখানো ও পড়ানোর বিষয়ে সম্মেলন কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁরা নানা সময়ে দেশের শিক্ষা আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন, নিয়মিত যোগাযোগ করেছেন চিঠি পত্র দিয়ে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তেমন কোনো আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি। অবশেষে ১৯৩৮ সালে সম্মেলনের নিজস্ব উদ্যোগে বাংলা ভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষা নেওয়ার জন্য 'পরীক্ষা পরিষদ' নামে একটি আলাদা বিভাগ তৈরি করা হয়। 'পরিষদে'র রেজিস্টার মনোনীত করা হয় ড. প্রসন্নকুমার আচার্য্যকে। 'প্রবেশিকা' ও 'উপাধি' নামে দু'টি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। তার জন্য তৈরি করা হয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা পদ্ধতি, নিয়মাবলি, প্রশ্নপত্র প্রভৃতি। সম্মেলনের এই পরীক্ষা ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে (০২/০৫/১৯৪০) লেখেন, '... কেবল আমাদের দেশের বিদ্যায়তনগুলির ভাণ্ডারে অন্য দেশের কোনো এক শিক্ষাপ্রথার আবর্জনাগুলি নির্বিচারে সঞ্চিত। মনের নূতন জীবিকার শস্য ফলিয়ে তোলবার অধ্যবসায় সাহসের অভাবে বর্জিত। এই লজ্জাজনক দীনতা থেকে আমাদের দেশের শিক্ষা-সাধনাকে উদ্ধার করবার জন্যে তোমরা চিন্তাপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়েছ, এজন্যে তোমাদের আমি অভিনন্দন করি এবং শুভ কামনা জানাই।' এই পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রথম বছর (১৯৪১) এলাহাবাদ, কানপুর, সাহাজানপুর, দিল্লি, দেরাদুন, পাটনা, কলকাতা, গৌহাটি, দাঁতন, বরিশাল থেকে সর্বমোট ৩৪ জন পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন ১৪ জন পুরুষ ও ২০ জন মহিলা। তবে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসেছিলেন ১৯ জন। আর উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ১৬ জন। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত সম্মেলনের নিজস্ব পরিচালনায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাঠদান ও পরিশেষে মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এই পরীক্ষা ব্যবস্থা সাতটি বিভাগে বিভক্ত-প্রারম্ভিক, প্রাক্ প্রারম্ভিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, প্রবেশিকা, বিশারদ, সাহিত্যরত্ন। সফল পরীক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বার্ষিক অধিবেশন মঞ্চে সমাবর্তন অনুষ্ঠান করে তাদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে নাগপুরের মন্দিরা গাঙ্গুলী এর মূল দায়িত্বে আছেন। এছাড়া বঙ্গ ও বহির্বঙ্গের লেখকদের উৎসাহিত করতে সম্মেলন থেকে অমৃত, যুগান্তর, বিশ্বরূপা, দেশ, আনন্দ প্রভৃতি নামে বেশ কয়েকটি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা একসময় ছিল। তবে বর্তমানে এইসব নামের পুরস্কার না থাকলেও অন্য নামে অনেকগুলি পুরস্কার বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতিদের মধ্যে দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, সারা ভারতে সম্মেলনের যে কয়েক হাজার সদস্য আছেন তাঁদেরও সাহিত্যে এবং নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে বেশ কয়েকটি পুরস্কার।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'র দীর্ঘ একশো বছরের ইতিহাস বহুধাবিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী চৌধুরাণী, অতুলপ্রসাদ সেন, প্রমথ চৌধুরী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, দীনেশচন্দ্র সেন, অনুরূপা দেবী, গুরুসদয় দত্ত, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, প্রণব মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন এবং অভিভাষণ দিয়েছেন। এছাড়া দীর্ঘ একশো বছরে সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে বহু সাহিত্যসেবী লিখিত ভাষণ ও প্রবন্ধ পাঠ করেছেন বা স্মরণিকা ও বিভিন্ন সাময়িকপত্রে সম্মেলন বিষয়ক রচনা লিখেছেন। গুণ ও মানের দিক থেকে সেসব বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।

সম্পাদক সমীপেষু,

প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার - 'জাগরী'

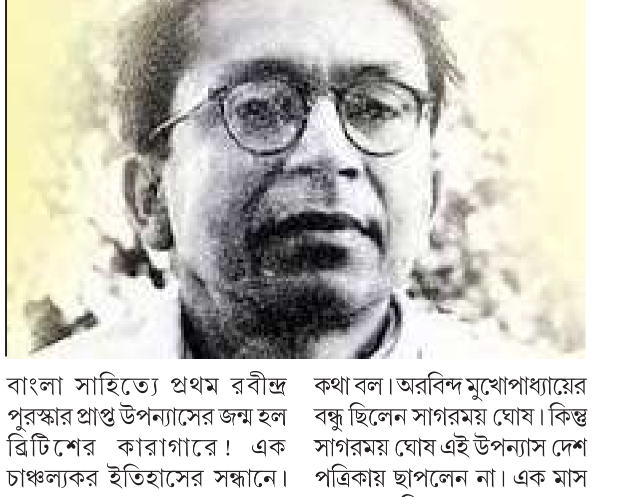

বাংলা সাহিত্যে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাসের জন্ম হল ব্রিটিশের কারাগারে! এক চাঞ্চল্যকর ইতিহাসের সন্ধানে। ১৯৪২ সাল! ভারত ছাড় আন্দোলনের আগুনে দেশ উত্তাল। ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে কড়াপাহারায় এক লেখক এলেন। তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীও। ১৯৪০ সালে প্রথমবার স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য জেল হয়েছিল। আগে একবার জেল থেকে পালাতে গিয়ে তিনি ধরা পড়ে যান। তাই এবার তাঁকে কড়া পাহারায় সেন্ট্রাল জেলে আনা হয়েছে। লেখক কারাগারে ঠান্ডা মেঝেয় বসে একটা বই লিখে চলেছেন। এই বই কিভাবে ছাপা হবে তা তিনি জানেন না! এই বই যে বাংলা সাহিত্যে একটা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের তালিকায় স্থান পাবে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তখন আরও সব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আছেন। তার মধ্যে একজন হলেন বিশিষ্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। অবশেষে একদিন সেই লেখক মুক্তি পেলেন। এবার সেই উপন্যাস পড়ার জন্য সেই লেখক তাঁর বন্ধু সাহিত্যিক বনফুলকে দিলেন। বনফুল সেই বই পড়ে লেখককে জানালেন অসাধারণ উপন্যাস লিখেছে। একে ছাপাতেই হবে। বনফুল তাঁর ভাই চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে বললেন, এখনই দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে কথা বল। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন সাগরময় ঘোষ। কিন্তু সাগরময় ঘোষ এই উপন্যাস দেশ পত্রিকায় ছাপলেন না। এক মাস পরে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে জানালেন উপন্যাসটি অমনোনীত হয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাশকে ধরলেন। সজনীকান্ত এই উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন! অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে বললেন, এখনই এই উপন্যাস ছাপার প্রয়োজন। কিন্তু এখন যে তোমার দাদা আর তারাশঙ্করের ধারাবাহিক লেখা চলছে আমার পত্রিকায়।

ঠিক আছে আমি একটা জনপ্রিয় হিন্দি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লিখে দিচ্ছি। সজনীকান্ত লিখলেন সেই চিঠি, এই উপন্যাস তোমার পত্রিকায় ছেপে তুমি ধন্য হও। উপন্যাস ছাপা হল। বাকিটা ইতিহাস। সেই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এক ইতিহাস সৃষ্টি করল। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহিত্যে সম্মানীয় রবীন্দ্র পুরস্কার চালু করল। এই উপন্যাসটি প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করল। এবার বলি লেখক আর তাঁর সেই উপন্যাসের নাম। এই উপন্যাসটি হল বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত উপন্যাস 'জাগরী'। আর লেখকের নাম হল সতীনাথ ভাদুড়ী। সতীনাথ ভাদুড়ী পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন। --রাখী সেন

রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত শান্তিনিকেতন সহ সারা জেলায়

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৮ মে ঃ প্রতি বছরের মত এবারও ভোর ৫ টায় গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিকের মধ্য দিয়ে শুরু হয় জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান। সাড়ে ৫ টায় উত্তরায়ণে শুরু হয় কবিকণ্ঠ। পরে প্রথা অনুযায়ী সকাল ৭ টায় উপাসনা গৃহে শুরু হয় কবি কন্ঠ। এখানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আশ্রমিকরা। বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ব্রহ্ম উপাসনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় রবীন্দ্রভবনে কবিকণ্ঠের অনুষ্ঠান। কবির জন্মদিনের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৮ টা ৪৫ মিনিটে দক্ষিণায়নের মাধবীবিতানে। সাঁওতালি ও মারাঠী ভাষায় গুরুদেবের লেখা অংশ থেকে পাঠ হয়। এরপর রবীন্দ্রভবনে কবির ব্যবহৃত চেয়ারে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন উপাচার্য।

বিশ্বভারতীর অন্যান্য ভবনের ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যা সাতটায় গৌরপ্রাঙ্গনে বসে নৃত্যনাট্যের আসর। রবীন্দ্র ভবনের উত্তরায়ণ, উদীচি, কোনার্ক ও শ্যামলীতে গুরুদেব বিভিন্ন সময়ে থেকেছেন। সেগুলিও সাজানো হয় যথাযতভাবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি হয় চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে। অনেকটা গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজোর মতই সকাল থেকে চলে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ব্রহ্ম উপাসনা, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নৃত্যানুষ্ঠান। পরে রবীন্দ্রভবনে কবির ব্যবহৃত চেয়ারে মাল্যদান করেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিক। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন হয় ১৯৩৬ সালে। আগে বর্ষবরণ ও গুরুদেবের জন্ম দিন এক সঙ্গে পালিত হত। কারণ প্রচণ্ড দাবদাহ ও জল কষ্টের জন্য বিশ্বভারতীতে ছুটি পড়ে যেত। অর্থাৎ ২৫ বৈশাখ ছুটি থাকত। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। তাই ২৫ বৈশাখে আলাদাভাবে গুরুদেবের জন্ম দিন পালিত হয়। বিশ্বভারতীতে প্রথম নববর্ষ পালিত হয় ১৯৩৬ সালের ১৫ এপ্রিল। বাংলা ১৩৪৩ সালে। ১৯৪১ সালের ১৪ এপ্রিল তথা বাংলা ১৩৪৮ সালের ১ বৈশাখ বর্ষবরণের দিন কবির জীবদ্দশায় শেষ জন্মদিন পালন হয়। এদিন রামপুরহাটে তথ্য সংস্কৃতি দফতরে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। সেখানে পড়ুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তব্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি, বোলপুরের পৌরভবনে রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন করেন পৌরপ্রধান পর্ণা ঘোষ।

ভোটার লিস্টে মৃত বলে গণ্য, ভোট দিতে পারলেন না বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ মে ঃ তারা জীবিত কিন্তু ভোটার লিস্টে মৃত বলেই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারলেন না ইংরেজবাজারের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কয়েকজন বাসিন্দা। তাদের মধ্যে তিনজনের খোঁজ পেলাম আমরা। ইংরেজবাজার শহরের গয়েশপুর ২১ নম্বর ওয়ার্ডের গয়েশপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৮৯ ও ৯০ দুটি বুথে ভোট দিতে পারলেন না, কার্যত নিরাশায় বাড়ি ফিরলেন। জেলা প্রশাসনের নির্বাচন দপ্তরকেই দায়ী করেছেন তারা। চিত্তরঞ্জন কুন্ডু বয়স ৮০ বছর, ভোট দিতে পারলেন না ভোটার লিস্টে মৃত বলে বলা হয়েছে তাকে। কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভোট না দিয়ে। অনিমা পোদ্দার বয়স ৬৫ বছর তিনিও ভোট দিতে পারলেন না। রাখি দাস গয়েশপুরের বাসিন্দা তিনিও এসে তার ভোট দিতে পারলেন না। ভোটার লিস্টে মৃত থাকায় কর্তব্যরত বুথে দায়িত্বে থাকা প্রিসাইটিং অফিসার তাদের ভোট নিলেন না।

দিনেদুপুরে মহিলার গলা থেকে হার ছিনতাই, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ মে ঃ জলপাইগুড়িতে আবার দিনেদুপুরে মহিলার গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই করে পালাল দুষ্কৃতিরা। বুধবার দুপুর ৩ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ির নেতাজিপাড়া বাস স্ট্যান্ডের ট্রাফিক মোড়ে। জানা গেছে, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মন্ডলঘাট পঞ্চায়েতের অধীন সরদারপাড়া এলাকার এক দম্পতি ময়নাগুড়ি যাওয়ার জন্য নেতাজিপাড়া বাসস্ট্যান্ডের ট্রাফিক মোড়ে আসে। বিএসএফ স্বামী ফজরুল রহমান পিছন পিছন হাঁটছিল স্ত্রী জামেলি রোশন। হঠাৎ করে বাইকে দুই দুষ্কৃতি এসে মহিলার গলা থেকে সোনার চেন ছিনিয়ে পালিয়ে যায়। এদিন বিকেল ৪ টা নাগাদ ওই দম্পতি কোতোয়ালি থানার দারস্থ হয়েছেন। তারা চান ছিনতাইকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করে সোনার চেন ফিরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। এদিনে ছিনতাইয়ের পর মহিলার অবশিষ্ট সোনার গহনা খুলে ফেলেন। তার বক্তব্য, 'যেভাবে দিনে দুপুরে ছিনতাই হচ্ছে। শহরে নিরাপত্তা নেই। সেই কারনে অবশিষ্ট গহনা খুলে ফেলা হয়েছে।'

শিলিগুড়িতে পালন কবিগুরুর জন্মদিবস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ মে ঃ ২৫ বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস। সারা শহরজুড়ে পালিত হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্ম দিবস। শিলিগুড়িতে বিভিন্ন স্কুল এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের পক্ষ থেকে পালন করা হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। সকালে উঠেই প্রভিতফেরীর মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন স্থানে পালন করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের তরফ থেকে এই বিশেষ দিনটি উদ্‌যাপন করা হলো। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের রবীন্দ্র মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্য দান করেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন রঞ্জন সরকার সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সহ বিশিষ্টজনেরা। আজ এই বিশেষ দিনে রয়েছে শহর জুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে বিভিন্ন এলাকা জুড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

রাজ্যজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত রবীন্দ্রজয়ন্তী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ মে ঃ জলপাইগুড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হল। জলপাইগুড়ি ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি দিঘী এবং মন্দির চত্বরে বুধবার সকালে জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নাচ- গান- আবৃত্তি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজবাড়ি চত্বর। বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছোট থেকে বড় সকলে মেতে উঠেছেন রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গান শিশু শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়। মূলতঃ রবীন্দ্র ভাবনাটা ছড়িয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য উদ্যোক্তাদের। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে পালিত হল রবীন্দ্র জয়ন্তী। এদিন আলিপুরদুয়ারে এক শোভাযাত্রা বের হয়। পরবর্তীতে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এদিন পালিত হয় রবীন্দ্রজয়ন্তী। কালচিনি ব্লক জুড়েও পালিত হল রবীন্দ্র জয়ন্তী। সাড়ম্বরে মালদায় পালিত ২৫ শে বৈশাখ। বিশ্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতেও বিশ্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্ম জয়ন্তী পালন করলো ইংরেজ বাজার পৌরসভার ২০ এবং ২২ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি। বুধবার সকালে মালদা শহরের ভবানী মোড় এলাকায় ২২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর বাবলা সরকারের কার্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর একে একে সকল কর্মীরা মাল্য দান করে। ইংরেজবাজার পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাবলা সরকার জানান প্রত্যেক বছর মত এ বছরও বিশ্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করা হয়। এবছর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মদিন। তাই এই দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হল পৌরসভার ২০ এবং ২২ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে।

বিবাদের জেরে চলল গুলি, মুর্শিদাবাদে জখম তিন শিশু-সহ ৪

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ মে ঃ বুধবার, ভোটের পরদিনই মুর্শিদাবাদে চলল গুলি। জখম তিন শিশু-সহ মোট চারজন। এই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের রানিতলায় ছাদ থেকে জল পড়া নিয়ে অশান্তি বাঁধে দুই প্রতিবেশী পরিবারে মধ্যে। হাতাহাতি থেকে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধে। সেই সময় ছররা গুলি ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছাদ থেকে জল পড়া ঘিরে অশান্তির সূত্রপাত। প্রতিবেশী মনিরউদ্দিন শেখ ও সৈয়দ আলির মধ্যে কথা অশান্তির সূত্রপাত। প্রথমে কথা কাটাকাটি। পরে হাতহাতি। এর মধ্যেই এক দুষ্কৃতী গুলি চালায় বলে অভিযোগ। ছররা গুলিতে জখম হন তিন শিশু-সহ মোট চারজন। তাদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা চলছে। জানা গেছে, আহতদের মধ্যে রয়েছে ইব্রাহিম শেখ (৬), সজিব শেখ (১০) ও জসিমউদ্দিন শেখ। গুলিতে জখম হয়েছেন স্থানীয় যুবক রাজীব শেখও। মনিরুদ্দিন অভিযোগ করেছেন, বচসা চলাকালীন হোসনাবাদ গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চাযেত সদস্যের নেতৃত্বে ইট পাথর ছোড়া হয়। গুলিও চলে। এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী রয়েছে। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে। তবে এই ঘটনায় ইতিমধ্যে রাজনৈতিক রং লেগেছে। স্থানীয়দের দাবি, যারা জখম হয়েছে তাঁরা সকলে বাম-কংগ্রেস জোটের সমর্থক।

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ মে ঃ ভুটান সীমান্ত জয়গাঁতে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার তিন জন। ফের মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল জয়গাঁ থানার পুলিশ। ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল জয়গাঁ থানার পুলিশ। ধৃতদের এদিন বুধবার আলিপুরদুয়ার কোর্টে তোলা হবে। মঙ্গলবার রাতে গোপনসূত্রের খবরের ভিত্তিতে, জয়গাঁ গুয়াবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এরপর সেখানে একটি বা।তিতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ২.৭০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পাশাপাশি উদ্ধার হয়, ৭৩ হাজার টাকা এবং ১২টি মোবাইল। মজিবুল ইসলাম (৩৯), মহাবুল হোসেন (৩২) ও মমতা বেগম এই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে এনডি পি এস মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন তাদেরকে আদালতে পাঠানো হয়। অন্যদিকে, খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তে ২ মার্কিন নাগরিক সহ আরো এক ভারতীয় যুবক গ্রেফতার। ধৃত নেয়না কলা পোড়েল ও ইউনিস। বিশ্ব আমেরিকার নাগরিক ও নিমা পোড়েল কালচিনির বাসিন্দা। এসএসবি সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ারের যুবক নিমা তামাংকে বিয়ে করতে আমেরিকা থেকে ভারতে আসেন নেয়না কলা পোড়েল ও নেয়নার ভাইঝি ইউনিস। বিয়ে সেরে নেপালে মধুচন্দ্রিমা ফের ভারতে প্রবেশের আগে খড়িবাড়ির ইন্দো- নেপাল সীমান্তে জাল আধার সহ ২ মার্কিন নাগরিক ও এক ভারতীয়কে গ্রেফতার করা হয়। নেয়না কলা পোড়েল নিমা তামাংকে গত ১৩ এপ্রিল বিয়ে করে এবং ২১ এপ্রিল নেপালে মধুচন্দ্রিমায় যান। আলিপুরদুয়ারের হ্যামিল্টনগঞ্জ থেকে মার্কিন নাগরিকদের ১০ হাজার টাকায় এই জাল আধার করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। ধৃতদের খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দিলে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

রাজনীতি নয় রসায়নে ভরপুর আগ্রহ, ২ বিষয়ে ১০০! আইএসসিতে বাজিমাত অন্য অনুব্রত মণ্ডলের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ মে ঃ এই অনুব্রত মণ্ডল চড়াম চড়াম করে ঢাক বাজানোর কথা বলেন না। বরং এ বারে আইএসসি-তে তিনি যে ফল করেছেন, তাতে তাঁর স্কুল ও এলাকার মানুষই তাঁর গুণ গাইছেন। বীরভূম নয়, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি শহরের বাসিন্দা অনুব্রত। এই বার আইএসসি (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষায় দেশের মধ্যে সম্ভাব্য তৃতীয়। কন্টাই পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা তার। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী। চোখ ধাঁধানো রেজাল্ট প্রায় সব ক্লাসেই। এই কৃতী পেয়েছে ৪০০-র মধ্যে ৩৯৭। তাঁর নম্বর যথাক্রমে রসায়নে ১০০, গণিতে ১০০, ইংরেজিতে ৯৮, পদার্থবিদ্যায় ৯৯ এবং জীববিদ্যায় ৯২। বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের বিষয়ে অবশ্য জানেন কাঁথির অনুব্রত মণ্ডল। এও জানেন যে তিনি এই মুহূর্তে তিহাড় জেলে রয়েছেন। তবে রাজনীতি নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই বলে জানান এই মেধাবী। উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির বাসিন্দা অনুব্রত জানান, পড়াশোনার জন্য তাঁর কোনও নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যখন ইচ্ছে হত, বই খুলে বসে যেতেন। ক্লাস টেন-এও ভালো ফলাফল করে অনুব্রত। ৯৮ শতাংশের বেশি নম্বর পায় কৃতী। তবে ঠাঁই হয়নি মেধা তালিকায়। অনুব্রত মণ্ডলের বাবা পীযূষকুমার মণ্ডল ভগবানপুরের বিভীষণপুর হাই স্কুলের শিক্ষক। তাঁর মা মহুয়া মণ্ডল কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী। প্রতিটি বিষয়ের জন্য গৃহশিক্ষক ছিল মেধাবীর। তবে সারাক্ষণ শুধু পাঠ্যবইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকতেন না সে। মাঝে মধ্যে পড়তে ভালোবাসে গল্পের বইও। ভালো লাগে ফুটবল এবং ডিসকভারি চ্যানেল দেখতেও। এই মুহূর্তে আইআইএসইআর পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত সে। এই প্রসঙ্গে তার স্কুলের অধ্যক্ষ জানাচ্ছেন, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে তাঁদের স্কুলের পড়ুয়া অনুব্রত। শুধু যে পড়াশোনায় ভালো এই কৃতী তা নয়, তার আচার আচরণও অত্যন্ত ভালো। বড়দের অত্যন্ত সম্মান দেয় সে, কথাবার্তাও অত্যন্ত মার্জিত। অন্যান্য পড়ুয়াদের জন্যও অনুব্রত মণ্ডল উদাহারণ হতে পারে, এমনটাই মনে করছে তাঁর স্কুলের অধ্যক্ষ। এদিকে অনুব্রতর সাফল্যে খুশির হাওয়া তার গোটা পরিবারে।

উচ্চ মাধ্যমিকে বীরভূম জেলার দুই কৃতী রাজ্য মেধা তালিকায়, খুশির হাওয়া জেলায়

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ মে ঃ উচ্চ মাধ্যমিকে বীরভূম জেলার দুই কৃতী রাজ্য মেধা তালিকায়। আর তাতেই স্বাভাবিক ভাবেই খুশির হাওয়া জেলা জুড়ে। জে এল বিদ্যাভবন থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ষষ্ঠ এবং অন্যজন শান্তিনিকেতন নব নালন্দা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে কলা বিভাগ পঞ্চম স্থান অধিকার করে রাজ্য মেধা তালিকায়। এবার উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকারী পেয়েছে ৪৯১। রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল ভবনের ছাত্র সৌম্যজিত নন্দী। তার বিষয় ভিত্তিক নম্বর হলো বাংলায় ৯৪, ইংরেজিতে ৯৯, রসায়নে ৯৯, গণিতে ১০০, পদার্থবিদ্যায় ৮৬, জীবন বিজ্ঞানে ৯১। সৌম্যজিতের বাড়ি বীরভূমের রামপুরহাটের রামপুরের শান্তিপাড়া এলাকায়। সে রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের ছাত্র। তার বাবা কাঞ্চন নন্দী। পেশায় আয়াস হাইস্কুলের বাংলা শিক্ষক। মা সন্দিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। আগামী দিনে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে চিকিৎসক হতে চায় সে। সৌম্যজিতের গৃহশিক্ষক সেভাবে কেউ ছিলেন না। তবে সুব্রত মণ্ডল নামে দাদার মতো একজন শিক্ষক ছিলেন। যিনি সৌম্যজিতকে গণিতে খুবই সাহায্য করেছেন বলে জানায় সৌম্যজিত। সৌম্যজিত বলে, যেহেতু মেডিক্যালের দিকে তার ন্যাক ছিল। তাই গণিতে খামতি ছিল। সেটা তার সুব্রত স্যার ছাড়া সম্ভব হতো না। পড়াশোনার বাইরে জীবনানন্দ দাস এবং সুকুমার রায়ের কবিতা পড়তে তার ভালো লাগে। আর ভালো লাগে ক্রিকেট খেলা। জে এল বিদ্যাভবনের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গৌরচন্দ্র ঘোষ জানান, সৌম্যজিত পঞ্চম শ্রেণি থেকেই জে এল বিদ্যাভবনে পড়তো। নিয়মিত স্কুলে আসতো এবং ভালো ফল করতো। অন্যদিকে, শান্তিনিকেতন নব নালন্দা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে রাজ্য মেধা তালিকায় উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করে সানন্দা রায়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮৪ পেয়ে দশম হওয়ার পর উচ্চ মাধ্যমিকে ফের সানন্দা রায় পঞ্চম হলো শান্তিনিকেতন নব নালন্দা স্কুল থেকে। তার সর্ব মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২। বিষয় ভিত্তিক নম্বর যথাক্রমে বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৯৭, অর্থনীতিতে ১০০, ভূগোলে ৯৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৮, কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশনে ৯১। সানন্দার মা সোমা দে রায় কীর্ণাহার বালিকা বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষিকা, বাবা বেরপুর হাইস্কুলের ইংরেজি শিক্ষক। তাঁরাই মেয়ের ইংরেজি দেখতেন। তার বাইরে পাঁচজন গৃহশিক্ষক ছিল। সানন্দা একজন অধ্যাপিকা হতে চায়। তবে পাশাপাশি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে রাখে। নাচ, গান আবৃত্তিতে তার আগ্রহ আছে। নব নালন্দা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বরাবরই সানন্দা একজন মেধাবী ছাত্রী।

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে ৪র্থ প্রতীচী

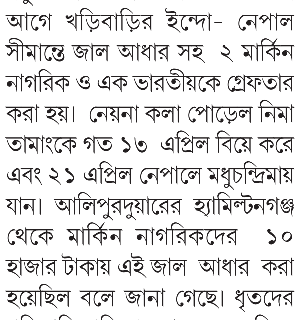

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ মে ঃ প্রকাশিত হলো এ বছরের উচ্চমাধ্যমিকের ফল। সাংবাদিক সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য। উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থ কোচবিহারের প্রতীচী রায় তালুকদার। সে সুনীতি অ্যাকাডেমির ছাত্রী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩। মেয়েদের মধ্যে যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে সে। মাধ্যমিকে ৬৮২ পেয়েছিল প্রতীচী। প্রতিদিন দিনে ১০ ঘন্টা পড়াশোনা করত প্রতীচী। শরীরচর্চা করে পড়তে বসত সে। উচ্চমাধ্যমিকে ৭ জন গৃহশিক্ষক ছিল তার। বড় হয়ে চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছে তার। পড়াশোনা ছাড়াও গান, ছবি আঁকা, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে সে। শ্রেয়া ঘোষালের গান রয়েছে পছন্দের তালিকায়। এছাড়াও অবসরে গল্পের বই পড়া পছন্দ করে প্রতীচী। বাবা প্রণব তালুকদার জেনকিন্সের কেমেস্ট্রির শিক্ষক। প্রতীচী ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে র‍্যাংক করে আছে বলে জানান প্রণববাবু।

হিরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ থানা ও কমিশনে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৮ মে ঃ ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির তারকা প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা-সহ ভয়, ঘৃণা ও প্ররোচনামূলক ভাষণ দিয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার হিরণের বিরুদ্ধে একদিকে তৃণমূলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে, অপরদিকে, সবং থানায় দুটি অভিযোগ জমা পড়েছে। যদিও এই অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। তবে তৃণমূল বিজেপির এই তারকা প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ-সহ প্রার্থীপদ বাতিলের দাবি তুলেছে। সোমবার ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির তারকা প্রার্থী হিরণ নির্বাচনী প্রচারে সবং বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, সেখানেই তিনি প্ররোচনামূলক মন্তব্য করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তরুণ মিশ্রের পিতৃপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হিরণ। কমিশনের কাছে তাঁর বক্তব্যের ভিডিও পেন ড্রাইভে করে জমা দিয়েছে তৃণমূল। হিরণের প্ররোচণামূলক বক্তব্যের জেরে ওই তৃণমূল নেতা খুন হতে পারেন বলে অভিযোগ ঘাসফুল শিবিরের। স্থানীয় তৃণমূল নেতা অসীম রায়ের দাবি, হিরণের বক্তব্যের ওই বিতর্কিত ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, 'মা- বোনেরা হাতে লাঠি-ঝাঁটা, বঁটি-কাটারি নিয়ে থাকবে। আর মিশ্রের বাহিনী যদি আসে তা হলে মা-বোনেরা সামনে থাকবে। আমি থাকব সামনে। আমার সঙ্গে থাকবেন। মিশ্র তুই কত বড় বাপের ব্যাটা, তোকে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম এই বলপাই মোড়ে।' দ্য ওয়াল ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। অবশ্য হিরণের দাবি, তিনি ভুল কিছু বলেননি। আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। কেউ যদি দেখেন যে তাঁর ভোট লুট হয়ে যাচ্ছে, তিনি প্রতিরোধ করবেন। বরং তাঁর দাবি, তিনি খড়গপুরে বিধায়ক হওয়ার পর গত তিন বছরে সেখানে শান্তি ফিরেছে। বিরণের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা সহ ভয় ও প্ররোচনামূলক ভাষণ দিয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার হিরণের বিরুদ্ধে একদিকে তৃণমূলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে এবং অপরদিকে সবং থানায় দুটি অভিযোগ জমা পড়েছে। বিজেপির এই তারকা প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া-সহ প্রার্থীপদ বাতিলের দাবি তুলেছে তৃণমূল। যদিও কোনও অভিযোগই মানতে নারাজ গেরুয়া শিবির।

ফাঁসিদেওয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত ২ পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ মে ঃ অভিযোগ কাঁটাতারের বেড়া কাটার। সীমান্তরক্ষী বাহিনী সূত্রে খবর, গতকাল রাত দুটো নাগাদ বেশ কয়েকজন গরুপাচারকারী শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কাটছিল। ফাঁসিদেওয়ার মানগজ গ্রামের ১৮ নম্বর গেটের কাছে ওই ঘটনা চোখে পড়ে বিএসএফের। তারা গরুপাচারকারীগদের বাধা দেয়। কিন্তু সেই বাধা না শুনে কাঁটাতারের বেড়া কাটার কাজ চালিয়েই যায় পাচারকারীরা। সেইসময় কয়েক রাউন্ড ফায়ার করা হয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে। এদিকে সকাল হতেই স্থানীয় মানুষজন দেখেন ওই গেটের কাছে ২টি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। খবর দেওয়া হয় বিএসএফকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিস। মৃতদেহ বিএসএফের অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া থানায়। ওই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হবে। মৃত ২ যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিস। এব্যাপারে বিএসএফ বা এলাকাবাসী কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। এদিকে, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, নিহতরা হল তেঁতুলিয়া উপজেলার মাগুড়া এলাকার আব্দুল জলিল (২৪) ও তিরনইহাট ব্রম্মতল এলাকার ইয়াসীন আলি (২৩)। বিজিবি-র ১৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক কর্নেল জুবায়েদ হাসান বলেন, ভারতের অভ্যন্তরে দুইজন বাংলাদেশি যুবক মারা গিয়েছে এমন খবর পেয়েছি। তবে এখন পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাইনি। বিষয়টি আমরা তদন্ত করছি।

মমতা প্রাতিষ্ঠানিক চোরঃ সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৮ মে ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক চোর, তার সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বোলপুর শহরে দলীয় প্রার্থী পিয়া সাহার হয়ে রোড শো করার আগে একথা বলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বীরভূম লোকসভার প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য্যের সমর্থনে প্রচার করতে মঙ্গলবার বীরভূমে আসেন সুকান্ত মজুমদার। রাত্রে তারাপীঠে পুজো দিয়ে বোলপুরে ফিরে যান। বুধবার সকালে বোলপুরের জামবুনি এলাকায় কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এরপর দলীয় প্রার্থী পিয়া সাহার সমর্থনে পথে নামেন। এস এস সি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে সেটা সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলে দিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক চুরি হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এসএসসি। যার প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মানে সুপ্রিম কোর্ট মমতাকে পাকাপাকি ভাবে চোরের তকমা লাগিয়ে দিল। মুখ্যমন্ত্রীর বাঙালি প্রেম নিয়ে সুকান্ত বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস বাঙালি সেন্টিমেন্টের মিথ্যা রাজনীতি করে। ভোটের আগে বাঙালি বলে, ভোট পার হয়ে গেলে বাঙালি লোকেদের সরিয়ে দিয়ে কখন অসমীয়া, কখন গোয়ার লোকেদের রাজ্য সভার সাংসদ করে পাঠান। বাংলার মেয়ে অর্পিত ঘোষকে ভোটের আগে রাজ্যসভার সাংসদ করে পাঠিয়েছিলেন। ২০২১ সালের ভোট শেষ হতেই তাকে সরিয়ে অহমিয়া মেয়েকে তার জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হল। গোয়া থেকে কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতাকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছেন। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙালি রাজনীতি পুরোটাই ভোট ব্যবসার জন্য। বিশ্বভারতীতে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ নিয়ে সুকান্তবাবু বলেন, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে আমি কতবড় এসেছি? কিন্তু দেখুন রাজ্য সরকার অধীন বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে নেতারা গিয়ে বৈঠক করছেন, মাল কমানোর ব্যবস্থা করছেন। এমনকি আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করি, বর্তমানে লিয়েনে আছি সেখানে ওয়েবকুটার সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

পঙ্কোদ্বার এবং ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতির কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৪৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৪-০৫-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার নং.১১-এপি-II-২০২৪। কাজের নামঃ** ডাংটেল-কোকরাঝার এবং ফকিরাগ্রাম জংশন-ধুবুড়িতেঃ ডাংটেল-কোকরাঝারের অন্তর্গত ০৫ টি বৃহৎ সেতু অর্থাৎ ঃ ৩০৫/৪৩৫, ২৯৮/৪২৯, ২৯৬/৪২৭, ২৯২/৪২০ এবং ২৮২/৪০৭ এবং ফকিরাগ্রাম জংশন-ধুবুড়ি অন্তর্গত ১৬ টি বৃহৎ / ছোট সেতু অর্থাৎ ২, ৩, ৪, ৪এ, ৫, ৫এ, ৬, ৭, ৮, ১৪, ২০, ২৬, ২৯, ৩৩, ৩৫ এবং ৩৭ এর পঙ্কোদ্বার এবং ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতী। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৯,৩১,০৯,৭৩০.৩৫ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৬,১৫,৬০০/- টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ২৯-০৫-২০২৪** তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় **এবং খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৯-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্রপত্রের সহিত সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নতুন কোয়ার্টার দ্বারা মোট ২০ ইউনিট রেলওয়ে কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৪৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০৩-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নংঃ ২৪-এপি-I-২০২৪। কাজের নাম** ঃ এডিইএন/ইস্ট/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে নতুন টাইপ-II (ডি/এস) কোয়ার্টার দ্বারা কামাখ্যাগুড়ি (৮ ইউনিট), সামুকতলা রোড (৮ ইউনিট) ও জোরাই (৪ ইউনিট)-এ মোট ২০ ইউনিট পুরোনো ও ক্ষতিগ্রস্ত রেলওয়ে কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ২,০২,৮৬,৭৯৭.৭৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৫১,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৮-০৫-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২৮-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উন্নয়ন এবং সংস্কারের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৪১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৩-০৫-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ ২৩-এপি-I-২০২৪; কাজের নাম ঃ** নিউ কোচবিহারে - ড্রেনেজ সহ পণ্য সঞ্চালন এলাকার উন্নয়ন, সিসিটিভি -এর ব্যবস্থা,পণ্য অফিসের সংস্কার এবং আলোকসজ্জার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৭০,৪০,৩৭৭.৯৮ টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৮৫,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা** ২৮-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ACC adani Cement

এসিসি লিমিটেড
CIN: L26940GJ1936PLC149771
পঞ্জীকৃত কার্যালয়: আদানি কর্পোরেট হাউস, শান্তিগ্রাম, বৈষ্ণদেবী সার্কেলের কাছে, এস.জি. হাইওয়ে, আমেদাবাদ-৩৮২৪২১, গুজরাট | ফোন নং +৯১ ৭৯-২৬৫৬ ৫৫৫৫

পাবলিক নোটিস

অনুগ্রহ করে মনোযোগ দিন : এসিসি লিমিটেডের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সমস্ত সদস্য

এটা জ্ঞাত করা হচ্ছে যে ১৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়া পিএফ ট্রাষ্টের ট্রাষ্টীসমূহের বোর্ড সভায়, এসিসি লিমিটেডের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের বোর্ড অফ ট্রাষ্টীস, পিএফ ট্রাষ্ট'কে মঞ্জুর হওয়া রেহাই স্বেচ্ছায় সমর্পণ করা স্থির করেছে এবং **০১ অক্টোবর ২০২৪** থেকে কার্যকর সহ রিজিওন্যাল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কমিশনারের কাছে সমস্ত পিএফ ট্রাষ্ট ফাণ্ড হস্তান্তর করবে।

অনুগ্রহ করে পরামর্শ দেওয়া হবে যে ট্রাষ্ট সমর্পণ করা এবং পিএফ সার্ভারে ডাটা স্থানান্তর করার সমগ্র প্রক্রিয়ায় আনুমানিক ১০-১২ মাস লাগবে। এই স্থানান্তর সময়কাল চলাকালীন, সদস্যগণ তাঁদের পিএফ ফাণ্ডস অধিগত করতে অথবা ট্রান্সফার বা প্রত্যাহারের জন্যে অনুরোধ দাখিল করতে সক্ষম হবেন না।

যদি আপনি পরবর্তী ১২ থেকে ১৪ মাসের মধ্যে আপনার ফাণ্ডসের জন্যে কোনও প্রয়োজন পূর্বানুমান করেন এবং আপনার পিএফ অ্যাকাউন্ট থেকে প্রত্যাহার করতে চান, তাহলে আমরা আপনাকে এমপ্লয়ী নাম্বার, নাম, UAN এবং যোগাযোগের নাম্বার প্রদান করা ই-মেইল ২০ জুন ২০২৪ তারিখে বা তার পূর্বে accpftrust.helpdesk@adani.com'য়ে পাঠাতে অনুরোধ করছি।

আপনার পিএফ ফাণ্ডস আরেকটা কোম্পানীতে ট্রান্সফার করা আপনি পছন্দ করলে, ঙ্কশ পোর্টাল মাধ্যমে অনলাইন পিএফ ট্রান্সফার আপনি দাখিল করতে পারেন।

যেকোন স্পষ্টিকরণ বা সহায়তার জন্যে, অনুগ্রহ করে এমপ্লয়ী নাম্বার, নাম, UAN এবং যোগাযোগের নাম্বার সহ accpftrust.helpdesk@adani.com'য়ে লিখুন। **অনুগ্রহ করে মনে রাখুন যে ২০ জুন ২০২৪ তারিখের পর প্রত্যাহার বা ট্রান্সফারের জন্যে কোনও অনুরোধ গ্রাহ্য করা হবে না।**

এসিসি লিমিটেডের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পক্ষে

তারিখ : ৯ই মে ২০২৪

টলি-বলি

দীপিকা পাড়ুকোন খেতে ভালোবাসেন, তা নিয়ে খোঁটাও দিতেন অমিতাভ

দীপিকা পাড়ুকোন খেতে ভালোবাসেন। তবে এই খাওয়া নিয়ে তাঁকে অমিতাভ বচ্চনের কাছে খোঁটাও শুনতে হয়েছে। সেই ঘটনার কথা সামাজিক মাধ্যমে ফাঁস করেছেন দীপিকা নিজেই। ২০১৫ সালের ৮ মে, অর্থাৎ আজকের দিনেই মুক্তি পেয়েছিল সুজিত সরকারের জনপ্রিয় সিনেমা 'পিকু'। এই সিনেমাতেই বাবা ও মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ, দীপিকা। সঙ্গে ছিলেন প্রয়াত ইরফান খান। তিন তারকার দুর্দান্ত অভিনয় আজও দর্শকদের মনে গেঁথে রয়েছে। সিনেমার মুক্তির ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে শুটিংয়ের একটি ছবি শেয়ার করেছেন দীপিকা। ছবিতে অমিতাভ, ইরফান, দীপিকা তিনজনই রয়েছেন। 'বিগ বি'র সামনে একজন ইউনিট মেম্বার ফল ভর্তি থালা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইরফানের হাতে একটুকরা ফল। আর দীপিকার দিকে ইশারা করে তাঁকে কিছু বলছেন অমিতাভ। কী বলছেন বলিউডের শাহেনশাহ? তার আভাস ক্যাপশনে দিয়েছেন দীপিকা। অমিতাভকে ট্যাগ করে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'আমি খেতে কত ভালোবাসি, উনি তা সবাইকে বলতে খুব ভালোবাসেন।' এরপরই আবার ইরফানকে ট্যাগ করে লেখেন, 'ওহ! আমরা যে তোমাকে কতটা মিস করি।' প্রসঙ্গত, এর আগে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'তেও খাওয়া নিয়ে দীপিকার সঙ্গে মশকরা করেছিলেন অমিতাভ। মজা করে 'বিগ বি' জানিয়েছিলেন, দীপিকার তিন মিনিট অন্তর খিদে পায়। 'পিকু'র শুটিং করার সময়ই তিনি তা দেখেছেন। অমিতাভ তখন বলেছিলেন, 'যখনই আমি চাইতাম, তখনই আমাকে এড়িয়ে যেত দীপিকা!' জবাবেই দীপিকা বলেছিলেন, 'আমি যখনই টিফিন বক্স খুলতাম, আমার কাছে এসে খাবার চাইতেন অমিতজি! সব খেয়ে নিতেন।' দুজনের এই কথা শুনে হাসির হুল্লোড় উঠেছিল।

শুটিং ব্যস্ত শাকিব হঠাৎ ঋতুপর্ণার সঙ্গে দেখা, কি বললেন অভিনেত্রী

কলকাতায় 'তুফান' সিনেমার শুটিং ব্যস্ত শাকিব খান। এর মধ্যে একটি দাওয়াতে দেখা গেল তাঁকে। ভারতীয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণার ফেসবুক পোস্ট থেকে তা জানা গেল। বন্ধু প্রিয়া কার্ফা এবং তাঁর স্বামী ঋত্বিকের একটি অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে, এমনটাই জানিয়ে ঋতুপর্ণা লিখেছেন, 'কাকতালীয় হলেও এটা খুবই আনন্দদায়ক ব্যাপার ছিল, আমার বাংলাদেশি সুপারস্টার বন্ধু শাকিব খানের সঙ্গে দেখা হওয়ার বিষয়টি। সে এখানে একটা শুটিংয়ে আছে।' ভারতের বাংলা ছবির অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত গত শতকের নব্বই দশক থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে কাজ করছেন। এই দীর্ঘ সময়ে সহশিল্পী হিসেবে পেয়েছেন হুমায়ুন ফরীদি, মান্না, জসীম, ফেরদৌসসহ এ সময়ের আরিফিন শুভকে। কিন্তু দেশের শীর্ষ নায়ক শাকিব খানের সঙ্গে তাঁর কোনো কাজ করা হয়নি। এই নায়িকার ইচ্ছা, শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের কলকাতায়ও বেশ পরিচিতি রয়েছে শাকিব খানের।

সেখানকার প্রযোজকেরা তাঁকে নিয়ে ছবি বানাতেও আগ্রহ দেখিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। বলেছিলেন, 'একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে গিয়ে সাফল্য পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এটা শাকিব তাঁর কাজ দিয়ে অর্জন করেছেন। সবাইকে টেক্কা দিয়ে এ জায়গা অর্জন করা অনেক কষ্টের। কারণ, আমি নিজেও কলকাতার পাশাপাশি বাংলাদেশে কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছি।

ছবিগুলো দর্শক পছন্দ করেছেন। সে কারণে আমি বুঝি, বাইরের দেশে জনপ্রিয়তা পাওয়া কতটা কষ্টের। দুই দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে কাজ করলেও শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করা হয়নি ঋতুপর্ণার। বললেন, 'ভেবে দেখলাম, একমাত্র শাকিবের সঙ্গে কাজ করা হয়নি। এর বাইরে সবার সঙ্গে অভিনয় করেছি। সামনে নিশ্চয় ভালো কোনো পরিচালক আমাদের নিয়ে ভাববেন। তখন কাজ করা হবে।'

উত্তর পূর্ব রেলে গদ্য সাহিত্যের জন্য 'প্রেমচাঁদ পুরস্কার' এবং 'মৈথিলী শরণ গুপ্ত' প্রদান

গোরখপুর, ০৮ মেঃ রেল কর্মচারীদের সাহিত্যিক প্রতিভা এবং আগ্রহকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে, রেল মন্ত্রক হিন্দিতে গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং অন্যান্য গদ্য সাহিত্যের জন্য প্রেমচাঁদ পুরস্কার এবং মৈথিলী শরণ গুপ্ত প্রদান করেছে। কবিতা-গজল সংকলন পুরস্কার স্কিম পরিচালিত হয়। বেস ইয়ার-২০২৩ এর জন্য এন্ট্রি আমন্ত্রিত।শুধুমাত্র চাকরিরত রেলওয়ে কর্মকর্তাকর্মচারীরা এই স্কিমের অধীনে অংশগ্রহণের যোগ্য। বইটি লেখক বা কবির একটি মৌলিক রচনা হওয়া উচিত। বইটি সাধারণত ১০০ পৃষ্ঠার কম হওয়া উচিত নয়। বেস ইয়ার ২০২৩ এর অধীনে, ০১ জানুয়ারী, ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বইটির লেখা বা প্রকাশনার কাজ শেষ করতে হবে।

সরকারী ভাষা বিভাগ, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুরে নির্ধারিত ফর্মে এন্ট্রি পাঠানোর শেষ তারিখ ২২ জুলাই, ২০২৪। অন্য কোন তথ্যের জন্য, সরকারি ভাষা বিভাগ, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত সেরা বইয়ের জন্য কথাসাহিত্য, উপন্যাস, নাটক এবং অন্যান্য গদ্য সাহিত্যের জন্য প্রেমচাঁদ পুরস্কার এবং কবিতা-গজল সংগ্রহের জন্য মৈথিলী শরণ গুপ্ত পুরস্কার, উভয় ধারায় পৃথক প্রথম পুরস্কার - রুপি।

২০,০০০- (টাকা বিশ হাজার), দ্বিতীয় পুরস্কার . ১০,০০০- (দশ হাজার টাকা) এবং তৃতীয় পুরস্কার হল টাকা। ৭,০০০ (রু. সাত হাজার) এবং একটি শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হবে। এটি উল্লেখযোগ্য যে উত্তর পূর্ব রেলের অনেক রেল কর্মকর্তাকর্মচারী গদ্য এবং কবিতা-গজল লেখার মতো সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় নিজেদের জন্য একটি বিশেষ স্থান তৈরি করেছেন। বিগত বছরগুলিতে, তার অনেক বই রেল মন্ত্রকের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত শিশুকন্যা

আগরতলা, ৮ মে ঃ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যা। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার আমতলির মধ্যপাড়া এলাকায়। আহত শিশুকন্যার নাম আরুশী সাহা। বর্তমানে শিশুটি আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার অবস্থা সংকটজনক বলে শিশুর বাবাকে জানিয়েছেন চিকিৎকরা।শিশুটির বাবা প্রসেনজিৎ সাহা জানিয়েছেন, আমতলির মধ্যপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। রাস্তার অপর পাশে তিনি কাজ করছিলেন। একসময় শিশুকন্যাটি বাবার কাছে যাওয়ার জন্য রাস্তার উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে দৌড় দিতেই একটি মারুতি অল্টো দ্রুতবেগে গিয়ে শিশুকন্যাটিকে ধাক্কা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। আশপাশের লোকজন শিশুকন্যা আরুশী সাহাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে হাপানিয়াস্থিত টিএমসিতে নিয়ে যান। সেখান থেকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। শিশুকন্যার অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, এ ব্যাপারে আমতলি থানার পুলিশকে ঘটনাটি জানানো হয়েছে।

লাইন সংস্কার করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট নিগমকর্মী

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ৮ মে ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরতর আহত হয়েছেন নিগমের জনৈক কর্মী। আহত কর্মীর নাম লিটন রুদ্রপাল। বয়স আনুমানিক ৩৮ বছর। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকাল চারটা নাগাদ। আজ বুধবার বিকাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ নিগমের তরফ থেকে কোনও কর্মী বা আধিকারিক লিটন রুদ্রপালকে দেখতে হাসপাতালে যাননি বলে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন পরিবারের লোকজন।

জানা গিয়েছে, গত কয়দিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঝড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। লাইন সংস্কারের কাজ করছেন নিগমের কর্মীরা। লিটন রুদ্রপালও অন্যান্য কর্মীদের সাথে বিদ্যুতের লাইন সংস্কারের কাজ করছিলেন বিলোনিয়ায়। লিটন যখন খুঁটিতে উঠে কাজ করছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর এক সহকর্মী পরিবাহী তারে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দেন। তাতে খুঁটিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ে যান। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। সহকর্মীরা তাঁকে সাথে সাথে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। লিটনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। মঙ্গলবার রাতে নিয়ে আসা হয় জিবি হাসপাতালে, বুধবার সকাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ নিগমের কোনও কর্মী হাসপাতালে আসেননি। এদিকে, রোগীর নিকটাত্মীয়রা জানিয়েছেন, লিটনের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। পরিবারের লোকজন দুঃশ্চিন্তায় রয়েছেন। কর্তব্যরত অবস্থায় একজন বিদ্যুৎ নিগমের কর্মী দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার পরও নিগমের কেউ কোনও খোঁজখবর নিচ্ছেন না, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে মনে করছেন লিটন রুদ্রপালের স্ত্রী সহ পরিবার পরিজনরা।

ওয়াইএসআর কংগ্রেস এখানে গরীবদের নয়, মাফিয়াদের উন্নয়ন করেছে ঃ মোদী

অমরাবতী, ৮ মেঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, বুধবার অন্ধ্র প্রদেশের রাজামপেটে অনুষ্ঠিত একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, ওয়াইএসআরসিপি সরকারের দুর্নীতি এবং তোষামদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন এবং গত ১০ বছরে বিজেপি সরকারের প্রাপ্তিগুলিকেও তুলে ধরেন। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজামপেটের প্রার্থী শ্রী তিরং কুমার রেড্ডি, চিত্তুরের শ্রী প্রসাদ, তিরুপতির প্রার্থী শ্রী ওয়ারা প্রসাদ রাও, কুন্দাপাহের প্রার্থী শ্রী ভূপেশ রেড্ডি এবং বিধানসভার প্রার্থীরা সহ অন্যান্য নেতারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মোদীর লক্ষ্য অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়ন। জনগণ কয়েক দশক ধরে বিরোধী সরকারকে বহাল রাখলেও জনগণ কিছুই পায়নি। এখানে কোনও উন্নয়ন হয়নি, এখানে সেচের ব্যবস্থা নেই, এখানে কোনও শিল্প নেই, এখানে কৃষকরা সমস্যায় পড়েছেন, এখানকার তরুণ সম্প্রদায়কে কাজের জন্য অন্য শহরে যেতে হচ্ছে। এই অবস্থা বদলাতে অন্ধ্রপ্রদেশে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আনা দরকার। অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ওয়াইএসআর কংগ্রেস সরকার গঠন করেছিল, কিন্তু তারা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওয়াইএসআর কংগ্রেস এখানে গরীবদের নয়, মাফিয়াদের উন্নয়ন করেছে। ওয়াইএসআর কংগ্রেসের মন্ত্রীরা এখানে গুন্ডামি ও উচ্ছৃঙ্খল শাসন চালায়। এখানকার সরকার বালি মাফিয়াদের এতটা তোল্লাই দিয়েছে, যার কারণে আন্নামাইয়া বাঁধ ভেঙেছে। রাজ্যে থেকে এই ধরনের মাফিয়া এবং ওয়াইএসআরসিপি সরকারের চলে যাওয়ার কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে। এনডিএ সরকার প্রতিটি মাফিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। মোদী প্রত্যেক বাড়িতে কলের জল পৌঁছে দিতে চান, কিন্তু এখানকার সরকার জলজীবন মিশন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে না। এই সরকার রায়ালসিমার কৃষকদের সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছিল, কিন্তু রাজ্যে এনডিএ সরকার গঠিত হলে সেচ প্রকল্পগুলি দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার শক্তিশালী হলে দেশও শক্তিশালী হয়।

গ্রীষ্মকালীন সময়ে যাত্রীদের ভিড় হ্রাস করতে হুব্বল্লি জং. ও নাহরলগুন-এর মধ্যে এসি স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৮ মেঃ গ্রীষ্মকালীন ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে এসএসএস হুব্বল্লি জং. ও নাহরলগুন-এর মধ্যে এসি সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সামার স্পেশাল ট্রেন নং. ০৭৩৮৭০৭৩৮৮ (এসএসএস হুব্বল্লি জং. নাহরলগুন এসএসএস হুব্বল্লি জং.) প্রত্যেক দিক থেকে পাঁচটি করে ট্রিপের জন্য চালানো হবে। এই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা গ্রীষ্মের সময়ে আরামদায়ক যাত্রার জন্য এই এসি স্পেশাল ট্রেনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৭৩৮৭ (এসএসএস হুব্বল্লি জং. - নাহরলগুন) ৮ মে, ২০২৪ তারিখ থেকে ৫ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার এসএসএস হুব্বল্লি জং. থেকে ১২ঃ০৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ২৩ঃ০০ ঘন্টায় নাহরলগুন পৌঁছবে। ফেরৎ যাত্রার সময়, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৭৩৮৮ (নাহরলগুন - এসএসএস হুব্বল্লি জং.) ১১ মে, ২০২৪ তারিখ থেকে ৮ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার নাহরলগুন থেকে ২৩ঃ০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০৯ঃ০০ ঘন্টায় এসএসএস হুব্বল্লি জং. পৌঁছবে। এই এসি স্পেশাল ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের সুবিধার জন্য এসি ২-টিয়ার, এসি ৩-টিয়ার, এসি ৩-টিয়ার ইকনমি কোচ থাকবে। উভয় দিকের যাত্রাকালে ট্রেনটি গদগ, হোসপেট, গুন্তকাল, গুন্টুর, বিজয়নগরম, ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড, খড়গপুর, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ বঙাইগাঁও এবং রাঙাপাড়া নর্থ ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

Name Change
I MD ZAKIR HOSSAIN, R/O-VILL-BAROMALLIKA, PO-GOLABARI BAZAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743423, WEST BENGAL, DO HERE BY INFORM THAT MY MINOR DAUGHTER MOSAMMAT ACHYA KHATUN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ACHYA KHATUN ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024,THAT MOSAMMAT ACHYA KHATUN AND ACHYA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, VIJAY KR AGARWAL AND BIJOY KUMAR AGARWAL (পুরাতন নাম) পিতা LATE MAHABIR PRASAD AGARWAL , ঠিকানা- 4/57 CHANDITALA LANE,PS-REGENT PARK, KOLKATA -700040, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07.05.2024 এর Affidavit নম্বর 17 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে BIJAY KUMAR AGARWAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। BIJAY KUMAR AGARWAL (নতুন নাম) এবং VIJAY KR AGARWAL AND BIJOY KUMAR AGARWAL (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, RANU DEVI FOGLA AND RANJU DEVI FOGLA AND RANJU DEBI FOGLA (পুরাতন নাম) স্বামী CHANDRA KANTA FOGLA , ঠিকানা D. B. ROAD, GANGARAMPUR,PS-GANGARAMPUR,DIST-SOUTH DINAJPUR-733124,West Bengal, India, 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE, Kolkata, 07/03/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে RANJU FOGLA (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। RANJU FOGLA (নতুন নাম) এবং RANU DEVI FOGLA AND RANJU DEVI FOGLA AND RANJU DEBI FOGLA (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SIDDHARTHA SHAW, SON OF RADHA KANTA SHAW, RESIDING AT VILL-PALASHIA, RAJNAGAR,WEST MEDINIPUR -721436, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SIDDHARTHA SAHOO VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT SIDDHARTHA SHAW AND SIDDHARTHA SAHOO BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KAMRUJAMA, SON OF ABDUL MAZAD, RESIDING AT 61G G.J. KHAN ROAD,TILJALA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMRUDDIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT KAMRUJAMA AND KAMRUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SABITRI BALA SHAW, WIFE OF RADHA KANTA SHAW, RESIDING AT VILL-PALASHIA, RAJNAGAR, WEST MEDINIPUR -721436, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABITRI SAHOO VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT SABITRI BALA SHAW AND SABITRI SAHOO BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, CHANDRA KANT FOGLA (পুরাতন নাম) পিতা LATE KISHAN LAL FOGLA, ঠিকানা D. B. ROAD,GANGARAMPUR,PS-GANGARAMPUR,DIST-SOUTH DINAJPUR-733124, West Bengal, India, 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE, Kolkata, 11/03/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে CHANDRA KANTA FOGLA (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। CHANDRA KANTA FOGLA (নতুন নাম) এবং CHANDRA KANT FOGLA (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I ZABUN NISHA, WIFE OF MD AYUB, RESIDING AT 52 RABINDRA SARANI, PO CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA-700073, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZAIBUN NISHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT ZABUN NISHA AND ZAIBUN NISHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MD JAVED,SON OF MOHAMMED YAKUB, RESIDING AT 13 COLOOTOLA LANE,1ST FLOOR, PO CHITTARANJAN AVENUE,PS BOWBAZAR, KOLKATA-700073, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD JAWAID VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT MD JAVED AND MD JAWAID BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SANJU JAIN,WIFE OF MANOJ PATEL, RESIDING AT 15B BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD , KOLKATA-700019,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJANA PATEL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT SANJU JAIN AND SANJANA PATEL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SRIJONI KHAN, WIFE OF DEBJYOTI GANGULY, RESIDING AT 1B RASHBEHARI AVENUE, KALIGHAT, KOLKATA-700026, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRIJONI K GANGULY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT SRIJONI KHAN AND SRIJONI K GANGULY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MAHMUD ALI SHAIKH, SON OF AKBAR ALI SHAIKH, RESIDING AT VILL-PONKAMRA, PO-MAKHANA, PS-FALTA, SOUTH 24 PARGANAS - 743503, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MAHMUD ALI SHAIKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT MAHMUD ALI SHAIKH AND MD MAHMUD ALI SHAIKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I OMKAR PRASAD, S/O CHANDRANDEO PRASAD, R/O 2A/1, BEDIADANGA 1ST LANE, TILJALA, PS KASBA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ONKAR PRASAD,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT OMKAR PRASAD AND ONKAR PRASAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sanjay Majumder declare that my father said name Jiten Majumder (old name) Presently residing at Panchberia, Gopalnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743710, West Bengal, India, have changed my father name to (shall henceforth be known as) Jitendra Nath Majumder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Jitendra Nath Majumder (new name) and Jiten Majumder (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sk Basir (old name) S/O Amir Ali, residing at J-38/4/A, Fatehpur Village Road, Kolkata- 700024, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Chotu (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Sk Chotu (new name) and Sk Basir (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Debjit Dutta & Debajit Datta (old name) S/O Late Prabodh Chandra Dutta, Presently residing at C-3/39, KENDRIYA VIHAR, VIP ROAD, P.O.- KENDRIYA VIHAR, Bidhannagar, 700052, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Debajit Dutta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/05/2024. Debajit Dutta (new name) and Debjit Dutta & Debajit Datta (old name) both are same identical person.

Name Change
I MOSSAMAT LATIFAN NESA BEGAM, W/O SK NAJRUL ISLAM, R/O PASCHIM BERABERIA, N D BLOCK, PS BAGNAN, HOWRAH RURAL, PIN-711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATIFAN NESHA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT MOSSAMAT LATIFAN NESA BEGAM AND LATIFAN NESHA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SEIKHE NAJRUL ISLAM, S/O SK YEAKUB ALI, R/O PASCHIM BERA BERIA, N D BLOCK, PS BAGNAN, HOWRAH RURAL, PIN-711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NAJRUL ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT SK NAJRUL ISLAM AND SEIKHE NAJRUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SALIM AND MD SALIM, SON OF ASGAR TAK, RESIDING AT HAZINABI NAGAR FARI ROAD, BARAKAR, PASCHIM BARDHAMAN -713324, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SALIM TAK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT SALIM AND MD SALIM ALSO SALIM TAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I NOOR ALAM MONDAL AND SK NUR ALAM,SON OF ABDUL OHID MONDAL, RESIDING AT DAMDAMA,VTC-AIMANABABPUR, PO-AYMANAWABPUR, PS-PANDUA, HOOGHLY-712149, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NOOR ALAM MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT NOOR ALAM MONDAL AND SK NUR ALAM ALSO SK NOOR ALAM MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MD ASGAR ALI AND ASGAR ALI, SON OF LATE KAHIBAR ALI MOLLA, RESIDING AT BBT ROAD, NATUN NAGAR, PO-BRACE BRIDGE, PS-MAHESHTALA, SOUTH 24 PARGANAS -700088, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASGAR ALI MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT MD ASGAR ALI AND ASGAR ALI ALSO ASGAR ALI MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARSHI AZAM, W/O AMJAD ALI AHMED, R/O GREEN FIELD CITY, E3 -398, JOTH SHIBRAMPUR, BL-15, 2ND FLOOR, FL-2A, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700141, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARSHI ALI AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT ARSHI ALI AHMED AND ARSHI AZAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SEEMA MUKHERJEE, W/O SHANKHA MUKHERJEE, R/O 157, RAMKRISHNAPUR LANE, PS SHIBPUR, HOWRAH -711102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEEMA LALL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT SEEMA LALL AND SEEMA MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOUSUMI MAZUMDAR, W/O SUSANTA MAJUMDAR, R/O 2/618, KAPASDANGA COLONY, PO HOOGHLY, PS CHINSURAH, CHANDANNAGAR, PIN-712103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSUMI MAJUMDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT MOUSUMI MAJUMDER AND MOUSUMI MAZUMDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NAUSAD ALAM, S/O LATE SHAHE ALAM, R/O 11/1H/7, TOPSIA GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA - 700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NAUSHAD ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT MD NAUSHAD ALAM AND NAUSAD ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHAIKH MOHAMMED AZAM, S/O SULTAN AHMED, R/O 11G, TANTI BAGAN ROAD, BENIAPUKUR, KOLKATA, PIN-700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMJAD ALI AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT AMJAD ALI AHMED AND SHAIKH MOHAMMED AZAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MADHUCHANDA MUKHERJEE, D/O JAYANTA MUKHERJEE, R/O 113, SUBARNAPATTAN, PO KAZIPARA, PS BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHUCHHANDA MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024, THAT MADHUCHHANDA MUKHERJEE AND MADHUCHANDA MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD NIZAMUDDIN, SON OF MD RAZAK, RESIDING AT 34/B TOPSIA ROAD, GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIZAMUDDIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/05/2024.THAT MD NIZAMUDDIN AND NIZAMUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I HIMANGASHU SAHA,SON OF HEMANTA SAHA, RESIDING AT 82 BAITHAK KHANA ROAD, PO & PS - AMHERST STREET, KOLKATA -700009, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HIMANGSHU SAHA VIDE AN AFFIDAVIT NO 572 SWORN BEFORE THE METROPOLITAN MAGISTRATE (1ST CLASS) KOLKATA ON 06/05/2024.THAT HIMANGASHU SAHA AND HIMANGSHU SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, (Old Name) DILUNARA MONDAL W/o- NIJAM MONDOL, Residing at, Vill- Nagarpota, Post- Ulasi, Ps- Hanskhali, Dist- Ranaghat, Pin- 741502, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DILUNARA MONDAL To DILUNARA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DILUNARA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, DILUNARA KHATUN and DILUNARA MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) NIJAMUDDIN MONDAL S/o- AJIJUR MONDAL, Residing at, Vill- Nagarpota, Post- Ulasi, Ps- Hanskhali, Dist- Ranaghat, Pin- 741502, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NIJAMUDDIN MONDAL To NIJAM MONDOL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NIJAM MONDOL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, NIJAM MONDOL and NIJAMUDDIN MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SABINA KHATUN W/o- MOHAMMAD HARUN & MD HARUN Residing at, Vill- Hasanpur, Post- Hasanpur, Ps- Suti, Dist- Jangipur, Pin- 742201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SABINA KHATUN To SABINA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SABINA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, SABINA BIBI and SABINA KHATUN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) HAJI ABDUL GOFUR S/o- ISARUDDIN SEKH, Residing at, Vill- Gurudas pur, Post- Beunchitala, Ps- Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HAJI ABDUL GOFUR To HAZI ABDUL GAFUR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HAZI ABDUL GAFUR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, HAZI ABDUL GAFUR and HAJI ABDUL GOFUR both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) TAPAN KUMAR ROY S/o- UPENDRANATH ROY, Residing at, Vill- 4 Atabunia goswami lane, Post- Santipur, Ps- Santipur, Dist- Nadia, Pin- 741404, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TAPAN KUMAR ROY To TAPAN ROY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TAPAN ROY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, TAPAN ROY and TAPAN KUMAR ROY both are Same and one identical person.

Name Change
I, Owajuddin Mallick S/O. Samuddin Mallick R/o. Vill. – Pitambarpir, Mallick Para, P.O.- Dompukur, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin-741123 shall henceforth be known as Oyajddin Mallick. I declare that Oyajddin Mallick and Owajuddin Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-05-2024.

Name Change
I, Sahiful Mondal S/O. Rafikul Mondal R/o. Vill. – Subuddhipur, P.O.- Mahadevpur, P.S.- Haringhata, Dist.- Nadia, Pin-741257 shall henceforth be known as Saiful Mondal. I declare that Saiful Mondal and Sahiful Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-05-2024.

Name Change
I, Sasti Pollay alias Sasthirani Palye W/O. Kashinath Polley R/o. Majukhetra, P.O.- Panpur, Howrah-711401, W.B., India shall henceforth be known as Shasthirani Polley. I declare that Shasthirani Polley, Sasti Pollay and Sasthirani Palye is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-05-2024.

Name Change
I, Mohammed Muzaffer Hossain S/O. Shaikh Hassem Ali R/o. Vill. - Purba Keshabpur, P.O.- Bajitpur, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly, Pin-712405 shall henceforth be known as Md Mujaffar Hossain. I declare that Md Mujaffar Hossain and Mohammed Muzaffer Hossain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-05-2024.

Name Change
I, Eqbal Ahmed S/O.Syed Badruddin Hussain R/o. Naya Basti Rahmat Nagar, Road No- 07, Chasapatti, P.O.- Burnpur, P.S.-Hirapur, Pin-713325, Dist-Paschim Bardhaman, West Bengal shall henceforth be known as Syed Iqbal Hussain. I declare that Syed Iqbal Hussain and Eqbal Ahmed is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-05-2024.

Name Change
I, DILIP MONDAL S/O Satyranjan Mondal residing at Astichak, East Midnapore, Pin-721422, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name DILIP MONDAL instead of DILIP KUMAR MANDAL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Sealdah on 07/05/2024. DILIP MONDAL and DILIP KUMAR MANDAL both are same & one identical person.

২৫ বৈশাখ এর পূণ্য লগ্নে জলপাইগুড়ি রবীন্দ্রভবনের সভাকক্ষে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জলপাইগুড়ি আয়োজিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী উদ্যাপন অনুষ্ঠান, কবিপ্রণাম এর কিছু বিশেষ মুহূর্ত। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ), জলপাইগুড়ি, ধীমান বাড়ৈ,আই.এ.এস মহাশয়, মহকুমা শাসক সদর, জলপাইগুড়ি, শ্রী তমোজিত চক্রবর্তী, ডব্লু.বি.সি.এস(এক্সি) মহাশয়, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জলপাইগুড়ি, শ্রী স্বরূপ বিশ্বাস, ডব্লু.বি.আই.সি.এস, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জলপাইগুড়ি সদর, ইন্দ্রজিত সাহা ডব্লু.বি.এস.আই.সি.এস এবং জলপাইগুড়ি জেলার অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দসহ জেলার বিভিন্ন সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিবর্গ।

ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে চায় উচ্চ মাধ্যমিকে নবম বিতান আহমেদ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর , ৮ মে ঃ ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সেবা করতে চায় এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের নবম স্থানাধিকারী বিতান আহমেদ। দক্ষিন ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার

থানার ভোগপুঞ্জ গ্রামের ছেলে বিতান। বাবা আলতাফ আহমেদ স্কুল শিক্ষক এবং এপিডিআর নামে এক মানবাধিকার সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক, মা ওলিনা আখন্দ ও স্কুল শিক্ষক। বিতান ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র। সে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা মন্দির থেকে এবছর পরীক্ষা দিয়েছিলো উচ্চমাধ্যমিক। আর বুধবার রেজাল্ট আউট হতে সে জানতে পারে সে রাজ্যের মধ্যে নবম স্থানে হয়েছে। আর এই খবর জানার পর থেকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই গ্রামে খুশির উৎসব শুরু হয়ে গেছে। বিতান ৪৮৮ নং পেয়ে নবম হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে নম্বর গুলি হল- বাংলায়-৯৫, ইংরেজি -৯৮, বায়ো -৯২, কেমিস্ট -৯৭, ফিজিক্স - ৯৮ ও অংক -১০০। রেজাল্ট আউট হবার পরে এদিন বিতান বলেন, আমাদের বাড়ি থেকে ২০-২৫ গেলে তবে কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসা করাতে পারবে। তাই আমি চাই চিকিৎসক হতে। আমার বাবা- মা স্কুল শিক্ষক। তাছাড়া আমার বাবা এপিডিআর সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে তাই বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি চিকিৎসক হিসাবে মানুষের পাশে থাকতে চাই। আর ছেলের এই কাজে বাবা আলতাফ আহমেদ সবসময় আছে বলে জানালেন। কলকাতা শহরতলি লাগোয়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের বিতান আগামী দিনের সাফল্য কামনা করে এলাকাবাসী।

তাঁত বুনে কোনওরকমে চলে সংসার, উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে বেগমপুরের বৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ৮ মে ঃ তাঁত বুনে কোনওরকমে টেনে টুনে চলে সংসার। মাধ্যমিক পর্যন্ত নিজেই পড়িয়েছেন মেয়েকে। নিজের চেষ্টায় ভাল ফল করেছে মেয়ে। উচ্চ মাধ্যমিকে হুগলি জেলায় প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে হুগলির বেগমপুর হাই স্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী বৃষ্টি দত্ত। বৃষ্টির প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭। বাবা সুশান্ত দত্ত একজন তন্তুবায়। তাঁতের কাপড় তৈরি করে কোনওরকমে সংসার চালান। মেয়ে দশম স্থান অধিকার করায় পরিবারে খুশির হওয়া বইলেও মেয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কপালে। তবে শত কষ্ট করেও মেয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে ব্রতী হয়েছেন সুশান্ত। মা পম্পা দত্তও সংসারের হাল ধরতে কুটির

শিল্পের কাজ করতেন, তবে মেয়ের উচ্চ শিক্ষার খরচ নিয়েও বেশ চিন্তিত তিনি। ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা ছিলই। কখনই সময় বেঁধে নিয়মে পড়াশোনা করত না বৃষ্টি। স্কুলের সব পাঠ্য বই তার কেনাও সম্ভব হয়নি। অনেকের কাছ থেকে বই জোগাড় করে পড়াশোনা করেছে। ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তার। প্রিয় বিষয় ইংরাজি। তাই ইংরাজি সাহিত্য নিয়েই পড়াশোনা করার ইচ্ছা রয়েছে তার।

সৌম্য মাথুরের নেতৃত্বে যাত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, গোরখপুর, ৮ মে ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, মিসেস সৌম্য মাথুরের নেতৃত্বে, উত্তর-পূর্ব রেলের যাত্রীদের রেলওয়ে নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার মিসেস মাথুর ০৩ জন কর্মচারীকে তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজের জন্য 'মাসের সেরা' ঘোষণা করে এবং ০৭ মে, ২০২৪ তারিখে জেনারেল ম্যানেজার মিটিং রুমে তাদের নগদ পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে লখনউ জে.এন. মিসেস প্রিয়া পানেটিয়া, টেকনিশিয়ান সমাদি হিসাবে কাজ করছেন, ট্রেন নম্বর পরীক্ষা করেছেন। ১২৫৩৪ লক্ষ্মৌ

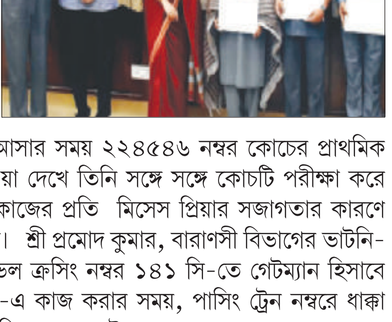

জং. প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ আসার সময় ২২৪৫৪৬ নম্বর কোচের প্রাথমিক ভেতরের স্প্রিং ভেঙে যাওয়া দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কোচটি পরীক্ষা করে গাড়ি থেকে সরিয়ে নেন। কাজের প্রতি মিসেস প্রিয়ার সজাগতার কারণে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। শ্রী প্রমোদ কুমার, বারাণসী বিভাগের ভাটনি-গোরখপুর সেকশনের লেভেল ক্রসিং নম্বর ১৪১ সি-তে গেটম্যান হিসাবে কর্মরত, ২৫ মার্চ, ২০২৪-এ কাজ করার সময়, পাসিং ট্রেন নম্বরে ধাক্কা দেয়। ১২৫৬৫ নম্বরের ইঞ্জিন থেকে টোকা পড়ার শব্দ শুনে লোকো পাইলটকে খবর দেওয়া হয়, ফলে লোকো পাইলট ট্রেন থামিয়ে ইঞ্জিন চেক করেন এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করার পর তা মেরামত করেন। প্রমোদ কুমারের সতর্কতা এবং তৎপরতার কারণে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। ১৮ জানুয়ারী, ২০২৪-এ, মিঃ সন্দীপ জয়সওয়াল, বারাণসী বিভাগের আউন্ধিহার স্টেশনে একজন গেটম্যান হিসাবে কর্মরত, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মাল ট্রেনের একটি ওয়াগন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন মাস্টারকে জানান এবং স্টেশন মাস্টার জানান। নিয়ন্ত্রণ করে ট্রেনটি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয় এবং গাড়ির সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। সন্দীপ জয়সওয়ালের তৎপরতার কারণে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। এই কর্মচারীদের সতর্কতামূলক পদক্ষেপের ফলে দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হয়েছে যার জন্য মহাব্যবস্থাপক তাদেরকে 'ম্যান অফ দ্য মান্থ' নিরাপত্তা পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন।

'বহরমপুরের মাটি থেকে বিজেপির দালালদের হটান', অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৮ মে ঃ 'বহরমপুরের মাটি থেকে বিজেপির দালালদের হটান'। ভোট-প্রচারে অধীর চৌধুরীকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'দিল্লিতে ইউসুফ পাঠানকে পাঠান। সব চেয়ে বেশি জয়ের ব্যবধান যেন বহরমপুর বিধানসভা আর পৌরসভা থেকে হয়'। রাজ্যে ৩ দফায় লোকসভা ভোট শেষ। ১৩ মে চতুর্থ দফায় ভোট হবে বহরমপুরে। সঙ্গে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বোলপুর, বীরভূম, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান দুর্গাপুর, আসানসোলেও। বহমরপুরে এবারও কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। বিপক্ষে তৃণমূলের ইউসুফ পাঠান। অধীর- গড়ে ভোট প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বহরমপুর শহরের টেক্সটাইল মোড় থেকে জামতলা মোড় পর্যন্ত রোড-শো করেন অভিষেক। তারপর জনসভা। অভিষেক বলেন, '২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। বহরমপুরের কোন বুথে কতটা উন্নয়নের ডালি দিয়ে মানুষের কাছে গিয়েছেন অধীর? ২০১৪ থেকে ২০২৪, এক বারও বিজেপির কাছে দরবার করেননি। রাহুল, সোনিয়া, খাড়গে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে ইন্ডিয়ার বৈঠক করছেন, সেদিনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাপ বাপন্ত করছেন'। অভিষেক জানান, ' আমরা চেয়েছিলাম এখানে ইন্ডিয়া জোট হোক। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অনুরোধ করেছিলাম। অধীর

চৌধুরী প্রতিনিয়ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন। কংগ্রেস নেতারা আমাকে বলেছেন, তাঁরা সতর্ক করেছেন। একসাথে লড়তে বলেছেন। বলেছেন, কমজোরি আছে'। বাংলায় এবার ৪২ আসনে একাই লড়ছে তৃণমূল। অভিষেক বলেন, 'রাজ্যজুড়ে আমাদের লড়াই সরাসরি বিজেপি বিরুদ্ধে, কিন্তু বহরমপুরে লড়াই বিজেপি প্রার্থী ও তাঁর জামি প্রার্থীর বিরুদ্ধে। অধীর চৌধুরী ৬ মাস আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছে, অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় ভোটে দাঁড়ালে সবার আগে ভোট তিনি দেবেন। অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছে। অধীর নিজেই বিজেপিকে ভোট দিলে, আপানার কেন কংগ্রেসকে ভোট দেবেন'?

অভাবী ঘরের উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী আইনজীবী হয়ে মানুষের সেবা করতে চান মুসকান খাতুন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম , ৮ মে ঃ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী প্রান্তিক পরিবারের মেয়ে মুসকান খাতুন। আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে থেকে বেড়ে ওঠার সৌভাগ্য বা সুবিধা কোনটাই মুসকানের ছিল না। বাবা সেখ ইসমাইল বাড়িতে ছোট্ট মুদিখানার দোকান চালান। মা জাহান্নারা বিবি গৃহবধূ। ভাই রেহান সেখ অস্টম শ্রেণিতে পড়ে। তাতেই কষ্টের সংসার। চাতরায় স্কুল করে নলহাটিতে চারটে টিউশন পড়তে আসতে হতো তাকে। মায়ের কাজেও হাত লাগাতে হয়েছে। বিপিএল তালিকা ভুক্ত হলেও পায় নি কোনো আবাস। আলাদা পড়ার ঘর ছিল না। ছোট্ট ঘরে ভাইবোনে একসাথে পড়া। উচ্চ মাধ্যমিকে তার সাফল্য কম কিসে! যদিও তার মার্কসিটে এই কষ্টের কথা লেখা থাকবে না। তাই তো মুরারইয়ের চাতরা গ্রামের সাধারণ পরিবারের মেয়ে মুসকান খাতুনের এই প্রাপ্য নম্বরে খুশি তার গ্রামের মানুষ। সে পেয়েছে ৯৪ শতাংশ নম্বর। বিষয়ভিত্তিক নম্বর ইংরেজি ৯৫, বাংলা ৯০, ভূগোল ৯১, ইতিহাস ৮৮, শিক্ষা ৮৮। চাতরা গণেশ লাল হাই স্কুলের ছাত্রী মুসকান খাতুন। মুসকান জানায়, তার আরো নম্বর প্রাপ্তির আশা ছিলো। ইতিহাস ও শিক্ষা এই দুই বিষয়ে আশানুরুপ নম্বর পায় নি সে। যদিও সে তার স্কুলের মধ্যে সেরা। এরপর আইন নিয়ে পড়তে চায় মুসকান। কেন? উত্তর এলো-- ছোট থেকে স্কুল শিক্ষক হওয়ার কথা ভাবতাম। এখন স্কুল শিক্ষার চাকরিতে এতো আইনী জটিলতা। তাই আইন নিয়ে পড়ে সফল আইনজীবি হয়ে সাধারণ গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায় মুসকান। তিনি বলেন, অনেক গরিব মানুষ সাধারন মানুষ পয়সার অভাবে বিচার পান না, আইনী সমস্যায় পড়ে থাকলেও পয়সার অভাবে সমস্যা জর্জরিত থাকেন। আমি আইন নিয়ে পড়ে গরিবের পাশে দাঁড়াতে চাই। এদিন উচ্চ মাধ্যমিকে রেজাল্ট বের হবার পর মুসকানের ভালো নম্বরে শুধু পরিবার নয়, খুশি এলাকার বাসিন্দারাও। তবে নম্বর আরো একটু বাড়বে এমন প্রত্যাশা ছিলো তার পরিবারের। মুসকান জানায়, লড়াইটা আরও বাড়লো। অভাবের সংসারে বাবা এই খরচ যোগাবেন। ধারেকাছে বোলপুরে পড়তে হবে। তবে, মুখ্যমন্ত্রীর কন্যাশ্রীর টাকা- পড়াশোনায় কাজে লেগেছে বলে জানায় মুসকান।

সাগরে বিপর্যয়! স্বস্তির বৃষ্টির মধ্যে অস্বস্তির ভাঙন নদীবাঁধে, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, সাগর , ৮ মে ঃ সাগরে বাঁধ ভাঙন। স্বস্তির বৃষ্টির মধ্যেও নদী বাঁধের ভাঙন মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুন্দরবনের সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের। গতকাল, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঝড়বৃষ্টিতে সাগরদ্বীপের মুড়িগঙ্গা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চকফুলডুবি গ্রামে হুগলি নদীর ৯০০ মিটার বেহাল বাঁধের মধ্যে ৪০০ মিটার বাঁধে ধস নামে। এই নদীবাঁধের ধসের কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার মানুষজন। সকালেই ধস নেওয়া নদীবাঁধ পরিদর্শনে আসেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামির শাহ এবং মরিগঙ্গা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোবিন্দ মণ্ডল। ধস নেওয়া নদীবাঁধের পাড়ে ভিড় জমায় গ্রামের মানুষজন। তাদের চোখে-মুখে বাঁধ ভাঙনের আতঙ্ক। সম্প্রতি আবহাওয়া নিয়েই সকলে চিন্তান্বিত ছিলেন। সকলেই জানতে চাইছিলেন, কী হবে? ঝড়-বৃষ্টি কি হবে? কতটা ঝড়-বৃষ্টি হবে? সোমবার ও মঙ্গলবার দুদিনই রাজ্যে জারি ছিল কমলা ও হলুদ সতর্কতা। কেন ঝড়বৃষ্টি শুরু হতে না হতেই এই অরেঞ্জ বা ইয়েলো অ্যালার্ট জারি? জানা গিয়েছিল, সোমবার বেলা ১২ টার পরে এবং মঙ্গলবারে বিকেল চারটের পর থেকে ২-৩ ঘণ্টা ধরে ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ- সহ বৃষ্টি হবে। প্রথমদিন ৬০ কিমি বেগে পরদিন ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে বইবে হাওয়া। এই অবস্থায় সকলে যেন নিরাপদে থাকে। বাজ পড়লে নিজেকে নিরাপদস্থানে আবদ্ধ রাখুন-- এই মর্মে সাধারণ মানুষকে পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল, সমুদ্র উত্তাল থাকবে এবং সমুদ্র উপকূল ও সমুদ্রের মধ্যে ৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাবে। জলোচ্ছ্বাসের সতর্কতাও ছিল। বাংলার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছিল আবহাওয়া দফতর। কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা ১১ জেলায়। রাজ্য জুড়েই বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। ইতিমধ্যেই কলকাতা- সহ বেশ কিছু জেলার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে চলে গিয়েছে। দিনভর দফায়-দফায় বজ্রবিদ্যুৎ- সহ বৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়েছিল মঙ্গলবার। সঙ্গে থাকবে দমকা ঝড়। তিন জেলায় ছিল ভারী বৃষ্টির সতর্কতা-- পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। মঙ্গলবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ- সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়েছিল, সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো হাওয়া। মোটামুটি সপ্তাহ জুড়েই বজ্রবিদ্যুৎ- সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আকাশ থাকবে মেঘলা। রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ- সহ বৃষ্টি চলবে রবিবার পর্যন্ত। সপ্তাহভর বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ - সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে থাকবে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। গতকাল সকালের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশ, পরে পুরোপুরি মেঘলা আকাশ। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল তবে সেভাবে হয়নি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও প্রবল ছিল। এভাবে বজ্রবিদ্যুৎ - সহ বৃষ্টি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত।

তরুণীর ছবি বিকৃত করে ফেসবুকে পোস্ট, গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৮ মে ঃ এক তরুণীর ছবি বিকৃত করে ফেসবুকে পোস্ট করে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগে ক্যানিংয়ের মধুখালী গ্রাম থেকে গ্রেফতার হল এক যুবক। ধৃতের নাম দেবাশীষ সর্দার। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতকে বুধবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনার আরও তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, পেশায় কর্পোরেট সংস্থার কর্মী দেবাশিস। নিজের গ্রামেরই এক তরুণীকে ভালবাসার প্রস্তাব দিয়েছিল সে। কিন্তু ওই তরুণী সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। এরপর ওই তরুণীকে দিনের পর দিন উত্যক্ত করতে শুরু করে অভিযুক্ত যুবক। এমনকি ওই তরুণীকে প্রাণনাশের হুমকিও দেয় সে। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের ক্ষতি করার হুমকিও দেয় অভিযুক্ত যুবক। ওই তরুণী তাঁর মাসতুতো বোনের সাথে নিউটাউনে থাকেন কর্মসূত্রে। সেখানে গিয়েও নানাভাবে তাঁকে উত্যক্ত করতে থাকে অভিযুক্ত। দিনের পর দিন এই ঘটনা বা।তে থাকায় ওই তরুণীর মাসতুতো বোন অভিযুক্ত যুবকের সাথে কথা বলেন। এসব করলে ফল ভালো হবে না বলেও সতর্ক করেন। এমনকি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়েরের হুমকিও দেন অভিযুক্ত যুবককে। কিন্তু বিষয়টি ভালোভাবে নেয় নি দেবাশীষ। রাগে ওই তরুণীর মাসতুতো বোনের ছবি বিকৃত করে একের পর এক অশ্লীল ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেন অভিযুক্ত। গ্রামের অন্য এক যুবকের ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক করে গত এক সপ্তাহ ধরে একের পর এক পোস্ট করতে থাকে নোংরা ছবি। সেই ছবি ভাইরাল হতে সমস্যায় পড়েন ওই তরুণী ও তার পরিবারের সদস্যরা। এই বিষয়ে মঙ্গলবার ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দুই তরুণী। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। রাতেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। পুলিশি জেরায় ধৃত তরুণীকে হুমকির কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

৪১ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং , ৮ মে ঃ পোলট্রি ব্যবসার ৪১ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ কোম্পানির তিন কর্মচারীর বিরুদ্ধে। ক্যানিং থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তদন্তে নেমে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং হাসপাতাল মো। এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তদের। ধৃতদের নাম সৌরভ বিশ্বাস, সৌভিক ঘোষ ও শিক্তা বালা। ধৃতদের বুধবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই বিষয়ে আরও তল্লাশি করতে চাইছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, পোলট্রি চাষের একটি কোম্পানির শাখা অফিস রয়েছে ক্যানিংয়ে। কোম্পানির তিন কর্মী সেই অফিসের হিসেব নিকেশ গড়মিল করেছে বলে অভিযোগ মালিক পক্ষের। ৪১ লক্ষ টাকা গড়মিলের অভিযোগ ওই তিন কর্মীর বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আইএসএফ তৃণমূল সংঘর্ষ ভাঙড়ে

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ৮ মে ঃ ভোটের আগে আবারও উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। এবার তৃণমূল কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠল আই এস এফ এর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের কাশিপুর থানার অন্তর্গত ভোগালী এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাংলা গ্রামে। পাঁচ তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে আইএসএফের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে আইএসএফ। কাশিপুর থানার অন্তর্গত শোনপুরে বুধবার বিকালে আইএসএফের জনসভা ছিল। সেই জনসভাতে আসার সময় নাংলাতে তৃণমূলকর্মীদের উপর হামলা করার অভিযোগ আইএসএফের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে আইএসএফের দাবি যখন ওই গ্রামের মধ্যে দিয়ে আই এস এফ এর মিছিল আসছিল সেই সময় তৃণমূল কর্মীরা বাধা দেয়। তখনই আইএসএফ কর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই ঘটনায় পাঁচ জন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছে। খবর পেয়ে কাশিপুর থানার পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতরা জিরানগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করিয়ে কাশিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন আইএসএফ কর্মীকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে।

পরপর তিনটি গাড়িতে আগুন, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ মে ঃ জাতীয় সড়কের উপর পরপর তিনটি গাড়িতে আগুন। সাত সকালে পরপর তিনটি গাড়িতে আগুন লাগার কারণে ব্যাপক আতংক। ঘটনাস্থলে দমকল এবং পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার বাবলা ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের। জানা যায় বাবলা ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের অদ্বৈত পাঠ সংলগ্ন এলাকায় সার বোঝাই একটি পাঞ্জাব লরি দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ একটি টোটো এসে ওই পাঞ্জাব লরিতে ধাক্কা মারতে আগুন লেগে যায় টোটো গাড়িতে । সেই আগুন আচমকা দাঁড়িয়ে থাকা সার বোঝাই লরিতে লেগে যায়। ঠিক তখনই পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটি চিপস এবং পাঁপড় বোঝাই গাড়ি। পাশ দিয়ে. যাওয়ার সময়. সেই গাড়িটিতেও আগুন লেগে যায়। নিমেষের মধ্যে তিনটি গাড়িতেই আগুন দাউদাউ করে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে পুড়ে গুরুতর জখম অবস্থায় টোটো চালক কে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির চালক এবং খালাসী তখন চা খাওয়ার জন্য রাস্তায় নেমেছিল। অন্যদিকে চিপস এবং পাঁপড় বোঝাই গাড়ির চালক এবং খালাসী তাদের গাড়িতে আগুন লাগা দেখে গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে যায়। এরপর এই এলাকাবাসী চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আছে শান্তিপুর থানার পুলিশ এবং দমকলের কর্মীরা। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে দমকলের একটি ইঞ্জিন। এরপর ঘটনাস্থলে আসে আরও একটি ইঞ্জিন। অন্যদিকে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দমকলের কর্মীরা। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান টোটো গাড়ির ব্যাটারি থেকেই এই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে কি কারনে হঠাৎ আগুন লাগলো তা জানতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

হাওড়ার সুকৃতি দশম স্থানে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ মে ঃ উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় রাজ্যের মধ্যে দশম স্থান অর্জন করেছে হাওড়ার সাঁকরাইলের অভয় চরণ হাইস্কুলের ছাত্রী সুকৃতি মণ্ডল। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী সুকৃতির বাবা পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। মা নার্স। দাদা ডাক্তারি পড়ছে। কলা বিভাগে পড়াশুনা করে সুকৃতি। ইংরাজি সাহিত্য নিয়েই পড়াশোনা করার ইচ্ছা রয়েছে তার। ভবিষ্যতে পিএইচডি করার ইচ্ছা রয়েছে। ছোট বয়স থেকে বাবা-মার চাকরি সূত্রে বিভিন্ন স্কুল পরিবর্তন হয় তার। পরে সাঁকরাইলে এসে অভয় চরণ হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল সুকৃতি। পড়াশুনার পাশাপাশি গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে সে। তবে কখনই সময় বেঁধে পড়াশোনা করত না সুকৃতি। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ করতে এবং নিয়মিত এক ঘন্টা করে গান শুনতে ভালোবাসে সুকৃতি।

স্নেহা ও সোহা ঘোষ, দুই যমজ বোনের নামই রয়েছে মেধাতালিকায়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ৮ মে ঃএকসঙ্গে পড়াশোনা, একসঙ্গে টিউশনে যাওয়া, তাই একজনের নাম যদি মেধা তালিকায় থাকত, খুশি হত না অপরজন। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ঘোষণার পরই জোড়া সুখবর এল চন্দননগরের ঘোষ পরিবারে। স্নেহা ঘোষ ও সোহা ঘোষ, দুই যমজ বোনের নামই রয়েছে মেধাতালিকায়। উচ্চ মাধ্যমিকে চতুর্থ স্থান পেয়েছে স্নেহা আর দিদি সোহা পেয়েছে দশম স্থান। আগামিদিনেও তাদের পথ হবে একই। দুজনের অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। সোহার থেকে এক মিনিটের ছোট স্নেহা। স্নেহার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩ আর সোহা পেয়েছে ৪৮৭। দুই বোনের সাফল্যে গর্বিত মা বলছেন, 'ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি। এতটা ভাল ফল হবে, আশা করিনি। আমরা চেষ্টা করতাম সাহায্য করার। তবে ওদের নিজেদের চেষ্টা ছিল অনেক বেশি।' দুজনেই চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির স্কুলের ছাত্রী। চুঁচুড়ার গরবাটি ষষ্ঠীতলার বাসিন্দা তারা। বাবার নাম সঞ্জীব ঘোষ। বেসরকারি সংস্থায় চাকরির সূত্রে গুজরাটের আমেদাবাদে থাকেন

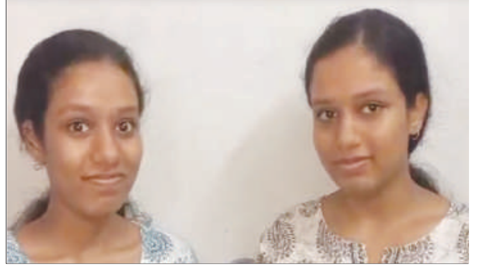

তিনি। সোহা ও স্নেহা বলছেন, ৯৮ শতাংশের ওপর নম্বর পাবে, আশা করেছিল তারা কিন্তু মেধাতালিকায় নাম থাকবে, তারা ভাবতেও পারেনি। সোহা সবসময় স্নেহাকে বলত, '৪৯০-এর ওপর পাবি।' একে অপরের পাশে সবসময় থাকে তারা। তাই স্নেহা বলে, নিজের নাম শুনে অতটাও খুশি হইনি, সোহার নামটা শোনার পর খুশি হলাম। ও পাশে না থাকলে তো কিছুই করতে পারতাম না।

১৩ থেকে ২৩ মে দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে ঘাঁটি গাঁড়ছেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা , ৮ মে ঃ ষষ্ঠ দফায় ভোট হবে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সব লোকসভা আসনে। তাই সেই পাঁচ আসনকে 'পাখির চোখ' করে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মেদিনীপুরের এই ভূমিপুত্র আগামী ১৩-২৩ মে নিজের যাবতীয় কর্মসূচি সাজাচ্ছেন এই পাঁচ লোকসভাকে কেন্দ্র করেই। ইতিমধ্যে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ও বিধানসভায় নিজের অফিসে সে কথা তিনি জানিয়েও দিয়েছেন বলেই পদ্মশিবির সূত্রে খবর। বর্তমান প্রশাসনিক মানচিত্র অনুযায়ী তিন জেলার পাঁচ আসনের মধ্যেই ১১ দিন নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন নন্দীগ্রাম বিধায়ক। ২৫ মে কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল, মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেংেদ্র ভোট হবে। গত বার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম আসন জিতে নিয়েছিল বিজেপি। অপর দিকে ঘাটাল-সহ কাঁথি, তমলুকে জিতেছিল তৃণমূল। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে শুভেন্দুবাবু ছিলেন তৃণমূলের। তাই তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে কাঁথিতে পিতা শিশির অধিকারী ও তমলুকে ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীকে জেতাতে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। এই পাঁচ বছরে হলদি নদী দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। শুভেন্দুবাবু তাঁর রাজনৈতিক ঠিকানা বদল করে ঘাসফুল ছেড়ে চলে গিয়েছেন পদ্মশিবিরে। তাঁর এই ফুল বদলের সঙ্গে সঙ্গেই বদলে গিয়েছে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ভোটের সমীকরণ। যে কারণে এ বার দুই মেদিনীপুরের পাঁচটি আসন জেতার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে বিজেপি।

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নংঃ জিইএম/২০২৪/বি/৪৯২০৮৫৪, তারিখ ঃ ০৭.০৫.২০২৪। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেনঃ **বিড জমার শেষ তারিখ/সময় ঃ** ২৮.০৫.২০২৪ দুপুর ৩টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২৮.০৫.২০২৪ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **বিড প্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে)ঃ** ১২০ (দিন)। **অফিসের নামঃ** ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়া। **আইটেম ক্যাটিগরিঃ** পরিষ্করণ ও তত্ত্বাবধানের কাজ সংক্রান্ত পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০৩ বছর। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৭৪৮ লাখ টাকা। **অভিন্ন/অনুরূপ পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরের সংখ্যাঃ** ৩ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন আছে কিনাঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছরের সংখ্যা ও টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছরের সংখ্যা ও টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিক্রেতার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথিঃ** অভিজ্ঞতার শর্তাবলী, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে চাওয়া হয়েছে)। *যদি কোন ক্ষেত্রে বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভারের শর্তের ক্ষেত্রে ছাড় চায় সেক্ষেত্রে ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য ছাড় পাওয়ার যোগ্যতা প্রমাণের স্বপক্ষে নথি আপলোড করতে হবে। **বিড টু আরএ এনেবলডঃ** না। **বিডের ধরণঃ** টু প্যাকেট বিড।

(MISC-44/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

মালিগাঁওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১১ অফ ২০২৪, তারিখ: ০৩-০৫-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.:** ডিসিইএসটিএমএলজি-০৭-২০২৪; **কাজের নাম:** এডিইএন/I / মালিগাঁও-এর এক্তিয়ারে দখল প্রতিরোধ করতে রেলওয়ের সীমানায় সীমানা প্রাচীরের ব্যবস্থা (৩.৩৬কিমি.)। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹ ২,৩৩,৭৯,৩০৬.০৩; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,৬৬,৯০০/-; **টেন্ডার নং.:** ডিসিইএসটিএমএলজি-০৮-২০২৪; **কাজের নাম:** এসএসই/ডব্লিউ/নাম্বারী-এর এক্তিয়ারের অধীনে নাম্বারী এলাকার চারপাশে বাইরের বেড়া দেয়াল স্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹ ২,৩২,৫২,৬২৩.৯৯; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,৬৬,৩০০/-; **টেন্ডার নং.:** ডিসিইএসটিএমএলজি-০৯-২০২৪; **কাজের নাম:** মালিগাঁওয়ে- সেন্ট্রাল হাসপাতালে ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম এবং অ্যালার্ম সিস্টেমের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹ ৮৬,৬১,১২৫.২২; **বায়না মূল্য:** ₹ ১,৭৩,২০০/-; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধ/খোলার** তারিখ ও সময় **২৭-০৫-২০২৪** তারিখে**১৩:০০** ঘন্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি সিই/এস্টেট, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৭১, তারিখ ঃ ০৭.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন **ঃ ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/০৩/২৪-২৫/আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ সম্পর্কিত সিগন্যালিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৯৯,৪১,৭৫১.৬৯ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ২,৪৯,৭০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২৩.০৫.২০২৪। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ০৬.০৬.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ০৬.০৬.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামান ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামান ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূলমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** "প্যানেল ইন্টারলকিং বা রুট রিলে ইন্টারলকিং বা ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং আইবিএইচ বা অটোমেটিক সিগন্যালিং বা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা এএফটিসি বা এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি" সম্পর্কিত যে কোন কাজ, আলোচ্য টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে।

(SDAH-46/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

রোহিত অ্যান্ড কোং-কে লাখ টাকার পরামর্শ শেহওয়াগের

মুম্বই, ৮ মেঃ টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের খরা কবে কাটবে? ২০১১ সালের পর থেকে ভারতীয় টিমের কাছে বিশ্বকাপ ট্রফি অধরাই থেকে গিয়েছে। গত বছর দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের সুবর্ণ সুযোগ ছিল রোহিত-বিরাটদের কাছে। কিন্তু আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার কাছে বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছিল রোহিত শর্মার ভারত। সামনে ফের একটা বিশ্বকাপ। মেন ইন ব্লুর কাছে সুযোগ রয়েছে ট্রফি ক্যাবিনেটে আরও একটি টি২০ বিশ্বকাপ ট্রফি তোলার। কিন্তু তার জন্য ভারতীয় টিমকে কী করতে হবে? অবশ্যই ভালো পারফর্ম করতে হবে। আর? ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ জানিয়েছেন, ঠিক কোন জিনিসটা এখন মিসিং ভারতীয় টিমে এবং ড্রেসিংরুমে। ২০১৩ সালে ভারত শেষ বার আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল। মহেন্দ্র সিং ধোনি তখন ছিলেন ভারত অধিনায়ক। তিনিই ভারতকে প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ ট্রফি এনে দিয়েছিলেন। এ বার রোহিত শর্মার পালা এই তালিকায় লম্বা করার। সম্প্রতি এক ইভেন্টে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ জানিয়েছেন, তিনি মনে করেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের ভয়ডরহীন খেলা উচিত। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বীরুর এক ভিডিয়ো ভাইরাল। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''আমরা যদি শেষ ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখি, যেখানে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হেরেছিল, সেখানে টিমের কেউ ১১ ওভারের পর থেকে ৪০ ওভার অবধি ভয়ডরহীন খেলেনি। আমরা মাত্র ১টা বা ২টো চার মেরেছিলাম।'' এরপরই

বীরু নিজের খেলার সময়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, ''আমি আমার উদাহরণ দিই। যখন আমি ভারতীয় টিমের অংশ ছিলাম, ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১ ওডিআই বিশ্বকাপ অবধি আমরা প্রতিটা ম্যাচকে নকআউট ম্যাচ হিসেবে দেখতাম। যেমন বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ, আমরা হারলেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাব। তাই আমরা ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১ সাল অবধি বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে জিতেছিলাম এবং সে বারের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।'' বীরুর কথায়, বর্তমান ভারতীয় টিমও তাঁদের সময়কার পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তিনি বলেন, ''এই ভারতীয় টিমও সেটা করতে পারে। নিজেদের প্রত্যেকটা ম্যাচকে নকআউটের ম্যাচ ভাবতে পারে। যে আমরা যদি ম্যাচ হারি, তা হলে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাব। তা হলেই মানসিকতা বদলে যাবে। আর ড্রেসিংরুমে এই মানসিকতাটাই প্রয়োজন। নির্ভয়ে খেলতে হবে, সাহসিকতা নিয়ে খেলতে হবে, কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে খেলতে হবে। আমার মনে হয় ভারতীয় টিমে এটার অভাব রয়েছে।''

ভারতীয় দল থেকে রিঙ্কুর বাদের দায় কেকেআরের!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় দল থেকে রিঙ্কু সিংকে বাদ পড়তে হয়েছে কেকেআরের জন্য। গতবার দারুণ ছন্দে ছিলেন আলিগড় কা নবাব। প্রতি ম্যাচেই ব্যাট ধরলে সোনা ফলিয়েছেন তিনি। এবার অবশ্য রিঙ্কুর ব্যাটে রান নেই। তিনি করেছেন ১২৯ রান। টি ২০ বিশ্বকাপে ভারতের ১৫ সদস্যের দলে স্থান হয়নি রিঙ্কুর। সেই প্রসঙ্গে ভারতের নামী প্রাক্তন তথা বাংলা দলের অতীতের অধিনায়ক অশোক মালহোত্রা বলেছেন, রিঙ্কুকে এবার ভালমতন ব্যবহারই করল না কেকেআর। এমন একটা পজিশনে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছে ওকে, বেচারা রান করার সুযোগই পাচ্ছে না! মালহোত্রার দাবি, রিঙ্কু হল গ্রেট ফিনিশার। কিন্তু কেকেআর এবার ওকে ম্যাচে তেমনভাবে ব্যবহারই করেনি, যে কারণে নিজের সেরা ফর্ম হারিয়েছে। দলের থেকে ভরসা না পেলে সেই ক্রিকেটার আত্মবিশ্বাস হারায়। সেটাই হয়েছে রিঙ্কুর ক্ষেত্রে। আমি তো বলব এজন্য পুরো দায়ভার নিতে হবে কেকেআর ম্যানেজমেন্টকে। পাশাপাশি মালহোত্রা এও মনে করছেন, এবার চলতি আইপিএলে কেকেআর ওপেনাররা সেরা ফর্মে বিরাজ করছে। সেই কারণে রিঙ্কুর ওপর চাপ কম পড়ছে। গতবার ওপেনিং ব্যাটাররা ছন্দে ছিল না। সেই জন্যই রিঙ্কু পরের দিকে ব্যাট করে একাধিক ম্যাচে দলকে জিতিয়েছে। সেই পরিস্থিতি এবার হয়নি বলেই রিঙ্কুকে ব্যবহারও করতে পারেনি দল। তবে এরকম প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে আগে ব্যাটিং করতে দিলে সেটি দল ও তাঁর পক্ষেও ভাল হতো। এটা বোঝা উচিত ছিল কেকেআরের।

তোপ দাগলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার

খোঁজ মিলল 'ঈশ্বর'এর হারিয়ে যাওয়া সোনার বলের, প্যারিসে নিলাম

প্যারিস, ৮ মেঃ 'ঈশ্বরের হাত' আবার ঘুরে-ফিরে আসছে। ১৯৮৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে গোল করেছিলেন দিয়েগো মারাদোনা। যে গোলকে হ্যান্ড অফ গড বলা হয়। ওই বিশ্বকাপে মারাদোনা ছিলেন সব কিছুর উর্ধ্বে। ঈশ্বর যেন খোদ নেমে এসেছিলেন তাঁর জন্য। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন ফুটবলের রাজপুত্র। ২০২০ সালে মারা গিয়েছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। মেক্সিকো বিশ্বকাপ গোল্ডেন বল পেয়েছিলেন তিনি। চার বছর পর খোঁজ মিলল মারাদোনার হারিয়ে যাওয়ার সোনার বলের। খুব শিগগিরই নিলামে উঠবে ওই সোনার বল। দিয়েগো মারাদোনার বর্ণময় জীবন। কখন যে কী করে বেড়িয়েছেন, কেউ জানে না। একাধিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, বেহিসেবি জীবনযাপন, মাদকাসক্তি, পাবে মারামারি থেকে আইনী জটিলতায় পড়া, কিছুই বাকি ছিল না। ১৯৮৬ সালে বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার হিসেবে সোনার বল পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা হারিয়েও যায় দ্রুত। কী ভাবে হারাল, তা নিয়ে নানা জল্পনা, গুঞ্জন ছিল এতদিন। কেউ কেউ বলেন, জুয়ো খেলতে গিয়ে ওই সোনার বল খুইয়েছিলেন মারাদোনা। কেউ কেউ আবার বলেন, ওই সোনার বল বিক্রি করে ধার শোধ করেছিলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার। গুঞ্জন এতেই শেষ হয়নি। কেউ কেউ আবার এও বলেছেন, নাপেলসের ব্যাঙ্কের লকারে রাখা ছিল ওই গোল্ডেন বল। কিন্তু তা ১৯৮৯ সালে ব্যাঙ্কে ডাকাতির সময় খোয়া যায়। তখন মারাদোনা খেলতেন ইতালির ক্লাব নাপোলিতে। আবার এও শোনা গিয়েছে, ওই ট্রফি নাকি সোনায় টুকরো করে ফেলা হয়েছে। সব গুঞ্জনের অবসান ঘটল। মারাদোনার গোল্ডেন বল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে অক্ষত অবস্থাতেই। ২০১৬ সালে ওই গোল্ডেন বল এক ব্যক্তির সংগ্রহে রয়েছে, এমন জানা যায়। নামী নিলাম সংস্থা অগাটেস ওই সোনার বল খতিয়ে দেখেছে। ওই বল আসল। জুন মাসে ওই বল নিলামে তোলা হচ্ছে। যার প্রাথমিক দাম রাখা হয়েছে দেড় লক্ষ ইউরো। ভারতীয় টাকায় যা ১ কোটি ৩৫ লক্ষের মতো। তবে নিলাম সংস্থার আশা, মারাদোনার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে ওই বলের সঙ্গে। সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দেবে।

ও তো টেস্ট প্লেয়ার, সাদা বলে খেলতে পারবে না, শুনতে হয়েছিল রাহুলকে

নয়াদিল্লি, ৮ মেঃ যা দেখা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। এ কথার দ্বিমত নেই। কিন্তু এক এক সময় জোর করে কারও দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এক সময় ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটার লোকেশ রাহুলকে শুনতে হয়েছিল, তিনি তো টেস্ট ম্যাচ প্লেয়ার, ওডিআই বা টি-২০ আবার কী খেলবেন। এমন তকমা রাহুল চাননি। ঠিক করেছিলেন, গা থেকে ঝেড়ে ফেলবেন এই টেস্ট প্লেয়ার তকমা। পরিশ্রম, অধ্যাবসায় ও মনের বলের সাহায্যে রাহুল তা করে দেখিয়েছেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বুধ-রাতের আইপিএল ম্যাচের আগে 'ক্যাপ্টেন স্পিক' স্পেশাল অনুষ্ঠানে এই গল্প শুনিয়েছেন রাহুল। ২০১৩ সালে লোকেশ রাহুলের আইপিএল অভিষেক হয়েছিল। তিনি এখনও অবধি ৪টি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলেছেন। তিনি বলেন, ''আমার খেলার শুরুর দিকে ছয় মেরেও অবাক লাগত। কারণ আমি একটা সময় টি-২০ ও ওডিআইতে শক্তিশালী ছিলাম না।'' প্রথম দিকে মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন রাহুল। পর তিনি উইকেট-কিপিং করা শুরু করেন। এরপর ধীরে ধীরে টেস্ট ম্যাচ প্লেয়ার তকমা ঘোচানোর জন্য বড় হক্কা মারা রপ্ত করেন। রাহুল জানান, এক সময় টেস্ট প্লেয়ার তকমা তাঁকে খুব কষ্ট দিত। ঠিক করেছিলেন এই তকমা ঝেড়ে ফেলবেন। এই প্রসঙ্গে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বর্তমান অধিনায়ক রাহুল বলেন, ''সেই সময় আমার গায়ে যেন একটা ট্যাগ লেগে গিয়েছিল যে, এ তো টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটার। এ কখনও ওয়ান ডে বা টি-টোয়েন্টিতে খেলতে পারবে না। এর মধ্যে অতটা দক্ষতা নেই। এই স্তরটা থেকে বেরোতে আমার অনেকটাই সময় লেগেছিল। আমার ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদল করানোর জন্যও অনেকটা সময় লেগেছিল।'' কোন পথে সাফল্যের স্বাদ পেয়েছেন রাহুল? তিনি বলেন, ''২০১৬ আইপিএলে আরসিবির হয়ে আমি ভালো খেলেছিলাম। তারপর মানুষ কেএল রাহুলকে ওয়ান ডে ও টি-২০ প্লেয়ার হিসেবেও দেখতে শুরু করেছিল। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নিজের খেলার উন্নতি করে, কঠোর পরিশ্রম করে আমি ভালো খেলতে পেরেছি, স্পটলাইটে আসতে পেরেছি।'' চলতি আইপিএলে এখনও অবধি ১১টি ম্যাচ খেলেছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। তাতে তিনি করেছেন ৪৩১ রান। রয়েছে তিনটি হাফসেঞ্চুরি। এই আইপিএল মরসুমে তাঁর সর্বাধিক রান ৮২।

মোহনবাগান এবারও দলবদলে চমক দেবে, হাবাস না থাকলে কোচ লোবেরা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মেঃ মোহনবাগান এবারও দলগঠনে চমক দিতে চলেছে। তারা আইএসএলের লক্ষ্যে মোট আট বিদেশির সঙ্গে চুক্তি করতে চলেছে। এমনিতেই বাগানে চার বিদেশি প্রায় পাকা। গত মরশুমে দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স, জনি কাউকোর সঙ্গে আবারও চুক্তি করা হবে, এটা নিশ্চিত। তাও জনিকে এনেছিলেন কোচ হাবাস। কাউকো আসতেই বাতিল হয়েছিলেন হুগো বুমোস। কোচ বদল হলে কাউকোকে রাখা হবে কিনা, সেটি নিয়ে জল্পনা রয়েছে। মোহনবাগানে এবার বড় চমক হলেন মেলবোর্ন সিটির তারকা জেমি ম্যাকলারেন। তিনি তারকার তারকা, তাঁর সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি কয়েকদিনের মধ্যেই জানিয়ে দেবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তাঁকে আগামী ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে হাজির করানো হতে পারে। ম্যাকলারেনের সঙ্গে মেলবোর্ন সিটির চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁকে বাৎসরিক সাড়ে চার কোটি টাকা দিতে হবে। আইএসএলে মোট ছয় বিদেশি খেলানো যেতে পারে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টায়ার টু-তে খেললে সংখ্যাটা আট হবে। তাই মোট ৮ বিদেশির সঙ্গেই চুক্তি করে ফেলা হবে। মোহনবাগান ছেঁটে ফেলছে তিন বিদেশিকে, সেই তালিকায় রয়েছেন হেক্টর ইয়ুস্তে, ব্র্যান্ডন হ্যামিল ও আর্মান্দো সাদিকু। স্থানীয় তারকাদের মধ্যেও কয়েকজনকে বাছাই করেছে মোহনবাগান। তালিকায় রয়েছেন এফসি গোয়ার লেফটব্যাক জয় গুপ্ত। পাশাপাশি মুম্বই সিটির বিপিন সিং, ছাংতের দিকেও হাত বাড়াতে পারে সবুজ মেরুন শিবির। মোহনবাগানে এবার হাবাস কোচ থাকবেন কিনা সেই নিয়েও সংশয় রয়েছে। কারণ হাবাস নিজে থাকতে চান কিনা পরিষ্কার নয়। তাঁকে ক্লাব রাখতে চায়, কিন্তু তিনি থাকলে টিডিও হতে পারেন। সেক্ষেত্রে কোচ করে আনা হতে পারে সার্জিও লোবেরাকে। তিনি এর আগে ইস্টবেঙ্গলে আসার কথা বললেও শেষমুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে ওড়িশা এফসির কোচ হয়ে যান। সেটি মাথায় রাখছেন বাগান কর্তারা। তাই তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেই ঘোষণা করতে চাইছেন।

নীরজ চোপড়ার হোমকামিং

৩ বছর পর পারফর্ম করবেন ভারতের মাটিতে

নয়াদিল্লি, ৮ মেঃ আর মাত্র একদিন পর দোহাতে হিরের খোঁজে নামবেন ভারতের হিরের টুকরো ছেলে নীরজ চোপড়া। ১০ মে টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া দোহা ডায়মন্ড লিগে পারফর্ম করবেন। তারপর দেশে ফিরে আসবেন। তারপর ভারতের ঘরোয়া ইভেন্টে অংশ নেবেন। দীর্ঘ ৩ বছর পর ভারতের মাটিতে জাতীয় ফেডারেশন কাপে অংশ নিতে চলেছেন পানিপতের ছেলে নীরজ। ২৬ বছর বয়সী সুপারস্টার নীরজ চোপড়া ডায়মন্ড লিগের দোহা পর্ব শেষ করে দেশে ফিরে আসবেন। ভুবনেশ্বরে ১২ থেকে ১৫ মে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় ফেডারেশন কাপ। তিন বছর পর ভারতের মাটিতে ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলবেন নীরজ। আসন্ন ন্যাশানাল ফেড কাপে নীরজ চোপড়ার সঙ্গে পারফর্ম করতে দেখা যাবে কিশোর কুমার জেনাকেও। হানঝাউ এশিয়ান গেমসে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো-তে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। আর রুপো পেয়েছিলেন ভারতের জ্যাভলিন থ্রোয়ার কিশোর কুমার জেনা। ভারতীয় অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ লেখা হয়েছে, 'নথিভুক্ত অ্যাথলিটদের তালিকা অনুযায়ী নীরজ চোপড়া ও কিশোর কুমার জেনা ঘরোয়া প্রতিযোগিতায়

অংশ নেবেন, যা ১২ মে থেকে ভুবনেশ্বরে শুরু হবে।' পাশাপাশি নীরজ চোপড়ার কোচ ক্লাউস বার্টোনিটজ জানিয়েছেন, ভুবনেশ্বরে হতে চলা ফেডারেশন কাপে খেলবেন ভারতের সোনার ছেলে। ২০২১ সালের ১৭ মার্চ শেষ বার জাতীয় ফেডারেশন কাপে অংশ নিয়েছিলেন নীরজ চোপড়া। সেখানে তিনি ৮৭.৮০ মিটার জ্যাভলিন থ্রো করেছিলেন। টোকিও অলিম্পিকে সোনা জয়ের পাশাপাশি ২০২২ সালে ডায়মন্ড লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন নীরজ। ২০২৩ সালে তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ডায়মন্ড লিগের তিনটি লেগে জিতেছিলেন তিনি। ২০২২ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো পেয়েছিলেন নীরজ। তাঁর পার্সোনাল বেস্ট ৮৯.৯৪ মিটার। নীরজের স্বপ্ন ৯০ মিটার জ্যাভলিন থ্রো করার।

মায়ামির এ বছরের সম্ভাব্য আয় ২০ কোটি ডলার

মেসি এফেক্ট

ফ্লোরিডা, ৮ মেঃ স্বপ্নের মতো সময় পার করছে ইন্টার মায়ামি। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে মাঠ ও মাঠের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে ক্লাবটি। গত বছরের জুনে লিওনেল মেসির আগমনের ঘোষণার পরই শুরু হয় ইন্টার মায়ামির বদলে যাওয়া। 'মেসি-ম্যানিয়া' কেবল শুধু মায়ামিকেই নয়, বদলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল-জগৎকেও। দর্শকদের আগ্রহ বাড়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও এখন শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছেছে

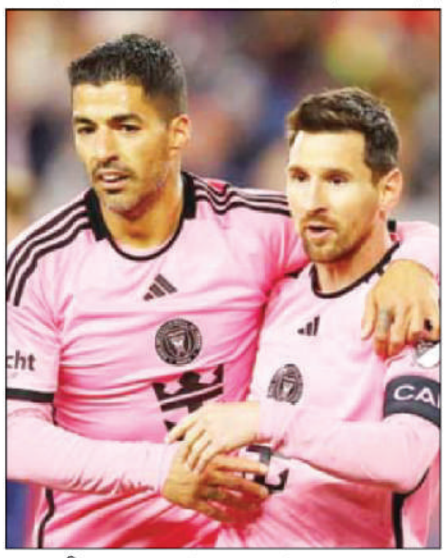

মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবগুলো। তবে সবচেয়ে বেশি লাভ হচ্ছে মেসির ক্লাব মায়ামির। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি কীভাবে ইন্টার মায়ামির ফুটবল-বাণিজ্যের চিত্র বদলে দিয়েছে, তা নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন ক্লাবটির জেনারেল ডিরেক্টর হাভিয়ের আসেনসি। তিনি জানিয়েছেন, মেসির আগমন ক্লাবের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং চলতি বছর ক্লাবটি প্রায় ২০ কোটি ডলারের 'টার্নওভার' (আয়) করবে। আসেনসি বলেছেন, ''মেসি আসার পর আমাদের প্রত্যাশিত আয় ৬ কোটি ডলার থেকে বেড়ে এখন ১২ কোটি ৫০ লাখ থেকে ১৩ কোটি ডলারে পৌঁছে গেছে। এ বছর আশা করি আমরা ২০ কোটি ডলারের বেশি আয় করতে পারব।'' মেসির আসার পর দর্শকদের পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষকদের আগ্রহের কেন্দ্রেও এখন মায়ামি। এরই মধ্যে অ্যাপল, অ্যাডিডাস, হেনিক্যান, রয়্যাল ক্যারিবিয়ানসহ বেশ কিছু বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি করেছে ক্লাবটি। সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান ভিসাও যুক্ত হয়েছে মায়ামির সঙ্গে। আসেনসি বলেছেন, ''আমরা সেই অংশীদারদের খুঁজছি, যারা আমাদের অন্য আরেকটি স্তরে নিয়ে যাবে। যেখানে নিশ্চিতভাবে রয়্যাল ক্যারিবিয়ান এবং জেপি মরগান চেজের মতো প্রতিষ্ঠানও আছে।'' মেসির আসার পর ফোর্ট লডারডেল এমএলএসের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলেছে বলেও জানিয়েছেন আসেনসি। ব্যাপারটিকে তিনি মেসির মতো তারকার শক্তি হিসেবেই দেখছেন। এ ছাড়া মেসির আগমনের পর মায়ামির টিকিট বিক্রি, মার্চেন্ডাইজিংসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, আয়ে ইন্টার মায়ামি এখন ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোকেও টেক্কা দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আসেনসিও, ''আমি বার্সেলোনায় ১১ বছর ছিলাম। আমি সেখানে প্রধান বাণিজ্যিক অফিসার হিসেবে কাজ করেছি। লিও (মেসি) যখন খেলোয়াড় হিসেবে ছিল, তখনো আমি সেখানে ছিলাম। ইন্টার মায়ামি প্রাক্-মরসুম সফরে যে আয় করেছে, তা পেশাদার ফুটবল ক্লাব যে আয় করে, তার চেয়ে বেশি। এখানে বেশ কিছু নির্ণায়ক আছে। যেমন ইউরোপের বড় ক্লাবগুলো একই সময়ে সফর করে, যেটা হচ্ছে গ্রীষ্মে। আমরা সেটা করতে পারি জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে, যখন অন্যরা করতে পারে না। লিও নিশ্চিতভাবেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। মেসি না থাকলে আমরা এখন যে আলাপ করছি, তারও কোনও অস্তিত্ব থাকত না।''

পিএসজিকে আবারও হারিয়ে ১১ বছর পর ফাইনালে ডর্টমুন্ড

লন্ডন, ৮ মেঃ বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মাঠে প্রথম লেগটা পিএসজি হেরেছিল ১-০ গোলে। প্যারিসে আজ চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে সেই গোল শোধ করা তো হলোই না, উল্টো আরও একটা গোল খেয়ে বসল পিএসজি। নিজেদের মাঠেও

তাই হারতে হলো ১-০ গোলে। দুই লেগ মিলিয়ে ২-০ ব্যবধানে জিতে ১১ বছর পর আবার চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে জায়গা করে নিল ডর্টমুন্ড। ২০১২-১৩ মরসুমের সেই ফাইনালে ডর্টমুন্ড ২-১ গোলে হেরেছিল স্বদেশি ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। সেই ফাইনাল ছিল লন্ডনের বিখ্যাত ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে। এবারও ফাইনাল ওয়েম্বলিতেই, আগামী ১ জুন। এবারও ফাইনাল হতে পারে দুই জার্মান ক্লাবের। অন্য সেমিফাইনালে যে প্রতিপক্ষ বায়ার্ন মিউনিখ-রিয়াল মাদ্রিদ! মিউনিখে ২-২ সমতার পর বুধবার বার্নাব্যুতে বায়ার্ন রিয়ালকে হারিয়ে দিলেই হবে ২০১২-১৩ মরসুমের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি। গত সপ্তাহে সিগনাল ইদুনা পার্কে ডর্টমুন্ডের জয়ের নায়ক ছিলেন জার্মান স্ট্রাইকার নিকলাস ফুলক্রুগ। আজ পার্ক দে প্রিন্সেসে ডর্টমুন্ডকে আরেকটি জয় এনে দিয়েছেন সেন্টার ব্যাক ম্যাটস হুমেলস। ৫০ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি তাঁর। দুর্দান্ত খেলেছেন অন্য সেন্টার ব্যাক নিকো স্লোটারব্যাকও। অথচ ম্যাচে গোলের সুযোগ কম পায়নি পিএসজি। কিন্তু ভাগ্য বোধহয় আজ লুইস এনরিকের দলের সঙ্গে ছিল না। দুই অর্ধ মিলিয়ে মোট চারবার পোস্ট ও ক্রসবারে লেগেছে পিএসজির শট। পিএসজির সবচেয়ে বড় আশা ছিল যাকে নিয়ে,

চ্যাম্পিয়নস লিগ

সেই কিলিয়ান এমবাপেও জাদুকরী কিছু করতে পারেননি। ৮১ মিনিটে কাছ থেকে নেওয়া তাঁর একটি শট ঠেকাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ডর্টমুন্ড গোলরক্ষক গ্রেগর কোবেলের। ৮৭ মিনিটে তাঁর আরেকটি শট কোবেলের হাত ছুঁয়ে লাগে ক্রসবারে। এ ছাড়া বাকিটা সময় এমবাপেকে খুব একটা বিপজ্জনক মনে হতেই দেননি ডর্টমুন্ড ডিফেন্ডাররা। এই মরসুম শেষেই পিএসজি ছেড়ে যাচ্ছেন ফরাসি এই ফরোয়ার্ড। নিজের শহরের প্রিয় ক্লাবের হয়ে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় এটাই তাই আপাতত তাঁর শেষ ম্যাচ। হতাশাতেই শেষ হলো পিএসজির হয়ে এমবাপের ইউরোপিয়ান-অধ্যায়। পিএসজির জন্যও চ্যাম্পিয়নস লিগ এক আক্ষেপের

নাম হয়ে রইল। লিগ আঁর রেকর্ড ১২ বারের চ্যাম্পিয়নরা এ নিয়ে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিল, একবার হেরেছে ফাইনালেও (২০১৯-২০ মরসুমে)। প্যারিসে পিএসজির এই হতাশার রাতটা ডর্টমুন্ডের জন্য এসেছে বিশাল এক আনন্দের উপলক্ষ হয়ে। ম্যাচ শেষেই পার্ক দে প্রিন্সেসে অতিথি হয়ে যাওয়া অল্প কিছু ডর্টমুন্ড সমর্থকদের সঙ্গে সেই আনন্দ উদযাপন করেছেন হামেলসরা। বিশেষ করে ডর্টমুন্ড কোচ এদিন তেরজিচের জন্য তো এ এক ভীষণ আবেগের মুহূর্ত। ছোটবেলা থেকেই যে ক্লাবের সমর্থক হিসেবে বেড়ে উঠেছেন, সেই ক্লাবের কোচ হয়ে তাদের ১১ বছর নিয়ে গেলেন চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে। ক'জনের জীবনে স্বপ্ন এভাবে সত্যি হয়!

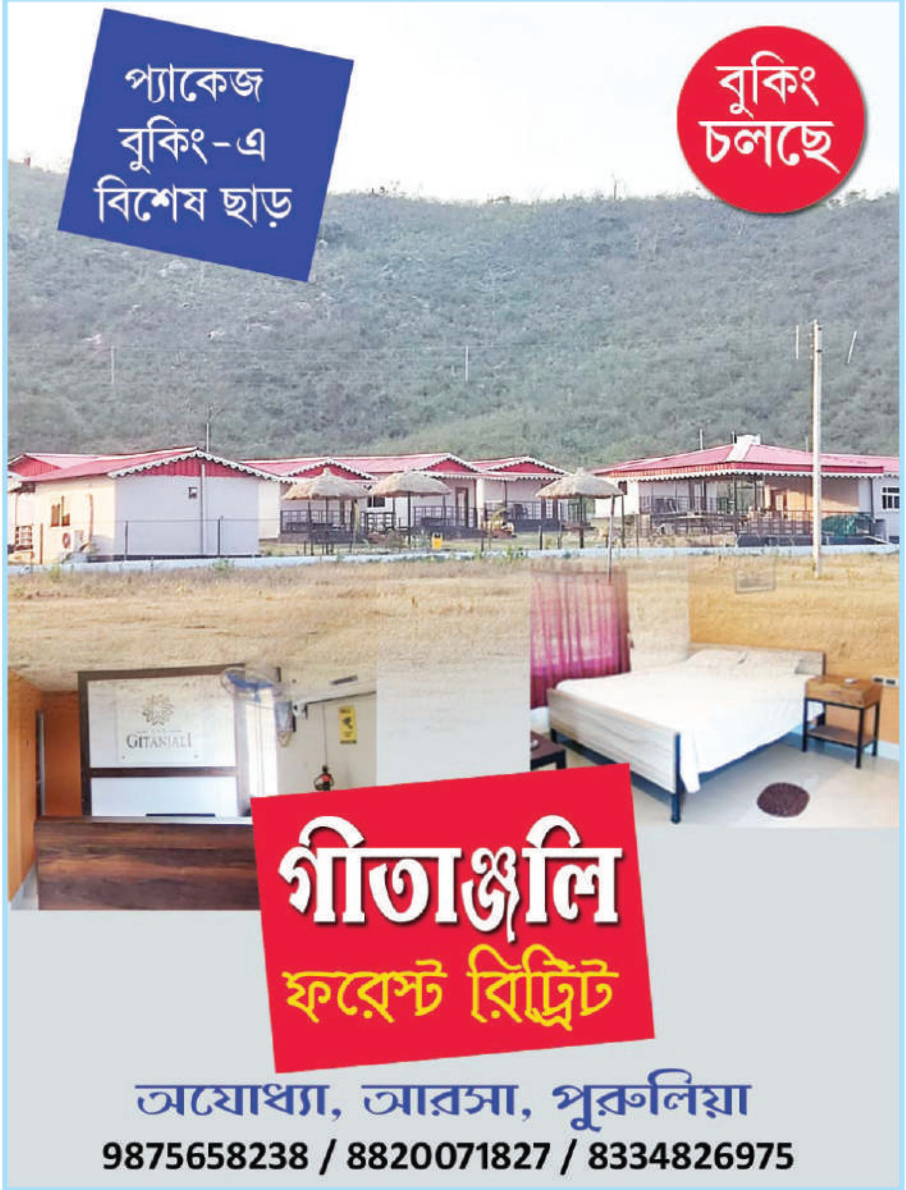

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com